বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>181 >>29 Chaitra 1429 >>
epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ১৮১ >> << ২৯ শে, চৈত্র ১৪২৯>>

নাবালকের ঠোঁটে চুম্বন করার ভিডিও প্রকাশের পর ক্ষমা চাইলেন দালাই লামা

বোধগয়া ঃ একটি শিশুর ঠোঁটে চুম্বন করার ভিডিও ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দেওয়ার পর, সোমবার ক্ষমা চেয়েছেন তিব্বতের আধ্যাত্মিক নেতা দালাই লামা। তাঁর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে পোস্ট করা এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ৮৭ বছর বয়সী ধর্মীয় নেতা ওই ঘটনার জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং ছেলেটি, তার পরিবার এবং সেইসাথে বিশ্বজুড়ে তার অনেক বন্ধুদের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছিল গত ফেব্রুয়ারিতে ধর্মশালার সুগলাখাং মন্দিরে একটি জনসমাবেশে, যেখানে নির্বাসিত নেতা বাস করেন। তিনি দর্শকদের কাছ থেকে যখন প্রশ্ন নিচ্ছিলেন যখন ছেলেটি জানতে চায় যে সে তাকে জড়িয়ে ধরতে পারবে কিনা। পরে, দালাই লামা যে মঞ্চে বসেছিলেন, সেখানে তাঁর কাছে ছেলেটিকে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান। ভিডিওতে দেখা যায়, তিনি তার গালে চুমু দিতে ইশারা করেন, তারপর শিশুটি তাকে আলিঙ্গন করার আগে তার ঠোঁটে চুম্বন করেন দালাই লামা। ভিডিও ফুটেজটি প্রকাশের পর, তাঁর ওই আচরণকে অনুপযুক্ত এবং বিরক্তিকর বলে নিন্দা করে, সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। দালাই লামার বিবৃতিতে বলা হয়েছে, তাঁর পবিত্রতা প্রশ্নাতীত, তিনি প্রায়শই নির্দোষ এবং কৌতুকপূর্ণ উপায়ে তাঁর সাথে দেখা করতে আসা লোকেদেরকে উত্যক্ত করেন, এমনকি জনসমক্ষে এবং ক্যামেরার সামনেও তিনি এমনটা করে থাকেন।

বাজার দর

SENSEX : 60392.77 +235.05
NIFTY : 17812.40 +90.10

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
38.00 °c	24.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .08 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .30 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী)
55,070 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়)
52,450 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 67,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর
সংক্ষিপ্ত খবর

মহড়া শেষ হওয়ার পর দ্বীপের চারপাশে চীনা যুদ্ধজাহাজ ও বিমান শনাক্ত করল তাইওয়ান

বেইজিং ঃ বেইজিং তাদের বিশাল যুদ্ধ মহড়া বন্ধের ঘোষণা দেওয়ার একদিন পর দ্বীপের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, মঙ্গলবারও তাইওয়ানের চারপাশে চীনা যুদ্ধজাহাজ ও বিমান চলাচল করছে। চীন শনিবার থেকে স্বশাসিত তাইওয়ানের চারপাশে তিন দিনের সামরিক মহড়া শুরু করেছে। দৃশ্যতই এটা তাদের লক্ষ্যযুক্ত হামলা এবং দ্বীপটির অবরোধ অনুশীলন । গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের হাউজ স্পিকার কেভিন ম্যাকার্থির সঙ্গে তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট সাই ইং ওয়েনের বৈঠকের প্রতিক্রিয়ায় বেইজিংয়ের পক্ষ থেকে এই শক্তি প্রদর্শন করা হয়। তাইওয়ানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, মঙ্গলবার স্থানীয় সময় সকাল ১১টা পর্যন্ত তারা দ্বীপটির চারপাশে নয়টি চীনা যুদ্ধজাহাজ ও ২৬টি বিমান শনাক্ত করেছে। তাইওয়ান প্রণালীর মাঝখানে অবস্থিত বেসরকারি কিন্তু একসময় ব্যাপকভাবে মেনে চলা সীমান্তের কথা উল্লেখ করে মন্ত্রক বলেছে, চীন আজ সকালে সামরিক বিমান সংগঠিত করেছে এবং উত্তর, কেন্দ্রস্থল এবং দক্ষিণ থেকে মধ্যরেখা অতিক্রম করেছে। মহড়ার শেষ দিন সোমবার মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বলা হয়, তারা দ্বীপটির চারপাশে ১২টি চীনা যুদ্ধজাহাজ ও ৯১টি বিমান শনাক্ত করেছে। যার মধ্যে ৫৪টি বিমান তাইওয়ানের দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় এয়ার ডিফেন্স আইডেন্টিফিকেশন জোনে (এডিআইজেড) প্রবেশ করেছে। ২০২১ সালের অক্টোবরের পর এদিন এডিআইজেড আক্রমণ একদিনে সর্বোচ্চ ছিল। তাইপের তামকাং বিশ্ববিদ্যালয়ের সামরিক বিশেষজ্ঞ আলেকজান্ডার হুয়াং বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেন, ফিলিপাইন সাগরে মোতায়েন শানডং ক্যারিয়ার যুদ্ধ দল মহড়ায় অংশ নিয়েছে। তিন দিনে মোট ২৩২টি বিমান উড্ডয়ন নজিরবিহীন ঘটনা। তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট সাই ইং ওয়েন সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে সামরিক মহড়া শেষ হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর এর নিন্দা জানিয়ে বলেন, চীন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তাইওয়ানের সম্পৃক্ততাকে সামরিক মহড়া শুরু করার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করছে। যা তাইওয়ান ও এই অঞ্চলে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করছে। মঙ্গলবারের সামরিক উপস্থিতি সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে চীন তাইওয়ানের উপর তার দাবি পুনর্ব্যক্ত করে। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র ওয়াং ওয়েনবিন নিয়মিত প্রেস ব্রিফিং'এ বলেন, জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষায় চীন দৃঢ় ও কঠোর পদক্ষেপ নেবে। চীনকে বারবার সংযম দেখানোর আহ্বান জানানোর পর, যুক্তরাষ্ট্র সোমবার দক্ষিণ চীন সাগরের বিতর্কিত অংশে ইউএসএস মিলিউস গাইডেড মিসাইল ডেস্ট্রয়ার পাঠিয়েছে।

পাকিস্তানে মুদ্রাস্ফীতিতে মাটি রমজানের আনন্দ

লাহোর ঃ পাকিস্তানিদের জন্য এক কঠিন সময় এসেছে এবারের রমজানে। খাদ্যদ্রব্যের দাম বেড়েই চলেছে। পাকিস্তানের দরিদ্রদের জন্য খরচ সামলানো দিন দিন আরো কঠিন হয়ে পড়ছে।

পাকিস্তানে মূল্যস্ফীতি আকাশচুম্বী ৩১ দশমিক পাঁচ শতাংশে পৌঁছেছে। বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, মূল্যস্ফীতি পৌঁছাতে পারে ৩৩ শতাংশে।

এই বছরের রমজানকে অনেকে 'প্রাণঘাতী এবং সবচেয়ে ব্যয়বহুল' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। নিম্ন আয়ের নাগরিকদের ওপর এর ব্যাপক প্রভাব পড়ছে।

রমজানকে পাকিস্তানে 'দানের মাস' হিসাবে বিবেচনা করা হয়, এই সময় অনেকেই অপেক্ষাকৃত কম সচ্ছল মানুষদের ভিক্ষা, কাপড় এবং খাবার দান করেন। পরিস্থিতি মোকাবিলায় পাকিস্তান সরকার বিনামূল্যে গম বিতরণের মতো দাতব্য কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন যে, এই ধরনের কর্মসূচি ভালোর চেয়ে ক্ষতি বেশি করতে পারে। বিতরণে অব্যবস্থাপনার কারণে ময়দা বিতরণ কেন্দ্রে উপচে পড়া ভিড়ে পদদলিত হয়ে রমজান মাসে এ পর্যন্ত অন্তত ২৩ জন মারা গেছে।

সিন্ধ প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক সাবেক সমন্বয়কারী হারিস গাজদার ডয়চে ভেলেকে বলেন, দানের পণ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে চাহিদার ওপর চাপ তৈরি হয়, ফলে দামের ওপরও প্রভাব পড়ে। সবচেয়ে দরিদ্রদের দান করার ফলেও আসলে যারা ভিক্ষা পান না বা গ্রহণ করেন না, তাদের উপর সামান্য প্রতিকূল প্রভাব পড়তে পারে।

প্রতি ১০ কিলোগ্রাম ময়দার বাজার মূল্য রমজানের আগেও ছিল ৬৮০ পাকিস্তানি রুপি। রমজান মাসে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে এক হাজার ১২০ পাকিস্তানি রুপিতে। চাহিদা বাড়ার কারণে দাম বেড়েছে। পাশাপাশি গম বিক্রেতারা বিনামূল্যে গম প্রকল্পের কারণে হওয়া ক্ষতিও পুষিয়ে ওঠার চেষ্টা করায় দাম আরো বেড়েছে।

অনেক শ্রমজীবী মানুষকেই হয় আটার জন্য দীর্ঘ সারিতে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে, অথবা সামর্থ্যের বাইরে গিয়ে উচ্চ দামে আটা কিনতে হচ্ছে। অন্য নানা এলাকার তুলনায় রাজধানী ইসলামাবাদে পরিচালিত বিতরণ কেন্দ্রগুলোতে ব্যবস্থাপনা ভালো। এসব কেন্দ্রে এখনও কোনো গুরুতর ঘটনার তথ্য পাওয়া যায়নি। ইসলামাবাদ জুড়ে ডিনিশটি বিতরণ কেন্দ্র রয়েছে। এরই মধ্যে অন্তত চার লাখ ১০ কেজি গম বিতরণ করা হয়েছে। ন্যাশনাল ডাটাবেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অথরিটি এর অধীনে প্রতিটি পরিবারকে একটি ১০ কেজি আটার বস্তা দেয়া হচ্ছে। নিহত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টোর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে গড়ে তোলা বেনজির ফেডারেল কর্মসূচির অধীনে অতি দরিদ্রদের দেয়া হচ্ছে ১০ কেজি আটার তিনটি প্যাকেট।

রমজান মাসে দানের আলাদা মহিমা রয়েছে। কিন্তু অনেকেই সরকারের সত্যিকার উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দিহান। সামাজিক সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ উমর খালিদ বলেন, ''আইএমএফ এর প্রকল্প নিয়ে টানাপড়েনের কারণে খুব শিগগিরই যেহেতু অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে না, ভোটারদের মধ্যে নিজেদের অবস্থান তৈরি করার জন্য সমাজের নীচের স্তরে অবস্থিত মানুষের জন্য এই ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা ছাড়া সরকারের বিকল্পও নেই।''

পাকিস্তানের রাজনীতিতে এই ধরনের প্রকল্প দীর্ঘদিন ধরে ভোট টানার জন্য ব্যবহার হয়ে আসছে। কিন্তু দেশটির প্রান্তিক জনগোষ্ঠী দিন দিন নির্বাচনের প্রতি উদাসীন হয়ে উঠছে। ইহসান গুল বলেন, আমি কাকে ভোট দিব সেটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি না। এটা এমন নয় যে কোনো সরকার সাধারণ মানুষের জন্য কিছু করেনি, কিন্তু বিগত সরকারের যে আমাদের দুঃখ কষ্ট দূর করতে কিছু একটা করেছে, আমার ধারণা সাধারণ মানুষ সেটা মনে রেখেছে।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, রমজানের সময় দেশের দরিদ্রদের উন্নতি করতে চাইলে মহামারিকালীন নগদ তহবিল দেয়ার মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত সরকারের। আটলান্টিক কাউন্সিলের পাকিস্তান ইনিশিয়েটিভের পরিচালক উজাইর ইউনাস এই স্কিমগুলোকে সরকারের 'লোকদেখানো কর্মসূচি' বলে মনে করেন।

তালিবানের অভিযানে ৮ আফগান বিরোধী যোদ্ধা নিহত

কাবুল ঃ আফগানিস্তানের ক্ষমতাসীন তালিবান মঙ্গলবার বলেছে, তাদের নিরাপত্তা বাহিনী উত্তর আফগানিস্তানে একটি সশস্ত্র বিরোধী দলের অন্তত আটজন যোদ্ধাকে হত্যা করেছে। দেশটির রাজধানী কাবুল থেকে প্রায় ১২০ কিলোমিটার উত্তরে পারওয়ান প্রদেশে এই লড়াইটি কয়েক মাসের মধ্যে তালিবান বাহিনী এবং এনআরএফ যোদ্ধাদের মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য সংঘর্ষ। তালিবান নেতৃত্বাধীন আফগান প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, অভিযানে নিহতদের মধ্যে ন্যাশনাল রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট বা এনআরএফ এর একজন প্রধান কমান্ডার আকমল আমিরিও ছিলেন। এনআরএফ আমিরি ও তাদের যোদ্ধাদের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। এতে বলা হয়েছে, তালিবান অভিযানে একজন দ্বিতীয় সিনিয়র কমান্ডারও নিহত হয়েছেন। তাকে নাসির আহমেদ আন্দ্রাবি বলে শনাক্ত করা হয়েছে। এনআরএফ এর স্বনির্বাসিত প্রধান আহমেদ মাসুদকে উদ্ধৃত করে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, লড়াইটি কয়েক ঘন্টা স্থায়ী হয়েছিল। অভিযানে নিহত ব্যক্তিদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়েছে তারা। গত সেপ্টেম্বরে, তালিবান নিরাপত্তা বাহিনী পাঞ্জশির প্রদেশে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে বড় আকারের অভিযান শুরু করে, এবং বেশ কয়েকজন কমান্ডারসহ ৪০ জন এনআরএফ যোদ্ধাকে হত্যা করে। তালিবান কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, অভিযানে বেশ কয়েকজন বিদ্রোহীকে বন্দী করা হয়েছে। বিরোধীদের কিছু বিচ্ছিন্ন আক্রমণ ব্যতীত এলাকায় তখন থেকে লড়াই কমে গেছে। ২০২১ সালের আগস্টে মৌলবাদী গোষ্ঠী আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণ দখল করার পর থেকে এনআরএফ তালিবান শাসনের বিরুদ্ধে নিম্নস্তরের সশস্ত্র প্রতিরোধের নেতৃত্ব দিচ্ছে। এর যোদ্ধারা বেশিরভাগই পাঞ্জশিরের দুর্গম পাহাড় এবং পারওয়ানসহ পার্শ্ববর্তী প্রদেশের কিছু অংশে সক্রিয়। তালিবান বিরোধী বাহিনী মূলত অধুনালুপ্ত যুক্তরাষ্ট্র প্রশিক্ষিত আফগান নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল। মাসুদ তালিবান বিরোধী মুজাহেদিন কমান্ডার আহমদ শাহ মাসুদের ছেলে, যাকে আলকায়েদা আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীরা সাংবাদিক হিসাবে পরিচয় দিয়েছিল। ২০০১ সালের সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক পরিকল্পিত হামলার দুই দিন আগে তাকে হত্যা করা হয়।

প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ দক্ষিণ চীন সাগরে যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর অভিযান

বেইজিং (এজেন্সী) ঃ চীনের দাবি করা একটি দ্বীপমালার কাছে সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের একটি যুদ্ধ জাহাজ অভিযান পরিচালনা করেছে। এই দ্বীপমালাকে ফিলিপাইন, তাইওয়ান এবং আরো কিছু দেশ নিজেদের বলে দাবি করে। যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ জাহাজের অভিযাত্রা তখনই শুরু হলো, যখন চীন স্বশাসিত তাইওয়ানের চারপাশে তৃতীয় দিনের মতো সামরিক মহড়া চালিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী জানিয়েছে, গাইডেড মিসাইল বহনকারী ডেস্ট্রয়ার ইউএসএস মিলিউস ভিয়েতনাম ও ফিলিপাইনের মধ্যবর্তী কয়েক ডজন দ্বীপের একটি সারির মধ্যে অবস্থিত স্প্রাটলি দ্বীপপুঞ্জের একটি ডুবো চরের কাছে, সমুদ্রের বৈধ ব্যবহার সমুন্নত রাখতে নেভিগেশনের স্বাধীন নৌ চলাচল (ফ্রিডম অফ নেভিগেশন) অভিযান পরিচালনা করেছে। নৌবাহিনী বলেছে, ইউএসএস মিলিউস প্রমাণ করেছে যে, ভাটার সময় জেগে ওঠা, শৈলশ্রেণি স্বাভাবিক সময়ে আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী আঞ্চলিক সমুদ্রের অন্তর্ভুক্ত নয়। চীনের অতিরিক্ত সমুদ্রসীমা দাবির প্রতিবাদে যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী নিয়মিত দক্ষিণ চীন সাগরের স্প্রাটলি দ্বীপপুঞ্জের কাছে অভিযাত্রা পরিচালনা করে।

চীন স্প্রাটলি দ্বীপপুঞ্জের প্রবাল প্রাচীরের ওপর হাজার হাজার হেক্টর এলাকায় কৃত্রিম দ্বীপ তৈরি করেছে। সোমবার তারা দাবি করেছে, যুক্তরাষ্ট্র অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করছে। বেইজিং দক্ষিণ চীন সাগরের প্রতিটি অঞ্চলে নৌ চলাচল সীমাবদ্ধ করতে চায় এবং ফিলিপাইন এবং ভিয়েতনাম থেকে আসা জাহাজগুলোর বৈধ বাণিজ্যিক কার্যক্রম বন্ধ করতে চায়। চীন, ব্রুনাই, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, তাইওয়ান এবং ভিয়েতনাম স্প্রাটলি দ্বীপমালাকে তাদের ভূখণ্ডের অংশ বলে দাবি করে। গত সপ্তাহে লস অ্যাঞ্জেলেসে হাউজ স্পিকার কেভিন ম্যাককার্থির সঙ্গে তাইওয়ানের প্রেসিডেন্টের বৈঠকের পর, সোমবার তৃতীয় দিনের সামরিক মহড়া পরিচালনা করে চীন। এ সময় চীন তাইওয়ানের দিকে প্রায় এক ডজন যুদ্ধজাহাজ ও ৭০টি যুদ্ধবিমান পাঠায়।

তাইওয়ান সরকার বলেছে, চীনের পদক্ষেপের জবাবে তারা তাদের নৌবাহিনী ও স্থলভিত্তিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রস্তুত রেখেছে।

চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রক, যুক্তরাষ্ট্র ও তাইওয়ানের কর্মকর্তাদের মধ্যে বৈঠকের কড়া সমালোচনা করেছে। চীনা কমিউনিস্ট পার্টি বলেছে, তারা ২০২৭ সালের মধ্যে গণতান্ত্রিক দ্বীপ তাইওয়ানে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চায় । এজন্য, প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগে করতেও প্রস্তুত তারা।

পেন্টাগনে, প্রতিরক্ষামন্ত্রীর জনসংযোগ বিষয়ক সহকারী ক্রিস মেগার সোমবার সংবাদদাতাদের বলেন, তাইওয়ানের নেতার ক্যালিফোর্নিয়া সফরকে বেইজিং এর পক্ষ থেকে অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া দেখানোর অজুহাতে পরিণত করা উচিত নয়। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সঙ্গে যোগাযোগের পথ উন্মুক্ত রেখেছে। তবে, এখন পর্যন্ত বেইজিং প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন এবং জয়েন্ট চিফ অফ স্টাফের চেয়ারম্যান, জেনারেল মার্ক মিলির সঙ্গে যোগাযোগের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে আসছে।

নিরাপত্তা অসমে বন্দি খালিস্থানিদের স্বার্থে পাঞ্জাবের আইনজীবীদের দল উপস্থিত

পাঞ্জাবের খালিস্থানি নেতা অমৃতপাল সিংহের সহযোগী পাপলপ্রীত সিংহকেও ডিব্রুগড় কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তর

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ ফের এক দুর্ধর্ষ খালিস্তানিকে অসমে নিয়ে এসেছেন নিরাপত্তারক্ষীরা। পাঞ্জাবের খালিস্থানি নেতা অমৃতপাল সিংহের সহযোগী পাপলপ্রীত সিংহকে রাজ্যের ডিব্রুগড় কারাগারে এনে বন্দি করে রাখা হয়েছে। ফলে পাপলপ্রীত সিংহ সহ বর্তমান ডিব্রুগড়ের কেন্দ্রীয় কারাগারে মোট ৯ জন খালিস্তানি বন্দি রয়েছেন। খালিস্থানিদের সমর্থন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে হত্যা করার হুমকি দিয়ে অসমের একাংশ সাংবাদিককে রেকর্ডেড ফোন করার পর ফের একজন খালিস্তানিকে অসমে আনা হয়েছে। গত ২৮ মার্চ অমৃতপাল সিংহের সঙ্গে তার শেষ দেখা হয়েছিল বলে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন ডিব্রুগড়ে নিয়ে আসা খালিস্তানি পাপলপ্রীত সিংহ।

প্রসঙ্গত পাঞ্জাবে খালিস্থানি নেতা অমৃতপাল সিংহ নেতৃত্বাধীন ওয়ারিশ পাঞ্জাব দে খালিস্থান সমর্থক সংগঠনের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে ব্যাপক অভিযান চালানো হয়েছে। পাঞ্জাব পুলিশ খালিস্থান সমর্থক তথা খালিস্থানি নেতা অমৃতপাল সিংহকে পলাতক হিসেবে ঘোষণা করার পাশাপাশি তার সহযোগীদের গ্রেফতার করেছে। গত ১৯ মার্চ খালিস্থানি নেতা অমৃতপাল সিংহ নেতৃত্বাধীন ওয়ারিশ পাঞ্জাব দে খালিস্থান সমর্থক সংগঠনের চারজন সদস্যকে পাঞ্জাব থেকে রাজ্যের ডিব্রুগড় জেলা কারাগারে নিয়ে আসার পর পরবর্তীকালে আরও দুবার খালিস্থানি সমর্থকদের অসমে আনা হয়েছে। বর্তমান সংগঠনটির আটজন সদস্য ডিব্রুগড় জেলা কারাগারে রয়েছেন। তবে এবার ফের রাজ্যের ডিব্রুগড় জেলা কারাগারে মঙ্গলবার খালিস্থানি নেতা অমৃতপাল সিংহের সহযোগী পাপলপ্রীত সিংহকে এনে বন্দি করা করার ফলে এই সংখ্যা নয় হয়েছে। খালিস্থানি নেতা অমৃতপাল সিংহের সহযোগী পাপলপ্রীত সিংহ মিডিয়া এডভাইজার হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন। তাছাড়া বিদেশের সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে যোগসূত্র এবং সমন্বয় রক্ষার দায়িত্বে নিযোজিত ছিলেন পাপলপ্রীত সিংহ। তাছাড়া অমৃতপাল সিংহের পলায়নের পরিকল্পনা করেছিলেন এই খালিস্তানি সমর্থক। অমৃতপাল সিংহের মুখ্য পরামর্শদাতা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন পাপলপ্রীত সিংহ। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে খালিস্থানি নেতা অমৃতপাল সিংহের সঙ্গে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও সোমবার পাঞ্জাবের হুশিয়ারপুর থেকে পাপলপ্রীত সিংহকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে নিরাপত্তা সংস্থা। অবশেষে তাকে অন্যান্য আটজনের মত অসমের ডিব্রুগড় কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার এক বিশেষ ভিস্টার বিমানের মাধ্যমে তাকে ডিব্রুগড় আনা হয়েছে। ব্যাপক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাধ্যমে ডিব্রুগড় বিমানবন্দর থেকে তাকে কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে যান নিরাপত্তা রক্ষীরা। সাংবাদিকদের সঙ্গে ক্ষণিক সময়ের জন্য কথা বলার সুযোগ পেয়ে পাপলপ্রীত সিংহ জানান গত ২৮ মার্চ অমৃতপাল সিংহের সঙ্গে তার শেষ দেখা হয়েছিল। সেই দিন তারা দুজন পৃথক হয়ে যান। এরপর থেকে তার সঙ্গে অমৃতপাল সিংহের কোনো যোগাযোগ নেই। তবে অমৃতপাল সিংহ কবে আত্মসমর্পণ করবেন কিংবা আদৌ আত্মসমর্পণ করবেন কিনা সেই বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বলে মন্তব্য করেছেন খালিস্তানি পাপলপ্রীত সিংহ।

অন্যদিকে অসমে বন্দি খালিস্থানিদের স্বার্থে পাঞ্জাবের আইনজীবীদের একটি দল বর্তমান ডিব্রুগড়ে উপস্থিত হয়ে কারাবন্দি হয়ে থাকা প্রত্যেক খালিস্থানিদের সাক্ষ্য গ্রহণ করছে। দলটিতে থাকা আইনজীবীরা বলেন পাঞ্জাবে খালিস্তান সম্পর্কে ইতিমধ্যে বহু মামলা রজ্জু করা হয়েছে। বিষয়টি এরপর সুপ্রিম কোর্টেও গেছে। তবে খালিস্থানি স্লোগান দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই বলে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন এই আইনজীবী। দলটি ডিব্রুগড়ে আস্থানা গেড়ে কারাগারে বন্দি খালিস্থানি সমর্থকদের সাক্ষ্য গ্রহণ করার পাশাপাশি নানা ধরনের আইনি প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে।

দুই দিনের মোর্চার প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দিতে মালদায় আসেন দিলীপ ঘোষ

মালদা ঃদুই দিনের মোর্চার প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দিতে মালদায় আসেন দিলীপ ঘোষ। এদিন মালদে ঠাউন স্টেশনে রাজ্যে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম আসা প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, পশ্চিমবঙ্গে কোন ঘটনা ঘটলে এই সরকার সামলাতে পারেনা, তার তদন্ত করতে পারে না। দোষীদের সাজা দিতে পারে না চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে। স্বাভাবিক ভাবে মানুষের ডিমান্ড থাকে সত্য উদঘাটন হোক। তাই বারবার চিঠি লেখা হয় হ,আবেদন করা হয়। আর প্রায়ই ঘটনাতেই ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম আসে। যেহেতু এত বড় ঘটনা ঘটেছে সারা দেশে সারা বিশ্বে আলোচনা হচ্ছে। বিজেপির মনে হয়েছে এর সত্য জানার দরকার আছে। কারণ রিপোর্ট সময় মত আসে না। তাই তারা আসবেন যাতে এই ধরনের ঘটনা আর না ঘটে।

সরকারি কর্মচারীরা বলেছেন এই রাজ্যে উৎসব করতে হলে সেন্ট্রাল টিম দিয়ে করতে হয়। ভোটে যদি কেন্দ্রীয় টিম না থাকে তাহলে তারা ভোট করতে যাবেন না। এই প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে একজন মাস্টারমশাই রায়গঞ্জে তাকে হত্যা করা হয়েছিল। কি করে মারা গেল কেউ জানতে পারলো না দোষীরা সাজা পেয়েছে কিনা আমরা বলতে পারব না। তো সরকারি কর্মচারীরায় ভোটটা পরিচালনা করেন। যদি তাদের জীবনে সুরক্ষা না থাকে তবে তারা কি করে ভোট দিতে যাবেন। ভোটেরাই ভোট দিতে পারেন না,নমিনেশন করতে দেওয়া হয় না। তাই টেনশনের মধ্যে নির্বাচন করতে যাওয়াটা খুব রিস্কি। সেই জন্য তারা চিন্তা প্রকাশ করেছেন। এটা ঠিক যে উৎসব,পরব,বিশেষ করে হিন্দুদের কিছু উৎসব হলেই ইচ্ছে করে গন্ডগোল করা হয়। যাতে পরবর্তীকালে পারমিশন দেওয়া না হয়। ধীরে ধীরে মেলা,উৎসব,পরব বন্ধই হয়ে যাবে এখানে। এটা বোধহয় এই সরকারের একটা চক্রান্ত। তাই এইভাবে রাজনৈতিক লাভ নেওয়ার চেষ্টা করছে। আজকে এখানে এসছি মোর্চার প্রশিক্ষণ শিবির আছে সেখানে যোগ দিতে আমি মালদায় এসেছি। সেই উপলক্ষে আমি তিনটি জেলায় সাংগঠনিক কার্যক্রম নেব। মালদা উত্তর,দক্ষিণ ও দক্ষিণ দিনাজপুর।

গত পঞ্চায়েত নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাংলায় এইরকমই হয়। কিভাবে নির্বাচন হবে সরকার কিভাবে নির্বাচন করবে তার ওপর নির্ভর করছে। আমরা আমাদের মত প্রস্তুতি ঠিক করে রেখেছি।এরপর তিনি মালদহের এক বেসরকারী হোটেলে ওঠেন। সেখানেই এই প্রশিক্ষন শিবিরে যোগদেন।

এরপর মালদহে দিলীপ ঘোষ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান,সুকন্যা মণ্ডলকে দিল্লিতে চলক প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, এই তরফ চলতে থাকবে যতক্ষণ না ওরা সহযোগিতা করবে। এরপর পুলিশ তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। ওর বাবা দশবার ঢাকার পর গিয়েছিলেন। ইনিও হয়তো ১০-১২ বার অপেক্ষা করছেন। তবে যেতে একদিন হবেই। যদি উনি নির্দোষ হন তবে সেটাও তিনি বলতে পারেন তথ্য প্রমাণ দিয়ে। আর যদি কিছু গন্ডগোল করে থাকেন তাহলে তার সাজা ভুগতে হবে।

ডিএ আন্দোলনকারীদের দিল্লি যাত্রা প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, যে সমস্ত সরকারি কর্মচারীরা এই সরকারকে চালাচ্ছেন তারা যখন আঃেদালনে বসেন সরকার গুরুত্ব দেয়নি। তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেছেন। বা কোন একটা পার্টির লোক বলে ছাপ্পা মেরে দিয়েছেন। স্বাভাবিক ভাবেই তারা তাদের আন্দোলনের গতিকে বাড়িয়েছেন। অন্যান্য সরকারি কর্মচারী তারাও বুঝতে পেরেছেন। অনেকে বোঝায় সদস্য পদ ও ছেড়ে দিয়েছে। কারণ এটা তাদের ন্যায্য দাবি। সরকারি কর্মচারীদের ন্যায্য দাবি না দিয়ে। তাদের কুকুর ছাগল বলেছেন। তাই তাদের জেদ চেপেছে তারা আন্দোলন করেই যাচ্ছে। আমাদেরও তাদের প্রতি নৈতিক সমর্থন আছে। মমতা ব্যানার্জি যদি কেন্দ্রের টাকার জন্য ঝর্ণা দিতে পারেন। তাহলে তারা ডিয়ের জন্য ধর্না দিতে পারেন।

কুর্মি আন্দোলন প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, প্রতিটি সমাজ নিজেদের জন্য আন্দোলন করছেন। উনারাও আন্দোলন করছেন। তাদের জাতিগত রিজার্ভেশনের জন্য আন্দোলন করছে। দেশে একটা কমিটি আছে ব্যবস্থা আছে সেখানে আপিল করা তথ্য প্রমাণ দেওয়া উচিত। তারা যদি মনে করে পাওয়ার যোগ্য তাহলে অবশ্যই দেবে।

কলকাতা কর্পোরেশনের দুর্নীতি প্রসঙ্গে বলেন, দুর্নীতি তো হচ্ছে সবাই জানে। আগে কেউ অভিযোগ করতো না এখন অভিযোগ করতে আরম্ভ করেছে। মমতা ব্যানার্জি বলেছিলেন মাছ মাংস খাওবেন কিন্তু সাপ খাওয়াচ্ছেন। টিকটিকি খাওয়াচ্ছেন। এই অধিকার কে দিয়েছেন। প্রত্যেকটি ডিপার্টমেন্টের দুর্নীতি হচ্ছে। কেন্দ্র থেকে টাকা আসছে কোথায় যাচ্ছে কেউ জানে না। কিছু কিছু জানা যাচ্ছে নেতাদের বাড়ি গাড়ি দেখে বোঝা যাচ্ছে। হিসেব দিতে পারছেন না কারণ টাকা অবৈধ ভাবে খরচ হয়ে যাচ্ছে। টাকার জন্য আন্দোলন করছেন চেঁচামেচি করছেন। ধর্না দিচ্ছেন তাতে কিছু হবে না। টাকা নিন খরচা করুন হিসেব দিন।

কলকাতা কর্পোরেশনের পার্কিং ফি প্রত্যাহার প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, মমতা ব্যানার্জি উপার্জন বাড়াতে চাই না। জি এস টি তে ১৩ নম্বরে আছে ওয়েস্ট বেঙ্গল কেন? কারণ কলকারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, ব্যবসা নেই। তাই টাকা যদি উপার্জন করতে হয় ট্যাক্স বাড়াতে হবে। হয়তো সেই জন্য ফিরহাদ হাকিম ভেবেছিলেন আমি পার্কিং ফ্রি বাড়ায়। কিন্তু মমতা ব্যানার্জি ইনকাম বাড়াবেন না খরচা বাড়াবেন কেন্দ্রের টাকায় ফুর্তি করবেন। তাই ওটা বন্ধ করেছেন। এই সরকারের মধ্যে কোন সমন্বয় নেই। কোন বার্তা নেই । কেবল আন্দোলন করতে ব্যস্ত। প্রশাসনে মন নেই। তাই এই ঘটনা ঘটেছে।

দক্ষিণ দিনাজপুরের দণ্ডীকাটা প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, নিন্দনীয় অমানবিক ঘটনা। যে আদিবাসী মহিলাদেরকে টিএমসি তে যোগদানের জন্য দন্ডী কাটতে বাধ্য করা হচ্ছে এক কিলোমিটার। এই সভ্য সমাজের এটা মেনে নেওয়া যায় না। টিএমসি এবং মমতা ব্যানার্জি বারবার বলছেন, আমরা আদিবাসীদের সঙ্গে আছি মহিলাদের সঙ্গে আছি। তাদের টিএমসিতে আসার জন্য কাটতে হবে কেন। তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার আছে। আপনি অর্জুন সিংহ, রাজীব ব্যানার্জিকে দন্ডি কাটান নি।তারা তো বিজেপিতে এসেছিল তৃণমূলে চলে গেছে। গরিব বলেই কি আদিবাসী মহিলাদের দন্ডি কাটাতে হবে। এই চোখে তারা মহিলাদের দেখে আদিবাসীদের দেখে। এতে প্রমাণ হয়ে গেল এরা কি চান। এটা একটা অমানবিক পার্টি। মহিলা বিরোধী,আদিবাসী বিরোধী, দলিত বিরোধী।

জাল নোট এবং মাদক পাচার নিয়ে দিলীপ ঘোষের প্রতিক্রিয়া, মালদার কালিয়াচক এলাকা দিয়ে জাল নোট এবং মাদক সবচেয়ে বেশি আসে। করিডর এটা? বন্ধ কেন হচ্ছে না। ওখানে রাস্তা তৈরি করতে দেওয়া হচ্ছে না। তার জন্য অনেক লড়াই হচ্ছে। রাজ্য সরকার যদি না চায় এটা বন্ধ হবে না। হয়তো এদের লোকেরাই যুক্ত আছে। তার থেকে পার্টি উপকৃত হচ্ছে তাই। এর জন্য কেবল পশ্চিমবঙ্গ নয় সারা ভারতবর্ষের সুরক্ষা বিঘ্নিত হচ্ছে। তাই এটা বন্ধ করা উচিত। কেন্দ্রের সাথে কথা বলা উচিত।সহযোগিতা চাওয়া উচিত।

পাচারের আগে লাখ লাখ টাকার কাঠ জব্দ করেছে বনকর্মীরা

আলিপুরদুয়ার ঃ কালচিনি এলাকায় অভিযান চালিয়ে পাচারের পূর্বে শুক্রবার প্রচুর পরিমাণে কাঠ উদ্ধার করল বনদফতরের বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের পানা মোবাইল রেঞ্জের বনকর্মীরা। এদিন গোপন সুত্রে খবরের ভিত্তিতে পানা মোবাইল রেঞ্জের বনকর্মীরা কালচিনির বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে পাচারের পূর্বে কাঠ উদ্ধার করে উদ্ধারকৃত কাঠ পানা রেঞ্জে নিয়ে আসা হয়েছে।

দলীয় কার্যালয় উদ্বোধন করতে গিয়ে আক্রান্ত কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপির বিধায়ক

কোচবিহার ঃ দলীয় কার্যালয় উদ্বোধন করতে গিয়ে আক্রান্ত কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপির বিধায়ক নিখিল রঞ্জন দে। কোচবিহার ১ নম্বর ব্লকের চান্দামারী এলাকায় বিজেপির দলীয় কার্যালয় উদ্বোধন করতে যান তিনি। অভিযোগ সেখানে যাওয়ার আগে রাস্তায় পুলিশের উপস্থিতিতে তার গাড়ির উপর হামলা চলা তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা গোটা এলাকায়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে চাঁচল থানা পুলিশের বিশেষ উদ্যোগ

মালদা ঃ মানুষের স্বাস্থ্যই সম্পদ। তাই মানুষের উচিৎ আগে নিজেদের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়া। এই বার্তা কে সামনে রেখে আজ ৭ ই এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে স্বাস্থ্য সচেতনতার শিবিরের আয়োজন করলো পুলিশ কর্মীরা। শুক্রবার মালদা জেলা পুলিশের উদ্যোগে ও চাঁচল থানা পুলিশের ব্যবস্থাপনায় চাচল থানার সিভিক ব্যারাকে আয়োজিত হলো এই স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবিরের। এদিন একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে স্বাস্থ্য সচেতনতার শিবিরের সূচনা করেন চাঁচল থানার আইসি পূর্ণেন্দু কুমার কুন্ডু। সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন চাঁচল থানার এসআই প্রদীপ সরকার সহ অন্যান্যরা।থানা সূত্রে জানা যায়, এই দিন চাঁচল থানার পুলিশ কর্মী, সিভিক ভলেন্টিয়ার ও অসাধারণ মানুষের স্বার্থে স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ও চাঁচোলের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমের বিশেষ চিকিৎসকদের নিয়ে শিবির করা হয়। এই দিন চাঁচল থানার আইসি পূর্ণেন্দু কুমার কুন্ডু নিজেই এই শিবিরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। তারপর একে একে থানার সিভিক ভলেন্টিয়ার এবং অন্যান্য সাধারণ মানুষেরাও ভিড় জমান এই শিবিরে। এছাড়াও চিকিৎসকদের কাছে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর সেই শিবির থেকে বিনামূল্যে দেওয়া হয় ওষুধ। সকাল থেকে শুরু করে দিনভর বহু মানুষের উপস্থিতি এই ক্যাম্পে লক্ষ্য করা যায়।এ বিষয়ে চাঁচল থানার আইসি পূর্ণেন্দু কুমার কুন্ডু বলেন বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে প্রতিটি মানুষের সুস্থতা আমরা কামনা করি। আমাদের পুলিশ কর্মী ও সিভিক ভলেন্টিয়াররেরা কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে স্বাস্থ্যের পরীক্ষা নিরীক্ষা করাতে পারেন না তাই তাদের কথা মাথায় রেখে এবং শহরের মানুষের স্বার্থে আমরা এই ক্যাম্পের আয়োজন করেছি।

পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি তীব্রতর হচ্ছে

মালদা ঃ পুরাতন মালদা ব্লকের অন্তর্গত মঙ্গলবাড়ি অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হল দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি। শুক্রবার সকালে এই বিশেষ কর্মসূচির সূচনা করেন ইংরেজ বাজার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ। এছাড়াও এই বিশেষ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পুরাতন মালদা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মৃণালিনী মাইতি, ব্লক সভাপতি নবেন্দু সেন, মঙ্গলবাড়ী অঞ্চলের প্রধান রূলেকা বিবি সহ অন্যান্য জন প্রতিনিধি এবং তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম প্রকল্প সংযোজন হলো 'দিদির দূত' প্রকল্প। এই প্রকল্প অনুযায়ী তৃণমূল কংগ্রেসের প্রত্যেকটি নেতা কর্মী মানুষের দরজায় দরজায় গিয়ে মানুষের অভাব অভিযোগের কথা শুনছে। যদি কেউ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোন প্রকল্প থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে তার সুরাহা মিলছে দিদির দূতেদের হাত ধরে। সেই মত এদিন দিদির দূতরা মঙ্গলবাড়ি অঞ্চলের নলডুবি, জলঙ্গা সহ বিভিন্ন এলাকায় পৌঁছে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর একাধিক প্রকল্পকে সামনে রেখে তার সুযোগ সুবিধা তুলে ধরেন। তার পাশাপাশি এলাকার সমস্যার কথাও শুনেন দিদির দূতরা।

এই কর্মসূচির শুরুতেই প্রথমে নলডুবি রাধা গোবিন্দ মন্দিরে পুজো এবং মাজারে চাদর চড়িয়ে কর্মসূচির সূচনা করা হয়। এরপর সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের একাধিক বিদ্যালয় পরিদর্শন, কর্মীদের সাথে আলোচনা, বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাধারণ মানুষের কথাবার্তা বলা সহ দিনভর একাধিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

জমি দখলের জন্য গুলি, একজন গ্রেফতার

উত্তর দিনাজপুর ঃ জমির দেওয়াল ঘেরা কে কেন্দ্র করে গুলি চালানোর অভিযোগ দখলকারীদের বিরুদ্ধে।।। শুক্রবার সকালে ইসলামপুর থানার শ্রীকৃষ্ণপুর এলাকায় ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়।। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।।। জানা গিয়েছে বেশ কয়েকজনের জমি রয়েছে সেখানে।। অমল দত্তের অভিযোগ মাফযোগ না করে দখল করতে আসেন স্হানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যার স্বামী ও কিছু লোকজন।। তাদের বাধা দিতে গেলে তখন গুলি চালানোর অভিযোগ করেন দখলদারিরদের বিরুদ্ধে।।। পাল্টা অমল দত্তের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকজনের জমি দখল করার অভিযোগ করছেন স্হানীয় জমি মালিকরা।। অন্যদিকে স্হানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যার প্রতিনিধির দাবি সমস্যার কথা শুনে ঘটনাস্থলে গিয়ে সমাধান করার চেষ্টা করেন।। সেখানে গ্রামবাসীদের সাথে অমল দত্তের জমি নিয়ে সমস্যা রয়েছে।। আজ সকালে পরিস্থিতি দেখে তিনি নিজেই পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়ে ছিলেন।। এবং পাল্টা অমল দত্ত লোকজন নিয়ে এসে জমি দখল করার চেষ্টা করেছে এবং গোলাগুলিও হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।। তবে আমার নাম জড়িয়ে গেলো এটা দুর্ভাগ্যজনক।। এই ঘটনায় একজনকে পুলিশ আটক করেছে বলে তিনি জানিয়েছেন।।যদিও এবিষয়ে পুলিশের তরফ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।।

সাত সকালে বাইসনের হামলায় মৃত্যু হলো এক ব্যক্তির

কোচবিহার ঃ সাত সকালে বাইসনের হামলায় মৃত্যু হলো এক ব্যক্তির। আহত সাতজন তাদের মধ্যে তিনজন কোচবিহার মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন।ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার ১ নম্বর ব্লকের হাড়িভাঙ্গা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর সকাল ছয়টা নাগাদ ভুট্টা খেতে দুটি বাইসন দেখতে পায় ওই এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়।জানা যায় শনিবার সকালে নিজের বাড়ির পাশে বাঁশঝাড়ের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন বীরেন বর্মন সেই সময় হঠাৎই পেছন থেকে এসে বাইসন তার উপর হামলা চালায়। গুরুতর আহত অবস্থায় পরিবারের লোকজন তাকে কোচবিহার হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। বাইসন দুটি কোথা থেকে এলো সেটা এখনও জানা যায়নি।ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পুলিশ এবং বনদপ্তরের কর্মীরা। বর্তমানে আতঙ্কে রয়েছে গোটা এলাকা।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে, আলিপুরদুয়ার জেলা সফরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

আলিপুরদুয়ার ঃপঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে, আলিপুরদুয়ার জেলা সফরে তৃণমুলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কালচিনি ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শনিবার তৃণমূল কর্মীরা দলে দলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় যোগ দিতে যাচ্ছে।শনিবার আলিপুরদুয়ার জেলা এক নম্বর ব্লকের বাবুরহাট খেলার মাঠেই এই জনসভার আয়োজন করেছে জেলা তৃণমূল। ওই জনসভায় যোগ দিতে কালচিনি ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তৃণমূলের বহু কর্মী সমর্থক যাচ্ছেন। শনিবার কালচিনির বিভিন্ন এলাকার তৃণমূলের নেতৃত্বরা ওই জনসভার যোগ দিতে রওনা দিলেন। কালচিনি ব্লকের পাশাপাশি অভিষেক বঃেদ্যাপাধ্যায়ের জনসভায় যোগ দিতে ফালাকাটা ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তৃণমূলের বহু কর্মী সমর্থকরাও যাচ্ছেন। শনিবার সকালে ফালাকাটা জটেশ্বর দলগাঁও,দেওগাঁও সহ বিভিন্ন এলাকার তৃণমূলের নেতৃত্বরা সভায় যোগ দেওয়ার জন্য রওনা দিয়েছেন। ইতিমধ্যেই আলিপুরদুয়ারের বাবুরহাটে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বঃেদাপাধ্যায়ের সভার প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কয়েক হাজার তৃণমূল কর্মী এসে পৌছেছে বাবুরহাটে।

কেরাম খেলার প্রতি উৎসাহ বাড়াতে ও খেলার শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে দুদিনের জেলা প্রতিযোগিতা শুরু হলো জাতীয় তরুণ সংঘে

শিলিগুড়ি ঃ কেরাম খেলার প্রতি উৎসাহ বাড়াতে ও খেলার শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে দুদিনের জেলা প্রতিযোগিতা শুরু হলো জাতীয় তরুণ সংঘে।শিলিগুড়ি ড্রিস্টিক কেরাম (২৯)এসোসিয়েশন পরিচালিত ও জাতীয় তরুণ সংঘের সহযোগিতায় দুদিন ব্যাপি কেরাম চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হলো আজ জাতীয় তরুণ সংঘের ক্লাবে।৫ জন মহিলা খেলোয়াড় সহ মোট ২২ জন খেলোয়াড় নিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হলো আজ।শুভ সুচনা পর্বে ক্লাব সম্পাদক সুব্রত সাহা ফিতে কেটে ও কেরাম খেলে খেলার আনুষ্ঠানিক শুরু করেন।মোট ৪টি বোর্ডে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিতোর পাশাপাশি ফাইনাল খেলা আগামীকাল অনুষ্ঠিত হবে বলে জান যায় উদ্দ্যোক্তাদের কাছ থেকে।অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ক্লাব সভাপতি মানিক সরকার ও বাবলা সাহা,সংগঠনগত ভাবে ছিলেন সঞ্জিব ঘোষ ও দূর্যয় ঘোষ।

মোঃ সেলিমের সভার আগে সিপিআইএমের কর্মীদের উপর হামলার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

কোচবিহার ঃপঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে ফের রাজনৈতিক হিংসায় উত্তপ্ত তুফানগঞ্জের চর বালাভুত এলাকা। চর বালাভুত এলাকায় মোঃ সেলিমের সভার আগে সিপিআইএমের কর্মীদের উপর হামলার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ সিপিএম কর্মীরা একটি বাড়িতে বৈঠক করছিলেন মোহাম্মদ সেলিমের সভা নিয়ে। সেই সময় তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি আফতার আলী ব্যাপারী তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী নিয়ে এসে তাদের উপর হামলা চালায়। সেই সংঘর্ষে উভয় পক্ষের তিনজন আহত হয়। আহতদের মধ্যে দুইজন কোচবিহার মেডিকেল কলেজের চিকিৎসাধীন আর একজন একটি বেসরকারি হাসপাতালে আশঙ্কা জনক অবস্থায় ভর্তি রয়েছে।এই ঘটনায় সিপিআইএমের পক্ষ থেকে থানায় লিখিতভাবে অভিযোগ জানানো হবে বলে জানা গেছে।

ব্যবসায়ীর সঙ্গে প্রতারণা করার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করলো শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ নাম দিলীপ বানসাল

শিলিগুড়ি ঃ ব্যবসায়ীর সঙ্গে প্রতারণা করার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করলো শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ নাম দিলীপ বানসাল।গত ২৬ শে জানুয়ারি শিলিগুড়ি শহর সংলগ্ন ফুলবাড়ীর এক ব্যবসায়ী প্রদীপ দাগা কাছে নিজেকে শিলিগুড়ির নয়াবাজার এলাকার এক প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী বলে পরিচয় দেন দিলীপ বানসাল। এরপর প্রদীপ দাগার বিশ্বাস অর্জন করে তার কাছ থেকে প্রায় ১১ লক্ষ টাকা মূল্যের ৩০ ব্যাগ এলাচ নেন দিলীপবাবু। তিন দিনের মধ্যে ওই এলাচের মূল্য প্রদীপ বাবুকে দিয়ে দেবেন বলে জানান দিলীপ বানসাল। বেশ কিছুদিন যাওয়ার পরও টাকা না দিলে প্রদীপবাবু বুঝতে পারেন তিনি প্রতারিত হয়েছেন। এরপরেই শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানায় এক লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। এদিকে বিষয়টি জানতে পেরেই গা ঢাকা দেন দিলীপ বানসাল। ঘটনার তদন্ত নেমে শুক্রবার শিলিগুড়ির প্রণামী মন্দির রোড এলাকার বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

৫৩৪ গ্রাম মাদকসহ তিনজন আন্তঃরাজ্য প্যাচারকারীকে গ্রেপ্তার করল রাজ্যের এসটিএফ

মালদা ঃ ৫৩৪ গ্রাম মাদকসহ তিনজন আন্তঃরাজ্য পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করল রাজ্যের এসটিএফ। ধৃতদের মধ্যে রয়েছে বিহারের পাটনার বাসিন্দা সঞ্জয় কাশ্যপ(৫৪)'ত্রিপুরার বাসিন্দা বিপ্লব সিংহ(২৪) ও মালদার কালিয়াচকের বাসিন্দা মারুফ শেখ(৩০)।শুক্রবার বিকেলে এসটিএফের শিলিগুড়ি ও মালদা টিম যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে ইংরেজবাজার থানার বাধাপুকুর থেকে এদের গ্রেপ্তার করে। একটি বাইকে এই তিনজন ৩৪নং জাতীয় সড়ক ধরে রথবাড়ির দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় সন্দেহ হতে বাইক আটকে শুরু হয় তল্লাশি। উদ্ধার হয় ৫৩৪গ্রাম বাউনসুগার প্রায় হাজার পঞ্চাশ টাকা সহ বেশ কয়েকটি মোবাইল।এসটিএফ টিমের অনুমান উদ্ধার হওয়া ব্রাউন সুগারের মূল্য প্রায় ১০লক্ষ টাকা। ইতিমধ্যে এই চক্রে আরো কেউ রয়েছে কিনা শুরু তার তদন্ত।

জলপাইগুড়ি তে ভক্তের দুয়ারে দেবতার দল

জলপাইগুড়ি ঃ গাজন উৎসব ভারতের পশ্চিমবঙ্গে ও বাংলাদেশে উদযাপিত একটি হিন্দু ধর্মীয় লোক উৎসব। এই উৎসবে শিব, নীল, মনসা ও ধর্ম ঠাকুরের পূজা কেন্দ্রীয় উৎসব। জলপাইগুড়িতে গাজন উৎসব গমিরা নামেও পরিচিত। চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহ জুড়ে সন্ন্যাসী বা শিব ভক্তদের মাধ্যমে শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে জেলা জুড়ে। নানান দেবদেবীর সাজে মানুষের বাড়ি বাড়ি ঘুরে এই উৎসব পালন করে থাকেন। সর্বশেষে চৈত্র মাসের একেবারে শেষে অনুষ্ঠিত হয় চড়ক পূজা ।আর তাই ভক্তদের ডাকে সাড়া দিতে শিব যেন তার গোটা পরিবার নিয়ে হাজির হয়েছেন ভক্তের বাড়িতে বাড়িতে। বৃহস্পতিবার রাতে দেখা গেল এমনই চিত্র। নানান দেবদেবীর সাজে গৃহস্থের বাড়িতে পূজো নেওয়ার জন্য জ্যান্ত দেবতার আগমন ঘটে ।জলপাইগুড়ি তিস্তা পাড়ের দোমোহনী মোড় মরিচবাড়ি এলাকায় অনিমা বাউলীর বাড়িতে হঠাৎই মা দুর্গার আগমন । অনিমা বাউলি বলেন সন্ধ্যার সময় আমি যখন সন্ধ্যাবাতি দেবো বলে মনস্থ করি ঠিক তখনই মা দুর্গা আমার উঠানে হাজির। তারপর আমি মাকে বরণ করে পুজো দিয়ে মায়ের কাছে কামনা করি। তিনি আরো বলেন মাকে এত কাছে পেয়ে যাব তা ভাবতেও পারিনি ।এদিকে ক্রান্তির চৌরঙ্গির বাসিন্দা সৃজন দাস বলেন গত ৪০ বছর ধরে চৈত্র মাসের শেষে আমরা চড়ক পূজা করে থাকি। আর এই চড়ক পূজাকে কেন্দ্র করে আমরা প্রতিবছর বিভিন্ন রূপে গ্রামে গ্রামে মানুষের বাড়িতে ঘুরি এবং তারপর আমরা চৈত্র মাসের শেষ দিনে চড়ক মেলার আয়োজন করি । আর সেই মেলা কোন নির্দিষ্ট ধর্মের জন্য নয়। তখন সকল ধর্মের মানুষের আগমন ঘটে। সব মিলিয়ে জলপাইগুড়ি জেলায় গাজন উৎসবে মেতে উঠেছেন শিব ভক্তরা।

পুলিশের পাড়া মিটিংএ একাধিক অভিযোগ ওয়ার্ডবাসীর, দ্রুত অ্যাকশন পুলিশের

শিলিগুড়ি ঃ জনসংযোগ বাড়াতে শিলিগুড়িতে শুরু হয়েছে পুলিশের পাড়া মিটিং। আর সেই মিটিং এ একের পর এক অভিযোগ তুলে ধরেন স্থানীয়রা।শুক্রবার শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের অন্তর্গত শিলিগুড়ি থানার উদ্যোগে ১৭নম্বর ওয়ার্ডে পাড়া মিটিংয়ের আয়োজন করা হয়। যার মধ্য দিয়ে উঠে আসে ওয়ার্ডের বাসিন্দা দের নানান অভিযোগ। অভিযোগের ভিত্তি তে শনিবার সকালে পুলিশি কর্মকর্তারা অভিযানে নেমে বেশ কিছু বাইক আরোহীদের জিজ্ঞেসা বাদ করেন এবং তারা কি কারণে কলেজের পেছনের রাস্তায় বসেছেন তা নিয়ে খতিয়ে দেখেন।

আসছে পয়লা বৈশাখ, জেনে নিন বাঙালি রীতি মেনে কি কি করতেইহবে

নির্মাল্য গাঙ্গুলী

দুর্গাপুর ঃ আর দুদিন পরেই পয়লা বৈশাখ,শুরু হচ্ছে নতুন বঙ্গাব্দ ১৪৩০। আমাদের আপন বাংলা নববর্ষ, বাংলা বছরের প্রথম দিন। আর বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণের সূচনাও হয়ে যায় এই দিন থেকেই। বাঙালির জীবনে এই দিনটির আবেগ ও ঐতিহ্য বরাবরই অন্যরকম। কেউ গঙ্গাস্নান করে, কেউ মন্দিরে পুজো দিয়ে, কেউ আবার পরিবার বন্ধুবান্ধব নিয়ে দেদার খাওয়া দাওয়ার মধ্যে দিয়ে উদযাপন করেন দিনটি। ব্যবসায়ীদের কাছে আবার এই দিনটির গুরুত্ব আরও বেশি। হালখাতার মধ্যে দিয়ে নতুন বছরের ব্যবসাবাণিজ্য শুরু করেন তাঁরা। পয়লা বৈশাখের এমনই কিছু রীতিরেওয়াজ ও সেগুলির গুরুত্ব সম্পর্কে এবার জেনে নেওয়া যাক।

গঙ্গাস্নান - পয়লা বৈশাখের পুণ্য প্রভাতে অনেকেই গঙ্গাস্নান করে থাকেন। গঙ্গাস্নানের পর নতুন পোশাক পরে ও ঈশ্বরের আশীর্বাদ নিয়ে শুরু করেন নতুন বছর। অনেকেরই বিশ্বাস, এই দিন গঙ্গাস্নানের পর পূজার্চ্চনা করলে নতুন বছর শুভ যায়।

মন্দিরে পুজো - নববর্ষেরদিনপুজোপাঠকে অনেকেই বিশেষভাবে গুরুত্ব দেন। কেউ কেউ নিত্যসেবার মধ্যে দিয়ে বাড়িতেই পুজো সেরে নিলেও অনেকেই আছেন যাঁরা এই দিনে মন্দিরে গিয়ে পুজো দেন। এককথায় ভগবানের আশীর্বাদ নিয়েই নতুন বছর শুরু করেন বেশিরভাগ মানুষ।

হালখাতা - অধিকাংশ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানেই এদিন হিসেবের নতুন খাতার উদ্বোধন করা হয়, যার পোশাকি নাম হালখাতা (Halkhata)। এই উপলক্ষে সিদ্ধিদাতা গণেশ ও মা লক্ষ্মীর পুজোর আয়োজনও করা হয় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিতে। অনেকে আবার বিভিন্ন মন্দিরে গিয়েও খাতা পুজো সেরে আসেন।

মিষ্টিমুখ ও খাওয়া দাওয়া - বাঙালির উৎসবঅনুষ্ঠানে মিষ্টিমুখ হবে না তা তো হতে পারে না! তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই পয়লা বৈশাখেরও চলে মিষ্টি খাওয়ার পালা। পয়লা বৈশাখের অন্যতম মিষ্টি হল দরবেশ বা লাড্ডু। এছাড়া মিষ্টির পাশাপাশি জমিয়ে ভুরিভোজও নববর্ষের অন্যতম অঙ্গ।

নতুন ক্যালেন্ডার ও পঞ্জিকা পয়লা বৈশাখের আরও এক বিশেষ প্রাপ্তি হল নতুন বাংলা ক্যালেন্ডার ও পঞ্জিকা। অর্থাৎ এই দিনের নতুন বছরের বাংলা ক্যালেন্ডার হাতে পেয়ে যায় বাঙালি। আর বেশীরভাগ পরিবারে সারা বছর ধরে শুভ অনুষ্ঠান, দিনক্ষণ, বিয়ে, অন্নপ্রাশন, পূজাঅর্চনার তিথি, মন্ত্র ইত্যাদির জন্যে আজও অপরিহার্য গোলাপী মলাটের নতুন পঞ্জিকা তা সে ডাইরেক্টরী, ফুল বা হাফ যাই হোক না কেন।

শিশুদের মিডডে মিলের খাবারেও দুর্নীতি পশ্চিমবঙ্গে! ১০০ কোটির কারচুপি, প্রকাশ্যে রিপোর্ট

নির্মাল্য গাঙ্গুলী

দুর্গাপুর ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাত্র ৬ মাসে - এপ্রিল ২০২২ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২২এর মধ্যে ১৬০ মিলিয়ন মিড ডে মিল বেশি রিপোর্ট করেছে যার পরিমাণ ১০০ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকারের একটি পর্যালোচনা কমিটি বলেছে, সুবিধাভোগীদের সংখ্যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অসঙ্গতি খুঁজে পেয়েছে তারা।

মিড ডে মিল নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ অনেকদিন ধরেই করে আসছিলেন বিরোধীরা। এরই মাঝে কেন্দ্র থেকে পর্যবেক্ষক দল এসে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে যান। আর এবার কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের রিপোর্টে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক জানুয়ারিতে পশ্চিমবঙ্গে পরিদর্শন করার জন্য একটি যৌথ পর্যালোচনা মিশন (জে.আর.এম.) গঠন করে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা বিজেপি'র শুভেন্দু অধিকারী কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে এই বিষয়ে একটি চিঠি লিখেছিলেন। এই চিঠি লেখার কয়েকদিন পরেই এই প্যানেলটি গঠিত হয়েছিল।

পিটিআই সূত্রে খবর, গতবছর এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে মিড ডে মিলের ভুল সংখ্যা দেখিয়ে কারচুপি করা হয়েছে। রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, যত সংখ্যক মিড ডে মিল পরিবেশন করা হয়েছে, তার থেকে বেশি সংখ্যা দেখানো হয়েছে খাতায়কলমে। এই ভাবে গতবছর এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে অন্তত ১০০ কোটি টাকার দুর্নীতি করা হয়েছে বলে দাবি রিপোর্টে।

প্রসঙ্গত, পিএম পোষণ প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তে প্যানেল গঠন করে শিক্ষামন্ত্রক। শিক্ষা মন্ত্রকের সেই প্যানেলের পেশ করা রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, গত অর্থবর্ষের প্রথম দুই ত্রৈমাসিকে ১৪০ কোটি ২৫ লক্ষ মিড ডে মিল পরিবেশনের দাবি করা হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফে। কিন্তু স্থানীয় প্রশাসনের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, ১২৪ কোটি ২২ লক্ষ মিড ডে মিল পরিবেশন করা হয়েছে।

এর আগে সম্প্রতি কলকাতা পুরসভার অডিটে মিড ডে মিলের হিসেবে গরমিল দেখা গিয়েছিল। কলকাতা পুরসভার অভ্যন্তরীণ অডিট রিপোর্টে স্কুলগুলির মিড ডে মিলের খরচে অসামঞ্জস্য ধরা পড়ে। গত ৩০ মার্চের সেই রিপোর্টে দাবি করা হয়, ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে মিড ডে মিল পরিচালনার জন্য বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, তা 'অতিরিক্ত'। হিসেব করে দেখা গিয়েছে, মোট ৯৩ লক্ষ ৬২ হাজার ৫৪৮ টাকা অতিরিক্ত খরচ করেছে পুরসভা। হিসেব বহির্ভূত ভাবে এভাবে প্রায় এক কোটি টাকা বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে দেওয়া নিয়ে অডিট রিপোর্টে প্রশ্ন তোলা হয়।

২০১৯ সালের হিসাব অনুযায়ী, কলকাতা পুরসভা পরিচালিত ২৫৩টি পুর প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৮১টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে মিড ডে মিল রান্নার দেওয়া হয়েছিল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকে। অডিট রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে পুর বিদ্যালয়গুলিতে মিড ডে মিল রান্নার জন্য খরচ হওয়ার কথা ছিল ৭৪ লক্ষ ৩৬ হাজার ২৩০ টাকা। তবে পুরসভার খরচের খাতায় সেই বাবদ ১ কোটি ৩১ লক্ষ ১৮ হাজার ৬৮ টাকার ব্যয় দেখানো হয়েছে। এদিকে ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে পুর বিদ্যালয়গুলিতে মিড ডে মিল রান্নার জন্য খরচ হওয়ার কথা ছিল ৭৬ লক্ষ ৭৫ হাজার ৩৬৩ টাকা। তবে পুরসভার খরচের খাতায় সেই বাবদ ১ কোটি ১৩ লক্ষ ৫৬ হাজার ৭৩ টাকার ব্যয় দেখানো হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবর্ষেও হিসেবে গরমিল রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে রিপোর্টে। আর এবার কেন্দ্রের রিপোর্টে সার্বিক ভাবে গোটা বাংলার দুর্নীতির বিষয়টি প্রকাশ্যে এল।

দক্ষিণবঙ্গের ৭ জেলায় ভয়ংকর তাপপ্রবাহ,আলিপুর আবহাওয়া অফিসেরকমলা সতর্কতা জারি

নির্মাল্য গাঙ্গুলী

দুর্গাপুর ঃ কলকাতাসহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় আজ বৃহস্পতিবার থেকে আগামী চারদিন তাপপ্রবাহের কমলা সতর্কতা জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আজ থেকে তাপপ্রবাহ শুরু হতে পারে দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায়। এর জেরে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। গরম থেকে বাঁচতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে বৃহস্পতিবার তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হবে বলে জানিয়েছে আলিপুর হাওয়া অফিস। কলকাতাতেও আগামিকাল থেকেই তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। আগামিকালই কলকাতার তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের গণ্ডি ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে জানাচ্ছে আরএমসির ওয়েবসাইট।

এদিকে শুক্রবার হুগলি, হাওড়া এবং পূর্ব বর্ধমানের কিছু এলাকাতে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। শনিবার অর্থাৎ পয়লা বৈশাখের দিন থেকে দক্ষিণের বাকি জেলাগুলিতেও তাপপ্রবাহ শুরু হবে। এর জেরে পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায় প্রবল গরম অনুভূত হবে। এই তাপপ্রবাহ চলবে ১৭ই এপ্রিল পর্যন্ত।

এদিকে আপাতত কোথাও বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই বলে স্পষ্ট জানানো হয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস থেকে। তাপপ্রবাহের সময় দক্ষিণবঙ্গের সব জেলার তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ৪ থেকে ৫ ডিগ্রি বেশি থাকবে। গরম থেকে বাঁচতে কী কী করতে হবে, কী কী করা চলবে না, সেই সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকাও জারি করেছে নবান্ন। সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত বাইরে না থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে আরএমসি ওয়েবসাইট অনুযায়ী, ১৩ এপ্রিল কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকতে পারে, যা স্বাভাবিকের থেকে প্রায় ৪ ডিগ্রি বেশি। এদিকে আগামী ১৪ তারিখ চৈত্র সংক্রান্তির দিনও কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে।

এরপর ১৫ এপ্রিল, অর্থাৎ পয়লা বৈশাখ, কলকাতা ও আশেপাশের অঞ্চলে সর্বনিম্ন

তাপমাত্রা ২৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪১ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকতে পারে। এদিন কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে প্রায় ৫ ডিগ্রি বেশি থাকবে। এরপর ১৬ তারিখ কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকবে। ১৭ এবং ১৮ তারিখও কলকাতার পারদ ৪০ ডিগ্রি ছুঁতে পারে বলে পূর্বাভাস আরএমসি ওয়েবসাইটে।

জার্মানিতে রেগে কাঁই এক কাঠবিড়ালিকে উদ্ধার

বার্লিন ঃ ম্যানহোলে আটকে পড়ে তখন প্রাণ প্রায় যায় যায় অবস্থা। অথচ তাকে উদ্ধার করা যাচ্ছিল না। যে সাহায্যের হাত বাড়ায় তাকেই কামড়াতে চায় কাঠবিড়ালটি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য কামড়ে আহত না হয়েই তাকে উদ্ধার করেছে জার্মানির দমকল বাহিনী। ডর্টমুন্ড শহরের এক বনের পাশের ম্যানহোলে আটকা পড়ে লাল কাঠবিড়ালিটি ব্যথায় কাতরাচ্ছিল। বিষয়টি এক পথচারী নারীর চোখে পড়ে। দেরি না করে কাঠবিড়ালিটিকে ধরে ম্যানহোল থেকে বের করতে চান। কিন্তু যতবার সেই চেষ্টা করেছেন, ততবারই কাঠবিড়ালিটি রেগেমেগে তাকে কামড়াতে চেয়েছে। অগত্যা বাধ্য হয়ে দমকল বাহিনীর সহায়তা চাইলেন। দমকলকর্মীরা আসার আগে রাগী, আক্রমণাত্মক কাঠবিড়ালিটির শরীর ওড়না দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলেন ওই নারী। তাতে নাকি কাঠবিড়ালির রাগ কিছুটা কমেছিল।

কিন্তু দমকলবাহিনী আসার পর আবার আগের সেই অবস্থা। বিপদগ্রস্থ কাঠবিড়ালি তখন আবার রেগে কাঁই। কেউ তাকে উদ্ধার করতে চাইছে এ যেন বিশ্বাসই হচ্ছিল না তার! অনেক চেষ্টার পর একসময় এক দমকলকর্মী হালকাভাবে ধরতে পারলেন কাঠবিড়ালিটিকে। আলগোছে ধরে কাঠবিড়ালিটিকে ম্যানহোল থেকে বের করে আস্তে করে ছেড়ে দিলেন মাটিতে। ছাড়া পেয়ে কয়েক লাফে পাশের গাছটির মগডালে উঠতে কাঠবিড়ালিটি নাকি একটুও দেরি করেনি। এক বিবৃতিতে সে খবর সবিস্তারে জানিয়েছে ডর্টমুন্ডের দমকল বাহিনি। বিবৃতিতে বছর চারেক আগেও এমনই এক কাঠবিড়ালিকে উদ্ধার করা হয়েছিল বলে জানিয়েছে তারা। ২০১৯ সালে এক কাঠবিড়ালিকে নাকি পশুচিকিৎসক ডেকে ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে ক্ষতস্থানের চিকিৎসা করতে হয়েছিল।এবারের কাঠবিড়ালিটি সেই কাঠবিড়ালিই কিনা সে বিষয়ে অবশ্য নিশ্চিত হতে পারেনি ডর্টমুন্ডের দমকল বাহিনী।

মাইকেল জর্ডানের স্নিকার বিক্রি ২৩কোটি টাকায়

জর্ডান ঃ বাস্কেটবল সুপারস্টার মাইকেল জর্ডানের স্নিকার বিক্রি হলো ২২ লাখ ডলার বা বাংলাদেশি মুদ্রায় ২৩ কোটি ৩২ লাখ টাকায়। এই স্নিকার পায়ে দিয়ে জর্ডান ১৯৯৮ সালে এনবিএ ফাইনালে খেলেছিলেন। খেলাধুলার ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি দামে বিক্রি হওয়া স্নিকারের তালিকায় এক নম্বরে থাকবে জর্ডানের এই স্নিকার। নিলামসংস্থা সদবিস জানিয়েছে, ২২ লাখ মার্কিন ডলারে(ভারতীয় মুদ্রায় ১৮ কোটিরও বেশি টাকা) বিক্রি হওয়া এই স্নিকার ইতিহাস তৈরি করেছে। এর আগে ২০২১ সালে জর্ডানের স্নিকার বিক্রি হয়েছিল ১৫ লাখ ডলারে। এক বিবৃতিতে এই নিলামসংস্থা জানিয়েছে, এই নিলামের ফলে আবার বোঝা গেল, মাইকেল জর্ডানের জনপ্রিয়তা কতখানি। সংগ্রাহকরা তাঁর স্নিকার সংগ্রহ করতে কীভাবে ঝাঁপিয়েছেন। এই স্নিকারটি জর্ডান সই করে একজন বল বয়কে দিয়েছিলেন। তবে সেই বল বয় স্নিকার বিক্রি করেননি। করেছেন অন্য এত ক্রেতা। তার নাম জানায়নি নিলামসংস্থা। এই স্নিকারটা কালো ও লাল রঙের। তাই ব্ল্যাক ও রেড মিলিয়ে এর নাম দেয়া হয়েছে ব্রেড। ১৯৯৮ সালে এনবিএ ফাইনালে দুই নম্বর গেমে মাইকেল জর্ডান এই স্নিকার পায়ে দিয়ে খেলেছিলেন। এটাই ছিল তার ষষ্ঠ ও শেষ এনবিএ চ্যাম্পিয়নশিপ। জর্ডানের বয়স এখন ৬০ বছর। তিনি বাস্কেটবল জীবনের অধিকাংশ ম্যাচ শিকাগো বুলসের হয়ে খেলেছিলেন। ছয়টি চ্যাম্পিয়নশিপ তিনি তাদের হয়েই জেতেন। ১৯৯৮ সালে ওই ম্যাচে বুলস ৯৩৮৮তে জেতে। ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে জর্ডন এই স্নিকারটি পরেন। ইএসপিএমনেটপ্লিক্সের ডকুমেন্টারি 'দ্য লাস্ট চান্স'এ এই ম্যাচের অংশ ছিল। তিনি এখনো নাইকির কাছ থেকে এয়ার জর্ডান সিরিজের স্নিকার বিক্রির রয়্যালটি পান।

দক্ষিণ চীন সাগরে অ্যামেরিকার সামরিক মহড়া

তাইওয়ান ঃ তাইওয়ান সংকটের মধ্যেই দক্ষিণ চীন সাগরে বিরাট সামরিক মহড়ার আয়োজন করেছে ফিলিপাইন্স এবং অ্যামেরিকা। ১৯৯১ সাল থেকে ফিলিপাইন্সের সঙ্গে যৌথ সামরিক মহড়া শুরু করেছে অ্যামেরিকা। এই মহড়ার নাম স্থানীয় ভাষায় বালিকাতান। যার অর্থ, 'কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে'। বস্তুত, দীর্ঘদিন ধরেই অ্যামেরিকার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই সামরিকমহড়ারব্যবস্থা করছে ম্যানিলা। কিন্তু এবছর যে মহড়ার আয়োজন হয়েছে, তার আয়তন চোখে পড়ার মতো বড়। দক্ষিণ চীন সাগরে তাইওয়ানের সমুদ্র সৈকতে চীনের সামরিক মহড়ার জবাবেই অ্যামেরিকার এই আয়োজন বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। প্রায় ১৭ হাজার সেনা এই মহড়ায় যোগ দিচ্ছেন। তার মধ্যে মার্কিন সেনার সংখ্যাই ১২ হাজার। রবার বুলেট নয়, আসল কার্তুজ ব্যবহার করা হবে এই মহড়ায়। দক্ষিণ চীন সাগরে একটি ভুয়া জাহাজ তৈরি করা হয়েছে। মহড়ায় অংশগ্রহণকারীরা ওই জাহাজটিকে ধ্বংস করবে। পাশাপাশি মিসাইল, এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমও থাকছে এই মহড়ায়। মার্কিন যুদ্ধজাহাজ, যুদ্ধবিমান আনা হচ্ছে এই মহড়ায়। পাশাপাশি হাইমার লঞ্চার, অ্যান্টি ট্যাঙ্ক জ্যাভেলিনও আনা হচ্ছে ছোট্ট ফিলিপাইন্স দ্বীপে। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, ফিলিপাইন্সের আগের সরকার অ্যামেরিকার সঙ্গে যোগাযোগ রাখলেও এতটা কাছে ছিল না। বর্তমান সরকার, অ্যামেরিকাকে বিপুল গুরুত্ব দেয়। বিশেষ করে চীন তাইওয়ান সীমান্তে আগ্রাসন দেখাতে শুরু করার পর ফিলিপাইন্স আগের চেয়ে অনেক বেশি অ্যামেরিকার মুখাপেক্ষী হয়েছে। অ্যামেরিকাও ইন্দোপ্যাসিফিক অঞ্চলে নিজেদের ক্ষমতা বাড়াতে বদ্ধপরিকর। বিতর্কিত দক্ষিণ চীন সমুদ্রে চীনের ক্ষমতা অনেক বেড়েছে। অ্যামেরিকা সেই ক্ষমতা কমাতে বদ্ধপরিকর। এবং সে কারণেই এই বিপুল মহড়ার আয়োজন করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

ইংল্যান্ডে জুনিয়র ডাক্তারদের চারদিনের ধর্মঘট

ব্রিটেন ঃ মঙ্গলবার থেকে ইংল্যান্ডে জুনিয়র ডাক্তাররা বেতন বাড়ানোর দাবিতে চারদিনের ধর্মঘট পালন করছেন। স্বাস্থ্য পরিষেবায় ধর্মঘটের বিপুল প্রভাব পড়েছে। সরকারি ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের ইতিহাসে এরকম ধর্মঘট আগে কখনো হয়নি। হাজার হাজার চিকিৎসক হাসপাতাল ও ক্লিনিক থেকে বাইরে চলে আসেন। ইংল্যান্ডে এনএইচএসের ডিরেক্টর স্টিফেন পাওইস জানিয়েছেন, এই ধর্মঘটের অভূতপূর্ব প্রভাব পড়েছে। আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। এর ফল রোগীরা ভোগ করবেন। সারা দেশে স্বাস্থ্য পরিষেবার উপরেও তা পড়বে। এনএইচএসের ইতিহাসে এভাবে হাসপাতাল ও ক্লিনিক ছেড়ে ডাক্তারদের চলে আসার ফলে পুরো পরিষেবা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। কয়েক বছর আগেও যুক্তরাজ্যে চিকিৎসকদের ধর্মঘট খুবই বিরল ঘটনা ছিল। তখন চিকিৎসক কম থাকার কারণে অনেক সময় রোগীদের ভুগতে হতো। কিন্তু এবার জুনিয়র ডাক্তাররা জানিয়ে দেন, তাদের বেতন বাড়াতে হবে। কারণ, মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ বেড়েছে। যুক্তরাজ্যে জুনিয়র ডাক্তার কথাটাও কিছুটা ভুল ধারণা তৈরি করে। ব্রিটেনে মোট চিকিৎসকের অর্ধেকই জুনিয়র ডাক্তারদের শ্রেণিতে পড়েন। কয়েক দশক ধরে কাজ করছেন, এমন চিকিৎসকদেরও জুনিয়র ডাক্তার বলা হয়। আসলে যে চিকিৎসকরা ফ্রন্টলাইন কর্মী হিসাবে কাজ করেন, তাদর জুনিয়র ডাক্তার বলা হয়। ইংল্যান্ডে এখন ৭০ লাখ রোগী চিকিৎসা পাওয়ার অপেক্ষায় আছেন। সেই সময় এই ধর্মঘটের ভয়ংকর প্রভাব তাদের উপরে পড়েছে। জুনিয়র ডাক্তারদের ইউনিয়ন ব্রিটিশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তারা ৩৫ তাংশ বেতনবৃদ্ধি চান। স্বাস্থ্যমন্ত্রী স্টিভ বার্কলে বেতন সংক্রান্ত ভালো অফার দিলে তারা এই ধর্মঘটের পথে যেতেন না। বার্কলে বলেছেন, ইউনিয়নের এই দাবি অযৌক্তিক। মন্ত্রণালয়ের তরফে একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইস্টারের ছুটির পর এই ধর্মঘটকে ফলে স্বাস্থ্য পরিষেবায় বিপুল প্রভাব পড়েছে। ব্রিটেনে বিভিন্ন ক্ষেত্রের সরকারি কর্মীরা গত কয়েক মাসে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। গত শীতে নার্সরা ধর্মঘট করেন। অ্যাম্বুলেন্স কর্মী, শিক্ষক, বাসচালক, ডাক কর্মীরা গত ফেব্রুয়ারিতে ধর্মঘট করেছেন। তাদের দাবিও এক। মুদ্রাস্ফীতির জন্য তাদের বেতন বাড়াতে হবে।

কোটা পূর্ণ না হতেই শেষ হজ নিবন্ধন, এবার শুরু ভিসা আবেদন

ঢাকা ঃ বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের সময়ে আট দফা হজের নিবন্ধনের সময় বাড়িয়েও বাংলাদেশিদের হজের নির্ধারিত কোটা পূরণ করা যায়নি। এ বছর হজে যাবার সুযোগ ছিল ১ লাখ ২৭ হাজার ১৯৮ জনের। ৭ হাজার ৫০৩ জনের ঘাটতি থাকতেই শেষ হলো নিবন্ধন। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের সময়ে আট দফা হজের নিবন্ধনের সময় বাড়িয়েও বাংলাদেশিদের হজের নির্ধারিত কোটা পূরণ করা যায়নি। এ বছর হজে যাবার সুযোগ ছিল ১ লাখ ২৭ হাজার ১৯৮ জনের।৭ হাজার ৫০৩ জনের ঘাটতি থাকতেই শেষ হলো নিবন্ধন। সব মিলিয়ে এবার নিবন্ধন করেছেন ১ লাখ ১৯ হাজার ৬৯৫ জন। যার মধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ১০ হাজার ৩৫ জন ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ১ লাখ ৯ হাজার ৬৬০ জন হজে যাবেন বলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয়। সৌদি আরবের সঙ্গে বাংলাদেশের হজ চুক্তি অনুযায়ী এবার হজে যাওয়ার সুযোগ ছিল ১ লাখ ২৭ হাজার ১৯৮ জনের। সরকারি ব্যবস্থাপনায় ১৫ হাজার এবং ১ লাখ ১২ হাজার ১৯৮ জন বেসরকারি ব্যবস্থাপনায়। সে হিসেবে কোটার চেয়ে কম থেকে গেল ৭ হাজার ৫০৩ জন হজযাত্রী। তবে আশা করা হচ্ছে, শেষ মুহূর্তে হজ গাইড ও মোনাজ্জেম হজের জন্য নিবন্ধনে যোগ হলে এই কোটার ঘাটতি কমে আসবে। বিভিন্ন সংস্থা থেকে হজে যাওয়ার জন্য আরো অন্তর্ভুক্ত হবেন। ফলে কোটা পূরণে তেমন বাকি থাকবে না, ধর্ম প্রতিমন্ত্রী ফরিদুল হক খান দুলাল সেগুনবাগিচায় এক অনুষ্ঠানে এ কথা জানান। তবে কতজন এভাবে গাইড ও মোনাজ্জেম হিসেবে হজে যাবেন, সে সংখ্যা জানা যায়নি। ধর্ম মন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, এজেন্সির চূড়ান্ত কোটা সৌদি আরবে পাঠানোর পর বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের পিলগ্রিম আইডি দেওয়ার জন্য সিস্টেম উন্মুক্ত করা হবে। তার আগে কোনো এজেন্সির হজযাত্রী ৯৭ জনের কম হলে, তাদের বৃহস্পতিবারের মধ্যে 'অবশ্যই' লিড এজেন্সি নির্ধারণ করে সমন্বয় করতে হবে। এরপর প্রতিটি এজেন্সির বিপরীতে প্রযোজ্য গাইড ও মোনাজ্জেম সংখ্যা যোগ করে চূড়ান্ত কোটা সৌদি আরবে ইহজ সিস্টেমে এণ্ট্রির জন্য পাঠাতে হবে। গত ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া হজের নিবন্ধন সর্বশেষ ৭ এপ্রিল অষ্টম ও শেষবারের মত নিবন্ধনের সময় বাড়ানো হয়। কিন্তু করোনা ও রাশিয়াইউক্রেনে যুদ্ধে অর্থনৈতিক মন্দার পরিস্থিতিতে এবার হজ প্যাকেজের খরচ বেড়ে যায়। এবছর সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজে যেতে লাগছে ৬ লাখ ৭১ হাজার ২৯০ টাকা। আর বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় গেলে প্যাকেজ মূল্য হবে ৬ লাখ ৬০ হাজার ৮৯৩ টাকা। অর্থনৈতিক সঙ্কটের এই সময়ে অন্যান্য বছরগুলোর তুলনায় খরচ এতটা বেড়ে যাওয়ায় বিভিন্ন মহল থেকে সমালোচনা হয়।

সম্পাদকীয়

ইউক্রেনে অস্ত্র পাঠানো নিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার দোটানার কথা ফাঁস

ফাঁস হওয়া পেন্টাগনের গোপন রিপোর্টে - যেটি বিবিসি দেখেছে - পরিস্কার বোঝা যায় যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ মিত্র দক্ষিণ কোরিয়ার ওপর গোয়েন্দা নজরদারি করছে। রিপোর্টে ইউক্রেন যুদ্ধ ছাড়াও চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের অন্য কটি মিত্র দেশের প্রসঙ্গও রয়েছে। রিপোর্টটি ফাঁস হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার সাথে দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে সম্পর্ক চাপে পড়তে পারে। দক্ষিণ কোরিয়া বলছে ফাঁস হওয়া রিপোর্টের বিষয়গুলো তারা তদন্ত করছে, কিন্তু একইসাথে সোল জোর দিয়ে বলছে প্রেসিডেন্টের অফিসের ভেতর হওয়া ব্যক্তিগত আলাপে আড়ি পাতা অসম্ভব। কিভাবে এবং কোন সূত্রে পেন্টাগনের এই গোপন রিপোর্ট ফাঁস হলো মার্কিন সরকার তা এখন তন্ন তন্ন করে খুঁজছে। পেন্টাগন বলছে এই ফাঁসের ঘটনা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য বড়রকমের হুমকি। বিবিসির দেখা এই নথি পড়ে মনে হয়েছে ইউক্রেন ব্যবহার করতে পারে এমন অস্ত্রগোলাবারুদ বিক্রি করা নিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার নীতি নির্ধারকরা বড় ধরনের দোটানায় পড়েছেন। ইউক্রেনকে অস্ত্র দেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়াকে চাপ দিয়ে চলেছে, কিন্তু দক্ষিণ কোরিয়া এখনও তা শোনেনি। যুক্তি হিসাবে তারা বলছে যুদ্ধে লিপ্ত কোনও দেশে অস্ত্র পাঠানো তাদের জাতীয় নীতির পরিপন্থী। গত বছর দক্ষিণ কোরিয়া যুক্তরাষ্ট্রের কাছে কামানের গোলা বিক্রি করতে সম্মত হয় কারণ ইউক্রেনকে দিতে গিয়ে আমেরিকার নিজের মজুদে টান পড়েছে। তবে দক্ষিণ কোরিয়া শর্ত দিয়েছে তাদের কাছ থেকে পাওয়া গোলাবারুদ যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকে দিতে পারবে না। ফাঁস হওয়া গোয়েন্দা রিপোর্ট বলছে দক্ষিণ কোরিয়া এই অস্ত্র বিক্রি চুক্তি নিয়ে উদ্বিগ্ন কারণ তার আশংকা করছে যুক্তরাষ্ট্র এসব গোলা নিশ্চিতভাবে ইউক্রেনে পাঠাবে। এই উদ্বেগ নিয়ে এ বছরের গোড়ায় মার্চে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্টের দুজন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার মধ্যে কথোপকথন ফাঁস হওয়া ঐ রিপোর্টে তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে যে প্রেসিডেন্ট ইয়ুন সুক ইওলের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক সচিব জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা কিম সুং হানকে বলেছেন যে যুক্তরাষ্ট্রের কাছেই এসব অস্ত্র শেষ পর্যন্ত থাকবে কিনা তা নিয়ে সরকার উদ্বিগ্ন। ঐ কথোপকথন থেকে বোঝা যায় যে দক্ষিণ কোরিয়ার কর্মকর্তারা এমন উদ্বেগেও রয়েছেন যে প্রেসিডেন্ট বাইডেন হয়তো প্রেসিডেন্ট ইয়ুনকে সরাসরি ফোন করে ইউক্রেনকে অস্ত্র দিতে অনুরোধ করবেন। এবং দক্ষিণ কোরিয়াকে যদি তা মানতে হয় তাহলে মানুষের কাছে এমন বার্তা যাবে যে আমেরিকার চাপে দক্ষিণ কোরিয়ার সরকার তাদের নীতি বদলে ফেলতে বাধ্য হয়েছে। মার্কিন গোয়েন্দা রিপোর্টটি এমন সময় ফাঁস হলো যখন প্রেসিডেন্ট ইয়ুন আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাবেন। তবে মার্কিন সরকার একথা গোপন রাখেনি যে তারা চায় দক্ষিণ কোরিয়া ইউক্রেনকে অস্ত্র দিক। যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বাস করে দক্ষিণ কোরিয়া যে দ্রুতগতিতে অত্যাধুনিক অস্ত্র তৈরির ক্ষমতা রাখে তাতে তারা ইউক্রেন যুদ্ধের ফলাফলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে। তবে রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক চটে যাওয়ার ভয়ে ইউক্রেনকে অস্ত্র দেওয়ার ব্যাপারে দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে অনীহা রয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়া কয়েকটি দেশের সাথে সম্পর্কে সবসময় স্পর্শকাতর একটি ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করছে - একদিকে যুক্তরাষ্ট্র অন্যদিকে রাশিয়া ও চীন, বিবিসিকে বলেন জেনি টাউন যিনি গবেষণা সংস্থা ট্যাংক থার্টিএইট নর্থের কোরিয়া বিষয়ক বিশ্লেষক। গোপন রিপোর্টটি ফাঁস হওয়ার সময়টি খুবই স্পর্শকাতর। কারণ, দুই দেশের মধ্যে মৈত্রীর ৭০ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রেসিডেন্ট ইয়ুন দু সপ্তাহ পর যুক্তরাষ্ট্রে যাবেন। গোয়েন্দা রিপোর্টে দক্ষিণ কোরিয়া সংশ্লিষ্ট অংশগুলো বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রকাশ হওয়ার পর সোলের সরকারের বড়রকম বিড়ম্বনায় পড়েছে। কারণ, বিরোধী দল প্রশ্ন তুলছে এমন গোপন শলা পরামর্শ কিভাবে আমেরিকানরা শুনলো। সোমবার এক বিবৃতিতে বিরোধী দল বলেছে, যুক্তরাষ্ট্র আমাদের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করেছে, এবং সেইসাথে সরকার জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। তবে প্রেসিডেন্ট ইয়ুনের সরকার এই ফাঁসের ঘটনা নিয়ে তেমন উচ্চবাচ্য করছে না। তারা বলছে গোয়েন্দা রিপোর্টে যেসব কথা বলা হয়েছে তার অনেকটাই অতিরঞ্জিত, সত্যি নয়। সরকারি একটি সূত্র বলেছে, শীর্ষ বৈঠকের আগে ঘটনাকে এমনভাবে অতিরঞ্জিত করে দেখিয়ে সম্পর্ক নষ্ট করার চেষ্টা নস্যাৎ করা হবে।

জানা অজানা

১৫ এপ্রিল বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে বিশেষ

সুনীল কুমার দে

১৫ এপ্রিল ২০২৩ অর্থাৎ বাংলা শুভ নববর্ষ ১৪৩০। পয়লা জানুয়ারি অর্থাৎ হ্যাপি নিউ ইয়ারের দাপটে বাংলা নববর্ষকে আজ আমরা ভুলেই গেছি যা আমাদের জন্য খুবই দুঃখজনক বিষয়।আমাদের পরিচিতি, আমাদের গর্ব ও আমাদের অভিমান আমাদের,ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্ম কে নিয়ে হওয়া উচিৎ।তাই কোন অবস্থাতেই আমাদের কে আমাদের ভাষা,সংস্কৃতি
ও ধর্ম কে ত্যাগ করা উচিৎ নয়। তাই বাংলা শুভ নব বর্ষে সকল ভাই ও বোনদের জানাই প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।বন্ধুদের জানাই অকৃত্তিম ভালোবাসা,ছোটোদের জানাই প্রান ভরা আশিরবাদ ও গুরুজন দের জানাই ভক্তি পূর্ণ প্রনাম।আগেকার দিনে পয়লা বৈশাখে মন্দিরে মন্দিরে পূজো হতো, ঘরে ঘরে পূজো হতো, মানুষের আনা গোনা হতো, প্রনাম পাতি হতো, মিষ্টি মুখ হতো, দোকানে দোকানে নূতন খাতা হতো,দোকান গুলোকে ভাল করে সাজানো হতো, ভুরি ভোজ দেওয়া হতো। গ্রামে গ্রামে হরিনাম সংকীর্তন হতো। রামায়ণ,চৈতন্য মঙ্গল,শীতলা মঙ্গল হতো।

আজ আধুনিকতার দাপটে কোথায় সব হারিয়ে গেল।আমরা আজ কোন্ সভ্যতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি সবাই একটু ভাবুন।আধুনিকতা মানে নিজেদের পুরানো ধারা,সংস্কৃতি,পরম্পরা গুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া নয়,ভুলে যাওয়া বা ত্যাগ করা নয় সেগুলো কে রক্ষা করা।পরের যা কিছু ভালো তা অবশ্যই আমরা গ্রহণ করবো তাই বলে আমাদের যা ভালো জিনিস আছে সে গুলোকে কোনো ভাবেই ত্যাগ করবো না।আমাদের ভারতের মহান সনাতন সংস্কৃতির সাথে কারো তুলনা হয় না তাই আজ সারা পৃথিবীর মানুষ আমাদের দেশে ছুটে আসছে। হিন্দু সংস্কৃতি ও হিন্দুধর্ম কে গ্রহণ করছে আর আমরা আমাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি কে ভুলে বিদেশি ধর্ম ও সংস্কৃতিকে অন্ধ ভাবে গ্রহণ করছি।তাই একটু থামুন,একটু পিছন ফিরে তাকান সবাই।আজ বাংলা নব বর্ষে আপনাদের সবার কাছে আমার এই আর্জি রইলো। বাংলা নব বর্ষ আপনাদের সবারকাছে আনন্দের ও খুশির হউক। আপনারা সবাই ভালো থাকুন ও সুস্থ থাকুন করুণাময় ঠাকুরের কাছে এই প্রার্থনা করি।

ভারতের দলিতদের নেতা আম্বেদকারের সংবিধান রচনার কিছু অজানা কাহিনি

ভারতের সাংবিধানিক পরিষদে ১৯৪৯ সালের ২৫শে নভেম্বর যখন সংবিধান পাঠ শেষ হয়, তখন ভারতের অন্যতম রাজনৈতিক প্রবক্তা এবং দেশটির দলিত সম্প্রদায়ের অবিসংবাদিত নেতা ড. ভীমরাও আম্বেদকার তার বক্তৃতায় একটি জ্ঞানগর্ভ মন্তব্য করেন। দলিতদের সেসময় বলা হত অচ্ছুৎ।

সৌতিক বিশ্বাস
প্রাবন্ধিক

তিনি বলেছিলেন, ২৬শে জানুয়ারি ১৯৫০এ আমরা পরস্পরবিরোধিতায় ভরা এক জীবনে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। ভারতের রাজনীতিতে আমরা সৃষ্টি করছি সাম্য, এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে আমরা ডেকে আনছি অসাম্য।

ওই দিনে ভারতীয় সংবিধান কার্যকর হয়। ভারত নিজেকে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক ও প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করে। ড. আম্বেদকার সম্ভবত নতুন একটি প্রজাতন্ত্র এবং প্রাচীন সভ্যতা সংস্কৃতির প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন। তিনি আলাদাভাবে এমন মন্তব্যও করেছিলেন যে গণতন্ত্র ভারতে ওপর ওপর একটা সজ্জা যা বাস্তবিক অর্থে কিন্তু অগণতান্ত্রিক আর গ্রামগুলো সেখানে স্থানীয় ঘেটো মানসিকতার কূপ অজ্ঞতা, সংকীর্ণ মানসকিতা আর সাম্প্রদায়িকতার আখড়া।

বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক জর্জ উইলহেল্ম ফ্রেইডরিক হেগেল বলেছিলেন : অস্পৃশ্যতার অবসান, সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ, সব প্রাপ্তবয়স্কর জন্য ভোটাধিকার এবং সকলের জন্য সমান অধিকার, একজন দরিদ্র মানুষের জন্য যেমন অভাবনীয় তেমনই তা উল্লেখযোগ্য একটা অর্জন ভারতের মত একটা অসম মানসিকতার রাষ্ট্রের জন্য, যে দেশ একই জায়গায় আটকে রয়েছে এবং এগোয়নি।

তিনটি উত্তাল বছর - ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত ২৯৯ সদস্যের একটি সাংবিধানিক পরিষদ এই সংবিধান রচনার কাজে ব্যাপৃত ছিল। এই তিন বছরে সেদেশে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা হয়েছে দেশ ভাগ হয়েছে - ভারত ও নবগঠিত পাকিস্তানের মধ্যে মানব ইতিহাসের সবচেয়ে ব্যাপক সংখ্যক শরণার্থী এক দেশ ছেড়ে অন্য দেশে পালিয়েছে। এই তিনটি বছর আরও প্রত্যক্ষ করেছে ব্রিটিশ শাসনের সময়ে শত শত দেশীয় রাজা বাদশাদের শাসনাধীন রাজ্যকে কীভাবে কঠিন শর্তে স্বাধীন ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ড. আম্বেদকার নিজে ছিলেন একজন আইনজ্ঞ। প্রধান যে সাত সদস্যের প্যানেল ৩৯৫ ধারা সম্বলিত সংবিধানের খসড়া তৈরি করে তার নেতৃত্ব তিনি দিয়েছিলেন।

অশোক গোপালের লেখা 'আ পার্ট অ্যাপার্ট' নামে ড. আম্বেদকারের একটি গৌরবজ্জ্বল জীবনী গ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে তিনি তুলে ধরেছেন ড. আম্বেদকার কীভাবে তার স্বাস্থ্য সমস্যার সঙ্গে লড়াই করেছেন এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রদূতদের সঙ্গে তার মতভেদ দূরে সরিয়ে রেখে বিশ্বের অন্যতম সবচেয়ে পুরনো সংবিধানের ভিত্তি রচনায় নেতৃত্ব দিয়েছেন।

এই বই থেকে জানা যায় ড. আম্বেদকারের ব্যক্তিত্ব ও প্রজ্ঞা কীভাবে তাকে এই ভূমিকায় স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ব্যাপকভাবে সহায়তা করেছে।

ওই সাত সদস্যের খসড়া রচয়িতা কমিটির পাঁচজনই ছিলেন উচ্চ বর্ণের। কিন্তু তারা আম্বেদকারকেই অনুরোধ করেছিলেন এই কমিটিতে নেতৃত্ব দিতে।

এইম্যন ডি ভ্যালেরা, আর্য়াল্যান্ডের রাজনৈতিক নেতা, যিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন এবং আর্য়াল্যান্ডের সংবিধান রচনা করেছিলেন, তিনি, হয় ব্রিটিশ ভারতের শেষ ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটন অথবা ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর কাছে এই ভূমিকার জন্য ড. আম্বেদকারের নাম সুপারিশ করেছিলেন বলে লিখেছেন মি. গোপাল। (এই তথ্য জানা যায় ড. আম্বেদকারকে লেখা ভারতের শেষ ভাইসরয়পত্নী এডউইনা মাউন্টব্যাটনের চিঠি থেকে।)

সাংবিধানিক পরিষদের সাতজন সদস্য ও একজন উপদেষ্টা - প্রথম সারির মাঝখানে ড. আম্বেদকার - ৩০শে অগাস্ট ১৯৪৭ ছবির উৎস,ভিজয় সুরওয়াদএর সংগ্রহ থেকে

এডউইনা মাউন্টব্যাটন ড. আম্বেদকারকে আরও বলেছিলেন যে তিনি ব্যক্তিগতভাবে খুশি যে ভারতের সংবিধান রচনা তিনি তত্ত্বাবধান করছেন, কারণ তিনিই একমাত্র প্রতিভাবান ব্যক্তি যিনি সব শ্রেণি, সব জাতির জনগণকে সমান ন্যায়বিচার দিতে পারবেন। মার্চ ১৯৪৭এ ভাইসরয়ের পদ গ্রহণের অল্প দিন পরেই লর্ড মাউন্টব্যাটন ড. আম্বেদকারের সঙ্গে খুবই আগ্রহজনক এবং মূল্যবান আলোচনা করেন বলে লিখছেন অশোক গোপাল।

ভাইসরয় ঊর্ধ্বতন একজন ব্রিটিশ কর্মকর্তাকে বলেছিলেন যে নেহরুর অন্তর্বর্তীকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় ১৫জন মন্ত্রীর মধ্যে ড. আম্বেদকারের নাম দেখে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন।

আম্বেদকারের প্যানেল, সংবিধানের পূর্ণাঙ্গ খসড়াটি পরীক্ষা করে দেখে, যেটি গণপরিষদে উত্থাপন করা হয় ১৯৪৭ সালের মে মাসে। এটি পাঠানো হয় প্রথমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের এবং পরে কংগ্রেস পার্টির কাছে। কোন কোন অংশের খসড়া সাতবার পর্যন্ত বদলানো হয়।

ওই পরিষদের প্রেসিডেন্ট রাজেন্দ্র প্রসাদের কাছে সংশোধিত যে খসড়াটি ড. আম্বেদকার পেশ করেন, তাতে প্রায় বিশটি বড়ধরনের পরিবর্তন করা হয়েছিল, যার মধ্যে ছিল মূল প্রস্তাবনার অংশটিও, যেখানে ন্যায়বিচার, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল এবং সংবিধানের মূল অঙ্গীকারগুলোও যেখানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল।

প্রস্তাবনা অংশে ভ্রাতৃত্ব শব্দটির সংযোজন এবং সংবিধানের অন্যান্য অংশেও এই মর্মে ৮১টি শব্দের চমকপ্রদ ও ঐতিহাসিক প্রয়োগের পুরো কৃতিত্ব ছিল ড. আম্বেদকারের - লিখেছেন মি. গোপাল। ভারতীয় সংবিধান রচনার গোপন ইতিহাস নিয়ে দার্শনিক আকাশ রাঠোরের লেখা বই 'আম্বেদকারস্ প্রিঅ্যাম্বেল : এ সিক্রেট হিস্ট্রি অফ দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে একথা লিখেছেন মি. গোপাল। এই সংবিধান নিয়ে সবচেয়ে কঠিন কাজগুলো করেছিলেন ড. আম্বেদকার। তিনি তখন ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন। তার মধ্যেও তিনি গণপরিষদে প্রায় ১০০ দিন দাঁড়িয়ে থেকে ধৈর্য্যের সাথে প্রতিটি ধারা এবং প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলো কেন বাতিল করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করেন। বৈঠকগুলোতে সব সদস্য সবসময় উপস্থিত থাকতেন না। কমিটির একজন সদস্য টি টি কৃষ্ণামাচারি ১৯৪৮এর নভেম্বরে অ্যাসেম্বলিতে বলেন যে সংশোধিত সংবিধানের খসড়া তৈরির সব চাপ ঘাড়ে নিয়েছিলেন ড. আম্বেদকার প্রায় একাই, কারণ বেশিরভাগ সদস্যই মৃত্যু, অসুস্থতা এবং অন্যান্য কাজের দায়িত্বের মত নানাবিধ কারণে এ কাজে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখতে পারেননি।

খসড়ায় সাড়ে ৭ হাজারের ওপর সংশোধনী প্রস্তাব করা হয়েছিল, এবং এর মধ্যে প্রায় আড়াই হাজার গৃহীত হয়। এই সংবিধানের খসড়া তৈরির অনেকটা কৃতিত্ব ড. আম্বেদকার দিয়েছিলেন এস এন মুখার্জিকে, যিনি ছিলেন একজন শীর্ষ সরকারি কর্মকর্তা এবং খুবই জটিল প্রস্তাবকে সহজ আইনি ভাষায় ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা তার ছিল। ভারতের দলিত শ্রেণির প্রবক্তা হিসাবে বিআর আম্বেদকারের একটা বিপ্লবী ভাবমূর্তি ছিল। তা সত্ত্বেও এই সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে তিনি সব শ্রেণির মানুষের স্বার্থের কথা মাথায় রেখেছেন। শ্রেণি ভিত্তিক আলাদা নির্বাচকমণ্ডলীর জন্য তার দাবি গণপরিষদে প্রত্যাখ্যাত হয়। এর আগেই ভারতের মূল শিল্পগুলো জাতীয়করণের জন্য তার দাবি টেকেনি। সংবিধানে সমাজবাদেরও উল্লেখ করা হয়নি। সাংবিধানিক পরিষদ যখন ১৯৪৬এর ডিসেম্বরে প্রথমবার বৈঠক করে, তখন ড. আম্বেদকার স্বীকার করেন আমি জানি আজ আমরা রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে বিভক্ত। আমরা এক একটি বিবদমান শিবির। আমি এমনকি একথাও স্বীকার করব যে এরকম একটি শিবিরের নেতাদের আমিও অন্যতম একজন।

মি. গোপাল তার বইতে লিখেছেন আম্বেদকার আগে অনগ্রসর ও নিপীড়িত জনগোষ্ঠির জন্য যেসব দাবিদাওয়া তুলেছিলেন, তার নতুন নেতৃত্বের ভূমিকায় সেগুলো নিয়ে তিনি যেভাবে কাজ করেছেন তা হল - তিনি সব শ্রেণির মানুষের স্বার্থকে বিবেচনায় নিয়েছেন, শুধু বিশেষ কোন শ্রেণির স্বার্থকে তিনি অগ্রাধিকার দেননি - যেমন তফসিলি জাতি। (ভারতের ১৪০ কোটি জনগণের মধ্যে ২৩ কোটি মানুষ তফসিলি জাতি ও উপজাতির মানুষ)

মি. গোপাল তার বইয়ে যুক্তি দিয়েছেন এসব বিভিন্ন কারণ থেকে এটা নিশ্চিতভাবে স্বীকার করা যায় যে ভারতের সংবিধানের প্রধান স্থপতি হলেন ড. আম্বেদকার। তিনি এই দলিলটি সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিবেচনা করেছেন এবং দলিলটির প্রতিটি অংশ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চূড়ান্ত করার বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। বহু বছর পর রাজেন্দ্র প্রসাদ স্বীকার করেছিলেন যে ড. আম্বেদকার সংবিধান রচনায় দক্ষ পাইলটএর দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

দলিত সম্প্রদায়ের অবিসংবাদিত এই প্রতিনিধি ৬ই ডিসেম্বর ১৯৫৬তে প্রয়াত হবার কয়েক ঘণ্টা পর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নেহরু বলেছিলেন : সংবিধান রচনায় ড. আম্বেদকার যতটা যত্ন নিয়েছিলেন ও ঝামেলা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন আর কেউ তা নেয়নি।

আজ সাত দশক পর, ভারতের বিশাল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ গণতন্ত্র অনেক গুরুতর চ্যালেঞ্জের মুখেও টিকে আছে। দেশটিতে বিভক্তি এবং সামাজিক অসাম্য যেভাবে বাড়ছে তাতে ভারতের ভবিষ্যত নিয়ে বহু মানুষ উদ্বিগ্ন।

ড. আম্বেদকার যখন সংবিধানের সংশোধিত খসড়া গণ পরিষদে উত্থাপন করেন তখন তার আরেকটি প্রজ্ঞাপূর্ণ উক্তির কথা তারা আজ তুলে ধরছেন।

তিনি বলেছিলেন, ভারতের সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন আনুগত্যের সঙ্গে মেনে নিয়েছে...সংখ্যাগরিষ্ঠরা সংখ্যালঘুদের ওপর বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না, সে দায়িত্ব যে এখন তাদের ওপর তা তাদের বুঝতে হবে।

জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য নারীরা কেন মোবাইল ফোনের অ্যাপের দিকে ঝুঁকছে?

উনিশ শ ষাটের দশকে জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি বা পিল যখন প্রথম বাজারে আসে তখন এটিকে নারীর স্বাধীনতা ও শরীরের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় বড় ধরনের ঘটনা হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছিল। এর পর থেকে ব্রিটেনের বেশিরভাগ নারী তাদের জীবনের কোনো না কোনো এক সময়ে হরমোনভিত্তিক জন্মনিরোধ পদ্ধতি বা হরমোনাল পিল ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তাদের কেউ কেউ এখন বড়ি খাওয়া ছেড়ে দিয়ে প্রাকৃতিক পদ্ধতি অনুসরণের জন্য প্রযুক্তির দিকে ঝুঁকছেন। ব্রিটেনে টেলিভিশন চ্যানেল আইটিভির অত্যন্ত পরিচিত মুখ মনটানা ব্রাউন। লাভ আইল্যান্ড নামের একটি শো'এর কারণে তিনি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন।

সম্প্রতি তিনি জানিয়েছেন যে হরমোনভিত্তিক জন্মনিরোধ পদ্ধতির ব্যবহার ছেড়ে দেওয়ার দু'বছর পর তিনি মা হতে যাচ্ছেন। ইনস্টাগ্রামে করা এক পোস্টে তিনি জানিয়েছেন যে মাসিকের হিসাব নিকাশ অনুসারে তিনি যৌন সম্পর্ক করে আসছিলেন। এই ধরনের পদ্ধতিকে বলা হয় প্রাকৃতিক জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। এই পদ্ধতির কারণে আমি আমার মাসিক সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারি, জানতে পারি বাচ্চা নিতে হলে কখন কী করতে হবে। শরীরের এই বিষয়টিতে আমি খুব অভ্যস্ত হয়ে পড়ি, বলেন তিনি। আসলে এই পোস্ট ছিল ন্যাচারাল সাইকেলস নামের একটি অ্যাপের বিজ্ঞাপন। এই পোস্টটির জন্য তাকে অর্থ দেওয়া হয়েছিল। এই অ্যাপটি ২০১৩ সালে চালু করা হয় এবং বর্তমানে এর নিবন্ধিত ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ২৫ লাখ। যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসনও ২০১৮ সালে ন্যাচারাল সাইকেল অ্যাপটিকে ব্যবহারের জন্য অনুমোদন দেয়। জন্মনিয়ন্ত্রণের বিষয়ে এটিই প্রথম অ্যাপ যা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পেয়েছে। অ্যাপটি যারা তৈরি করেছেন তারা বলছেন সন্তানধারণের জন্য একজন নারী কখন সবচেয়ে বেশি উর্বর থাকে এই অ্যাপটির অ্যালগরিদম তা নির্ধারণ করতে পারে। শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপ করে এটি করা হয়। তারা দাবি করছেন এই অ্যাপের সাফল্যের হার ৯৩ শতাংশ। জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ির স্বাভাবিক ব্যবহারেও একই ধরনের সাফল্য পাওয়া যায়।

সাময়িকী

যার সাথে মজে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডম

যার সাথে মজে মন,
কিবা হাড়ি কিবা ডম।

এটি একটি প্রাচীন প্রবাদ বাক্য যা প্রেম প্রীতির সাথে জড়িত। এর অর্থ হল প্রেম ও ভালোবাসাতে কোনো জাতির বিচার নেই।যার সাথে মনের মিল হয় তার সাথে ভাব ও ভালোবাসা হয়।ধীরে ধীরে শারীরিক ও বৈবাহিক সম্মন্ধে পরিণত হয়।জাত দেখে প্রেম হয় না এর উদাহরণ আমরা প্রাচীন কালেও পেয়ে থাকি যেমন, রজকিনী রামী ও চন্ডিদাস,চিন্তামনি ও বিল্ল মঙ্গল ঠাকুর প্রমুখ।রাধা কৃষ্ণের প্রেম নিয়ে অনেকেই মজাক করে ও খিল্লি উড়ায় ও বলে, রাধা কৃষ্ণ প্রেম করেছিল বলে তাকে লীলা বলা হয় আর আমরা প্রেম করলে তাকে নোংরামি বলা হয়।দেখুন রাধা কৃষ্ণের প্রেমের সাথে সাধারণ মানুষের প্রেমের তুলনা হয় না।তাদের প্রেমে কোনো শারীরিক সম্মন্ধ ছিলো না,কোনো কাম ভাব ও ভোগ বিলাস ছিলো না পুরোটাই স্বর্গীয় ও নিষ্কাম ছিলো।এই প্রেম মানুষ করতে পারে না।নারী ও পুরুষের প্রেম মানে শারীরিক ফুর্তি করা,বিয়ে করা ও সন্তান উৎপাদন করা।

সুনীল কুমার দে
কলামিস্ট

আজকাল অবাধ নারী স্বাধীনতা,ছেলে ও মেয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন,উচ্চ শিক্ষা, ফেসবুক,মোবাইল হাতে হওয়ার জন্য সমাজে লাভ অ্যাফেয়ার্স অর্থাৎ নারী পুরুষের মধ্যে প্রেম করার প্রবনতা বেড়েছে।প্রতিদিন কোর্ট ম্যারাইজ অর্থাৎ প্রেম বিবাহ হচ্ছে।মা বাবা প্রেম বিবাহে বাধা দিলে ছেলে মেয়েরা ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে অথবা আত্ম হত্যাও করছে।মা বাবা অনেক আশা নিয়ে তাদের ছেলে মেয়েদের কে মানুষ করে ও লেখা পড়া শেখায়।নিজেদের পায়ে দাঁড় করিয়ে দিয়ে ভালো ঘর ও বর দেখে মেয়েকে ও ভালো পাত্রী দেখে ছেলের বিয়ে দেওয়ার প্রত্যেক মা বাবার স্বপ্ন থাকে।অনেক ক্ষেত্রে ছেলে মেয়েরা নিজের ইচ্ছে মত প্রেম বিবাহ করে মা বাবার স্বপ্ন কে ভেঙে চুরমার করে দেয়।চোখের জল ফেলা ছাড়া মা বাবার আর করার কিছুই থাকে না। তাই বর্তমান আধুনিক ছেলে মেয়েদের কাছে আমার অনুরোধ জীবনে এমন কিছু কাজ করো না যাতে মা বাবার মাথা নিচু হয়ে যায়, মা বাবার সম্মান হানি হয়।জীবন সাথীকে জানার ও পরখ করার অধিকার সকল ছেলে মেয়ের থাকা উচিত তাই বলে প্রেমই করতে হবে এমন কোনো কথা নয়।প্রেম বিবাহে কিছু ভালো দিক ও মন্দ দিক দুই আছে।ভালো দিক বলতে প্রেম বিবাহে জাতি বিচার থাকে না ও পনের ঝামেলা থাকে না।এক অপর কে জানার অনেক সময় পাওয়া যায়।অন্য দিকে খারাপ দিক বলতে প্রেম বিবাহে প্রায়ই মা বাবার মত থাকে না।অশান্তির মধ্যে এই বিবাহ হয়ে থাকে। কখনো কখনো মা বাবাকে ছাড়তে হয় ও সমাজ কেও ছাড়তে হয়।এই বিবাহে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সন্মান বোধ থাকে না।ঝগড়া,ঝাটি, কলহ লেগেই থাকে।বিবাহ বিচ্ছেদ প্রায়ই হয়ে থাকে।তাই মা বাবাকে কষ্ট দিয়ে ও তাদের চোখে জল ফেলিয়ে ছেলে মেয়েদের প্রেম করে বিবাহ না করাই আমার মনে হয় মঙ্গল হবে, এরপর বিচার ও ভাবনা নিজের নিজের তাতে কিছু বলার নেই।

পাঠকের চিঠি

বিজ্ঞানের যুগে কুসংস্কারের অস্তিত্ব কেন

বিজ্ঞান কথাটির সাথে আমরা সকলেই পরিচিত। বিজ্ঞান যার অর্থ বিশেষ জ্ঞান ।শিক্ষা,চেতনায় বিজ্ঞানের অবদান যেন কল্পনাতীত।এই বিজ্ঞানের দ্বারা আজ মানবজীবন উৎকর্ষলাভ লাভ করেছে। আজ ইন্টারনেটের দৌলতে এসে আমাদের জীবন হয়ে উঠেছে ডিজিটাল লাইফ। আজ বিজ্ঞানের দৌলতে আমরা অনেক অসাধ্য সাধন করতে পেরেছি। কিন্তু এতো কিছুর পরেও কোথাও যেন কুসংস্কার শব্দটি যেন উঁকি দিয়ে আসে ঠিক যেন চাঁদের গায়ে কলঙ্ক লাগার মতো। এবার আসি কুসংস্কারের কথায়। বিজ্ঞানের যেন সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে কুসংস্কার। কুসংস্কার কথাটি যেন মানুষের মনের অন্ধকারে জমাট কালো পাথরের মতো চেপে আছে। একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসেও কিভাবে কুসংস্কারে বলি হতে হয়। সর্বোপরি, মানুষকে বিশেষত মফস্বল, এলাকার মানুষগুলোকে আরও বেশি সচেতন ও বিজ্ঞানমনস্ক হতে হবে এবং প্রশাসনকেও নজর রাখতে হবে এই ঘটনার সাথে যুক্ত যারা আছেন তারা যেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পায় ।তবেই তো কুসংস্কার মুক্ত সমাজ গঠন হবে ।

শংকর সাহা, দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK
জাতীয় খবর খবর সংসার
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

আগামী ১৪ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সামনে বিহু নৃত্য প্রদর্শন করার লক্ষ্যে সরুসজাই স্টেডিয়ামে মহড়া ১১০১০ জন বিহু নর্তকী এবং ঢোলবাদকের : সন্তুষ্ট মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, সমালোচকদের কটাক্ষ মন্ত্রী অশোক সিংহলের

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি : লক্ষ্য ১৪ এপ্রিল। ফলে প্রচন্ড রোদ এবং গরমের মধ্যেই সরুসজাই স্টেডিয়ামে মহড়ায় ১১০১০ জন বিহু নর্তকী এবং ঢোলবাদক। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরুসজাই স্টেডিয়ামে উপস্থিত হয়ে ১১০১০ জন বিহু নর্তকী এবং ঢোলবাদকের বিহু নৃত্যের মহড়া প্রত্যক্ষ করে সন্তুষ্টতা ব্যক্ত করেছেন। এর আগে মন্ত্রী অশোক সিংহল সরুসজাই স্টেডিয়ামে উপস্থিত হয়ে বিহু নৃত্য প্রদর্শন করার লক্ষ্যে নেওয়া যাবতীয় ব্যবস্থা তদারক করে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখেছেন। তাছাড়া আম আদমি পার্টির নেতা সমালোচনা করার বিষয়ে পাল্টা জবাব দিয়ে তিনি বলেন শুযরে ফাইভ স্টার হোটেলে থাকলেও শুযরেই থাকবে। এরা ফাইভ স্টার হোটেল থেকে বেরিয়ে সেই নালাতেই যাবে বলে তির্যক মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী অশোক সিংহল।

প্রসঙ্গত পূর্বে ঘোষিত কার্যসূচি অনুযায়ী আগামী ১৪ এপ্রিল অসমে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গুয়াহাটি মহানগরে উপস্থিত হয়ে প্রায় ৮৫০০ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন কিংবা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন তিনি। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রীর সামনে সরুসজাই স্টেডিয়ামে ১১০১০ জন বিহু নর্তকী এবং ঢোলবাদক একসঙ্গে বিহু নৃত্য প্রদর্শন করে সেটা গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস এ অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা করা হবে বলে ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি সঙ্গে জানিয়েছিলেন ১১ এপ্রিল থেকে ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত সরুসজাই স্টেডিয়ামে মহড়ার জন্য ১১০১০ জন বিহু নর্তকী এবং ঢোলবাদক উপস্থিত থাকবেন। তাছাড়া এই একই সময়ে গুয়াহাটি মহানগরের পাঞ্জাবাড়ি স্থিত শংকরদেব কলাক্ষেত্রে আগামী ১৪ এপ্রিল সরুসজাই স্টেডিয়ামে আযোজিত বিহু নৃত্য প্রদর্শন উপভোগের স্বার্থে সাধারণ মানুষের জন্য প্রবেশপত্র বিতরণ করা হবে। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা হিসাবে যাবতীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

প্রচন্ড রোদ এবং গরমের জন্য সরুসজাই স্টেডিয়ামে মহড়াতে ব্যস্ত ১১০১০ জন বিহু নর্তকী এবং ঢোলবাদককে বহু কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। তবে এই কষ্ট জাতির স্বার্থে হাসিমুখে গ্রহণ করেছেন প্রত্যেক বিহু নর্তকী এবং ঢোলবাদক। গরমের ফলে কয়েকজন বিহু নর্তকী এবং ঢোলবাদক অচৈতন্য হওয়ার পাশাপাশি নানা শারীরিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। তবে এটাতেও কোনো দুঃখ প্রকাশ করেননি বিহু নর্তকী এবং ঢোলবাদকরা। প্রত্যেকেই অত্যন্ত ফুর্তি এবং হাসিমুখে নিজেদের মোহড়া অব্যাহত রেখেছেন। তবে সন্ধ্যার পর মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা স্বয়ং সরুসজাই স্টেডিয়ামে উপস্থিত হওয়ার পর সেখানে এক উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। মুখ্যমন্ত্রীর সামনেই স্টেডিয়ামে উপস্থিত প্রত্যেক বিহু নর্তকী এবং ঢোলবাদক বিহু নৃত্য প্রদর্শন করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন এই কষ্টের ফল প্রত্যেককে দেওয়া হবে। আগামী ১৩ এপ্রিল প্রত্যেকের জন্য একটি উপহার ঘোষণা করবেন তিনি। ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত এটাকে সাসপেন্সে রাখা হবে বলে মন্তব্য করে তিনি বলেন বিহু নর্তকী এবং ঢোলবাদকের পাশাপাশি প্রত্যেক মাস্টার ট্রেনারদের জন্যও থাকবে সারপ্রাইজ গিফট। অসমীয়া জাতির স্বার্থে এবং তার মুখের দিকে তাকিয়ে দুই তিন দিন এভাবে কষ্ট করার জন্য প্রত্যেক বিহু নর্তকী এবং ঢোলবাদকের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন বুধবার সকাল ১১ টা থেকে সারাদিনের জন্য তিনি সরুসজাই স্টেডিয়ামে উপস্থিত থাকবেন। ফলে প্রত্যেককে নিজেদের শ্রেষ্ঠ প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মন্ত্রী বিমল বরা, কেশব মহন্ত, অজন্তা নেওগ, পীযূষ হাজরিকা, জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া, ডিজিপি জিপি সিংহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা অনুযায়ী মঙ্গলবার সকাল থেকে গুয়াহাটি মহানগরের পাঞ্জাবাড়ি স্থিত শংকরদেব কলাক্ষেত্রে আগামী ১৪ এপ্রিল সরুসজাই স্টেডিয়ামে আয়োজিত বিহু নৃত্য প্রদর্শন উপভোগের স্বার্থে সাধারণ মানুষের জন্য প্রবেশপত্র বিতরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। তবে এক্ষেত্রে সমালোচনা করে আম আদমি পার্টির মুখপাত্র সুশান্ত কুমার নাথ বলেছেন বিহু অনুষ্ঠিত করার নামে ব্যবসা শুরু করেছে অসম সরকার। বিহুর নামে দোকান খুলেছে। অসমীয়ারা অসমীয়ার বিহু দেখার জন্য টিকেট কাটার বিষয়টি গিনিস বুকে স্থান পাওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। এক্ষেত্রে পাল্টা জবাব দিয়ে গৃহ নির্মাণ এবং নগর অঞ্চল পরিক্রমা মন্ত্রী অশোক সিংহল বলেন শুয়রে ফাইভ স্টার হোটেলে থাকলেও শুয়রেই থাকবে। এরা ফাইভ স্টার হোটেল থেকে বেরিয়ে সেই নালাতেই যাবে। অসমের ঐতিহ্য বিহু নৃত্যকে বিশ্ব দরবারে পৌঁছে দেওয়ার স্বার্থে বৃহৎ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। এই ধরনের বৃহৎ অনুষ্ঠান আয়োজন করলে কিছুটা অসুবিধা হবেই। তবে সে অসুবিধা কমানোর প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে তিনি সরুসজাই স্টেডিয়ামে উপস্থিত হয়ে বিহু নৃত্য প্রদর্শন করার লক্ষ্যে নেওয়া যাবতীয় ব্যবস্থা তদারক করে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখার পাশাপাশি প্রশাসনের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। এদিকে আম আদমি পার্টির অভিযোগ নস্যাৎ করে বিজেপির তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে স্টেডিয়ামের জন্য প্রবেশপত্র বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে।

বান্দরবানে নিজেদের গ্রাম থেকে বম জনগোষ্ঠির মানুষ পালিয়ে যাচ্ছে কেন?

ঢাকা : বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়িতে বম সম্প্রদায়ের যে আটজনকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে তার পেছনে তারা ইউপিডিএফ সংস্কারপন্থীদের সরাসরি সম্পৃক্ততার অভিযোগ তুলছেন সেখানকার গ্রামবাসীরা। গত ৭ই এপ্রিল রুমা ও রোয়াংছড়ি সীমান্ত এলাকায় খামতাংপাড়ায় এই 'হত্যাকাণ্ড' হয়েছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে। । এলাকাটি রোয়াংছড়ি উপজেলা সদর থেকে প্রায় সাত কিলোমিটার দূরে। বম জনগোষ্ঠির অনেকে কাছে অভিযোগ করেছেন , ইউপিডিএফ সংস্কারপন্থী অংশের সাথে সেনাবাহিনীর ভালো সম্পর্ক আছে। তবে গত রবিবার (৯ই এপ্রিল) বাংলাদেশের আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর বা আইএসপিআর থেকে লিখিত এক বিবৃতির মাধ্যমে জানানো হয়েছে, এই হত্যাকাণ্ডকে আঞ্চলিক সশস্ত্র দলগুলোর নিজেদের মধ্যে বিদ্যমান দ্বন্দ্বসংঘাত ও আধিপত্য বিস্তারের সংঘাত। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মূলত আঞ্চলিক সশস্ত্র দলগুলোর নিজেদের মধ্যে বিদ্যমান দ্বন্দ্ব সংঘাত ও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে একের পর এক আত্মঘাতী সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ছে। তাদের এই আধিপত্য বিস্তারের অন্যতম মূল আগ্রহ হল বিভিন্ন উৎস থেকে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া। আইএসপিআর বলছে, এটা করতে গিয়ে কখনও কখনও তাদের নিজেদের অন্তদ্বন্দ্বের বলি হচ্ছে সাধারণ জনগণ ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা। যদিও ইউপিডিএফ ডেমোক্র্যাট এ অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে তারা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী বলে জানিয়েছে। আমরা এ সংঘর্ষে জড়িত ছিলাম না, স্থানীয় সাংবাদিকদের কাছে গত ৭ই এপ্রিল এমন বার্তা দিয়েছেন সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক উবা

মং মারমা। নিহতদের মধ্যে ছয়জন জুরভারংপাড়ার বাসিন্দা, একজন পানখিয়াং এবং একজন ফিয়াংপিডুংয়ের বাসিন্দা। কুকি-চিন নামক এই গোষ্ঠিকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন' হিসেবে বিবেচনা করে বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনী। রুমা উপজেলার জুরভারং পাড়ার ঘটনায় নিহত এক ব্যক্তির বড় ভাই বিবিসি বাংলাকে টেলিফোনে জানান, ৬ই এপ্রিল সকাল সাড়ে ছয়টা থেকে সাতটার মধ্যে ইউপিডিএফ সংস্কারপন্থী অংশের ২০-২৫ জনের একটি দল গ্রামে হানা দেয়। নাম প্রকাশ না করার শর্তে সে ব্যক্তি জানিয়েছেন, তারা আসার আগেই গ্রামে গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। তারপরে যত পুরুষ মানুষকে পেয়েছে, সবাইকে আটক করে। স্কুল পড়ুয়া থেকে বৃদ্ধ - কেউ ছাড় পায়নি। ঘটনায় নিহত আরেক ব্যক্তি ছিলেন লালথাজার বম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দপ্তরী। তার এক আত্মীয় নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানিয়েছেন, গ্রামের সব সব পুরুষকে আটক করার পরে তাদের মাঠে শুইয়ে দেওয়া হয়। সেখান থেকে বেছে বেছে যাদের বয়স ৫০ বছরের বেশি তাদের ছেড়ে দেয়া হয়। এর মধ্যে ২২ জনকে দড়ি দিয়ে হাত বেঁধে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরের খামতংপাড়ার একটি স্কুলে আটকে রাখা হয় বিকেল পর্যন্ত। বিকেলের দিকে ১৫ জনকে ছেড়ে দিলেও আটক থাকা বাকি সাতজনকে পরের দিন গুলি করে মেরে ফেলে। পরের দিন আমরা যখন বান্দরবান সদর হাসপাতালের মর্গে যাই মৃতদেহ আনতে, সামরিক বাহিনীর পোশাক পরা অবস্থায় দেহগুলি পাই, কারও মাথার পিছনের অংশ ছিল না, হাত পা ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে প্রায় সবার। তারা ওই সামরিক পোষাক পড়িয়ে এটা প্রমাণের চেষ্টা করছে যে নিহতরা কেএনএ-র সদস্য, বলছিলেন একজন মৃতের বড়ভাই। নিহতের স্বজনরা অভিযোগ করছেন, এটা পরিকল্পিত হত্যা। সাধারণ মানুষকে হত্যা করে তাদের সন্ত্রাসী বলে চালানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর কাছে যে বিবৃতি পাঠিয়েছে সেখানে তারা নিহতদের পরিচয় নিশ্চিত হতে পেরেছে বলেই জানাচ্ছে। লিখিত বিবৃতিতে আইএসপিআর জানিয়েছে, সম্প্রতি যে আটজন নিহত হয়েছে তারা কেএনএ (কুকি-চিন ন্যাশনাল আর্মি) সদস্য। বিবৃতিতে বলা হয়, অতি সম্প্রতি কেএনএ এবং প্রতিপক্ষ এর মধ্যে ঘটে যাওয়া বন্দুকযুদ্ধে নিহত ৮ জন সদস্য কেএনএ'র সশস্ত্র সন্ত্রাসী দলের সদস্য বলে তাদের পরিহিত পোশাক দেখে চিহ্নিত করা হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় কে এন এ এর প্রতিপক্ষ হিসেবে ইউ পি ডি এফ এই সংঘর্ষের সাথে জড়িত। ভারতের মিজোরামে বসবাসরত বাংলাদেশি উদ্বাস্তু নেতারা সংবাদদাতা অমিতাভ ভট্টশালীকে জানিয়েছেন, বান্দরবানে কুকি-চিন অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে গত কয়েক মাস ধরে 'নিপীড়ন' চলছে। সর্বশেষ এই 'হত্যাকাণ্ডে'র কথা পৌঁছিয়েছে ভারতের মিজোরাম রাজ্যে বম সম্প্রদায়ের উদ্বাস্তুদের কাছেও। তারা উদ্বিগ্ন হয়ে খোঁজখবর করছেন দেশের পরিস্থিতি নিয়ে। মিজোরামে বাংলাদেশী উদ্বাস্তু সহায়ক কমিটির সাধারণ সম্পাদক বলছেন, গত বছর নভেম্বর মাস থেকে ৫৭৬ জন বম উপজাতির মানুষ ভারতের মিজোরামে আশ্রয় নিয়েছেন এবং আরও প্রায় এক হাজার মানুষ ভারত-বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্ত এলাকার বিভিন্ন জঙ্গলে পালিয়ে রয়েছেন। জুরভারাংপাড়ায় এখনও আতঙ্কিত মানুষ। শনিবার মৃত দেহগুলো গ্রামে ফিরিয়ে এনে গণকবর দেওয়া হয়েছে। নিহত একজনের বড়ভাই জানিয়েছেন, গ্রামের মানুষ আতঙ্কে আছে। তারা রাতে গ্রাম থেকে পালিয়ে থাকছে, আবার বেশিদূরে যেতেও পারছে না। তবে বাংলাদেশ আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর বিবৃতিতে জানিয়েছে, সেনাবাহিনীর সম্পৃক্ততা নিয়ে যেসব কথা বলা হচ্ছে সেগুলোর কোন ভিত্তি নেই। স্থানীয় প্রশাসন এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে সমন্বয় করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। ইদানিং পরিলক্ষিত হচ্ছে সহজলভ্য প্রচারণার লক্ষ্যে কেএনএ তাদের পরিচালিত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সহ অন্যান্য আইন শৃংখলা বাহিনী সম্পর্কে নিয়মিত মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণের হীন চেষ্টায় সচেষ্ট রয়েছে, আইএসপিআর-এর বিবৃতিতে বলা হয়েছে। বম সম্প্রদায়ের বাসিন্দাদের অনেকেই বলছেন, গ্রামে এখন থমথমে পরিবেশ। কিছু পরিবার, যাদের শহরাঞ্চলে আত্মীয় বাড়ি আছে, তারা সেখানে আশ্রয় নিয়েছে। আর যাদের তা নেই তারা গ্রামেই থাকছে। তারা বলছেন, সেনাবাহিনী এবং ইউপিডিএফ (সংস্কারপন্থী) -এর ভয়ে তারা গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছেন। কিন্তু আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের বিবৃতিতে বিষয়টি ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছে। সে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, কেএনএ এবং ইউপিডিএফ মধ্যে সংঘটিত গুলি বিনিময়ের ঘটনায় নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে খামতাং পাড়া ও পাইখং পাড়া হতে ২৪টি বম পরিবারের ১৭৫ জন রোয়াংছড়ি স্কুলে স্থান নেয়। কিছু সংখ্যক পরিবার সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোর কর্মকাণ্ডে বিতশ্রদ্ধ হয়ে নিরাপত্তার স্বার্থে নিজ গ্রাম ছেড়ে বান্দরবানের অন্যান্য বম পাড়ায় নিজেদের স্থায়ী করেছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এ সকল ভীতসন্ত্রস্ত সাধারণ মানুষকে প্রযোজনীয় খাদ্য, পানি ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান সহ অন্যান্য মানবিক সহায়তা প্রদান করছে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।

স্থানীয় প্রশাসন বলছে, আতঙ্কিত হয়ে পাহাড়ে নিজেদের পাড়া ছেড়ে এসে বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়ি এবং রুমা উপজেলা সদর এলাকায় এসে আশ্রয় নিয়েছে খিয়াং ও বম সম্প্রদায়ের কয়েকশ বাসিন্দা। রোয়াংছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খোরশেদ আলম চৌধুরী মঙ্গলবার বিবিসি বাংলার জানান, গত ৬ই এপ্রিল রাত সাড়ে সাতটা থেকে আটটার দিকে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড হয়েছিল রোয়াংছড়ি উপজেলার সদর ইউনিয়নের খামতং পাড়ায়। সেখানে কেএনএফ এর আট জন সদস্য নিহত হয়। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে ওই পাড়ায় বসবাসরত বাসিন্দারা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং ওই পাড়া থেকে উপজেলা সদরের দিকে চলে আসে। খামতং এবং পাইক্ষ্যং নামে দুটি পাড়া থেকে বাসিন্দারা চলে আসে। খামতং পাড়ায় যারা বসবাস করে তারা খিয়াং সম্প্রদায়ের। এই পাড়া থেকে ৫০টি পরিবারের ১৯৭ জন উপজেলা সদরের দিকে চলে আসে।

একটি পরিবার চলে গেছে। এখন আছে ৪৯টি পরিবারের ১৯২ জন আছে আমাদের রোয়াংছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে, বলেন মি. চৌধুরী। পাইক্ষ্যং পাড়ার বাসিন্দা মূলত বম সম্প্রদায়ের। এই পাড়া থেকে এসেছে ৩১টি পরিবারের প্রায় ১৪০ জনের মতো। তারা আশ্রয় নিয়েছে রোয়াংছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এদের মধ্যে ১০৮ জন এখনো স্কুলে আশ্রয় নিয়ে আছে। বাকিরা বান্দরবান সদরে বিভিন্ন আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে চলে গেছে বলে জানান রোয়াংছড়ি উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা খোরশেদ আলম চৌধুরী।

মি. চৌধুরী বলেন, তাদের সার্বিক নিরাপত্তা, তাদের খাবার দাবার থাকার ব্যবস্থা সবকিছুই আমরা নিশ্চিত করেছি। এই কর্মকর্তা বলেন, যারা স্কুলে এসে আশ্রয় নিয়েছে তাদের সাথে কথা বলে জানতে পেরেছেন যে, তারা তাদের পাড়া এখনো নিরাপদ মনে করছে না বলে ফিরে যাচ্ছে না। পাহাড়ের নিরাপত্তার বিষয়টি সেনাবাহিনী সমন্বয় করে জানিয়ে মি. চৌধুরী বলেন, সেনাবাহিনী জানিয়েছে যে ওইসব পাড়ায় এখন অনিরাপদের কিছু নেই। এদিকে রুমা উপজেলা পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ মামুন শিবলী জানান, ৬ই এপ্রিলের পর একটি পাড়া থেকে প্রায় ৭০ জনের মতো এসেছে এবং তারা রুমা উপজেলা সদরের বম কমিউনিটি সেন্টারে আশ্রয় নিয়েছেন। এদের সবাই এখনো এই কমিউনিটি সেন্টারেই রয়েছেন।

৭৬৭০ টি অপ্রাদেশিকৃত বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি বাতিল করে মধ্যাহ্ন ভোজন বন্ধ করার সরকারের সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় সৃষ্টি বিতর্কের ঝড়, বিভিন্ন দল সংগঠনের ব্যাপক প্রতিবাদের হুংকার, এই সিদ্ধান্ত দুর্ভাগ্যজনক বলে আখ্যা বিরোধী দলপতির

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি : দীর্ঘদিন ধরে অপ্রাদেশিকৃত বিদ্যালয়ের প্রাদেশিকিকরণের উদ্দেশ্যে আন্দোলন অব্যাহত রেখেছেন কয়েক হাজার শিক্ষক। তবে এক্ষেত্রে শিক্ষকদের আন্দোলনকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে হঠাৎ রাজ্যের ৭৬৭০ টি অপ্রাদেশিকৃত বিদ্যালয়ের মধ্যাহ্ন ভোজন অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী পোষণ প্রকল্প বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা বিভাগ। এর মাধ্যমে সরকার এই বিদ্যালয়গুলোর স্বীকৃতি বাতিল করে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করার পরিকল্পনা নিয়েছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছে সারা অসম অপ্রাদেশিকৃত শিক্ষক কর্মচারী সংস্থা সহ বিভিন্ন দল সংগঠন। এক্ষেত্রে ব্যাপক আন্দোলনের হুংকার দিয়ে আসন্ন প্রধানমন্ত্রীর রাজ্য সফরে প্রতিবাদ জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে অপ্রাদেশিকৃত শিক্ষক কর্মচারী সংস্থা। তবে অপ্রাদেশিকৃত বিদ্যালয়ের মধ্যাহ্ন ভোজন বাতিল করার সিদ্ধান্ত দুর্ভাগ্যজনক বলে মন্তব্য করেছেন বিধানসভার বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া। এই সংক্রান্তে এক বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তোলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মধ্যাহ্নভোজন ফের শুরু করার জন্য সরকার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

বহুদিন আগের কথা নয়। ঐ সেদিন অর্থাৎ ৫ এপ্রিল সারা অসম অপ্রাদেশিকৃত শিক্ষক কর্মচারী সংস্থার সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ডা.রণোজ পেগু। শিক্ষক কর্মচারী সংস্থার সঙ্গে রাজ্যের শিক্ষা বিভাগের এই বৈঠকের মাধ্যমে অপ্রাদেশিকৃত বিদ্যালয়ের প্রাদেশিকিকরণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিল। সেই বৈঠকে শিক্ষক কর্মচারী সংস্থার যাবতীয় সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি বিদ্যালয়ের প্রাদেশিকিকরণ নিয়ে সরকার চিন্তা ভাবনা করবে বলেও আশ্বাস দিয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী। তাছাড়া অসম বিধানসভার বাজেট অধিবেশন অব্যাহত থাকার সময় গুয়াহাটি মহানগরে তীব্র আঃেদালন কার্যসূচি পালন করেছিল সারা অসম অপ্রাদেশিকৃত শিক্ষক কর্মচারী সংস্থা। এরপরেও সরকারের সঙ্গে শিক্ষক কর্মচারী সংস্থার আলোচনা হয়েছে। অবশেষে এই বিষয়টি নিয়ে সরকার চিন্তা ভাবনা করবে বলেও আশ্বাস দিয়েছিল শিক্ষা বিভাগ। কিন্তু হঠাৎ শিক্ষা বিভাগের এক সিদ্ধান্তের ফলে রাজ্যের অপ্রাদেশিকৃত শিক্ষকদের মাথার উপর আকাশ ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে।

সর্বশিক্ষা মিশনের মিশন ডাইরেক্টর ডঃ ওম প্রকাশের স্বাক্ষর যুক্ত এক নির্দেশের ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে তোলপাড়ের সৃষ্টি হয়েছে। এই নির্দেশে ৭৬৭০ টি অপ্রাদেশিকৃত বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি বাতিল করে মধ্যাহ্ন ভোজন অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী পোষণ প্রকল্প বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য মোট ৭৬৭০ টি অপ্রাদেশিকৃত বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৪৫৬০ টি এবং উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৩১১০ টি। রাজ্যের শিক্ষা বিভাগের এই আচমকা সিদ্ধান্তের ফলে অবশেষে ৭৬৭০ টি অপ্রাদেশিকৃত বিদ্যালয়ে কর্মরত ২৯৫০৭ জন শিক্ষক কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ এ অন্ধকার নেমে এসেছে। বর্তমান অপ্রাদেশিকৃত বিদ্যালয় গুলোর স্বীকৃতি বাতিল করে মধ্যাহ্ন ভোজন বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কিন্তু ভবিষ্যতে এই বিদ্যালয় গুলোতে ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ প্রক্রিয়াও বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছে অপ্রাদেশিকৃত শিক্ষক কর্মচারী সমাজ। অসম সরকার তথা শিক্ষা বিভাগের এই হঠকারী সিদ্ধান্তের ফলে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভেঙে যাবে বলে মন্তব্য করেছে শিক্ষক কর্মচারী সংস্থা সহ বিভিন্ন দল সংগঠন।

সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আগামী ১৪ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আসন্ন অসম সফরে ব্যাপক প্রতিবাদী কার্যসূচি গ্রহণ করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন সারা অসম অপ্রাদেশিকৃত শিক্ষক কর্মচারী সংস্থার সাধারণ সম্পাদক হরমোহন বরা। তিনি বলেন এই সিদ্ধান্ত সরকারের এক গভীর ষড়যন্ত্র। ফলে এবার সরকারের বিরুদ্ধে কঠোর আন্দোলন কার্যসূচী গ্রহণ করা হবে। এর প্রতিবাদে এবার ব্যাপকভাবে রাজপথে নামবেন অপ্রাদেশিকৃত শিক্ষক এবং কর্মচারীরা। তিনি জানান বুধবার থেকে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় ব্যাপক আঃেদালন কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শিক্ষক কর্মচারী সংস্থার প্রতিবাদস্থলে পুরো দিশপুর উঠে আসতে বাধ্য হবে বলে ঘোষণা করেছেন অপ্রাদেশিকৃত শিক্ষক কর্মচারী সংস্থার সাধারণ সম্পাদক হরমোহন বরা। তিনি বলেন সরকার এভাবে শিক্ষক কর্মচারীদের প্রতারণা এবং প্রবঞ্চনা করবে সেটা কল্পনাও করা যায়নি। তবে এক্ষেত্রে চুপ করে বসে থাকবে না শিক্ষক সমাজ। সরকারকে উচিত সিদ্ধান্ত নিতে হবেই বলে মতামত করেছেন সাধারণ সম্পাদক হরমোহন বরা। একইভাবে রাজ্যের বিভিন্ন অপ্রাদেশিকৃত বিদ্যালয়ের কর্মরত শিক্ষকরা নিজেদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। প্রত্যেকের একই কথা, জীবনের ৫০ বছরের পর এবার নতুন করে অন্য জীবন শুরু করা সম্ভব নয়। ফলে সরকার তাদের কথা চিন্তা করবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন শিক্ষকরা।

অন্যদিকে সরকারের এই সিদ্ধান্তকে দুর্ভাগ্যজনক বলে আখ্যা দিয়েছেন বিধানসভার বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া। সংবাদ মাধ্যমে পাঠানো এক প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে তিনি বলেন অসম সরকার এক নির্দেশের মাধ্যমে অপ্রাদেশিকৃত বিদ্যালয়ের পিএম পোষণ প্রকল্পের অধীনে মধ্যাহ্ন ভোজন বন্ধ করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এর ফলে সাত হাজারের অধিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা দুপুরের আহার থেকে বঞ্চিত হবে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে যদি কম করে হলেও ১০ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে বলে অনুমান করা যায় তাহলেও ৭০ হাজার ছাত্রছাত্রী এই প্রকল্প থেকে বঞ্চিত হতে চলেছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। বিরোধী দলপতি বলেন, যে সময়ে দেশের বহু ছাত্রছাত্রী পুষ্টিহীনতায় ভুগছে বলে সরকারিভাবে তথ্য রয়েছে সেই সময় অসম সরকার কেন্দ্রীয় সরকার নীতি অনুসরণ করে এই প্রকল্প বলবৎ করার আগে কিছু বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন ছিল বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি। এদিকে সম্প্রতি অসম বিধানসভার অধিবেশনে তার এক প্রশ্নের জবাবে সরকার জানিয়েছিল যে বহু চা বাগান এলাকায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নেই। সেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো ব্যক্তিগত কোম্পানি অর্থাৎ চা বাগান কোম্পানিগুলো চালাচ্ছে। ফলে সরকারের এই সিদ্ধান্তের জেরে সেই বিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে কি সিদ্ধান্ত হবে সেটা এবার জানতে চাইছেন বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া।

তিনি বলেন এক্ষেত্রে চা বাগানের ছাত্রছাত্রীরা প্রধানমন্ত্রীর পোষন প্রকল্প থেকে বঞ্চিত হবে নাকি সেক্ষেত্রে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ফলে অসম সরকার এক বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করে পুনরায় ভেঞ্চার স্কুলে দুপুরের আহার দেবার ব্যবস্থা করার দাবি উত্থাপন করেছেন তিনি। বিরোধী দলপতি বলেন, অসম সরকার প্রধানমন্ত্রীর পোষন প্রকল্প থেকে ভেঞ্চার স্কুলগুলোকে বের করে দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। তবে এক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে এক বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি। দেবব্রত শইকীয়া বলেন এটা প্রত্যেকের লক্ষ্য করতে হবে যে অসমে ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি আইন যখন বিধানসভায় উত্থাপন করা হয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন গ্রাম্য এলাকায় ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ে গুলো সাধারণত সামাজিক প্রযোজন এবং বাধ্যবাধকতার জন্য গঠন করা হয়। কিন্তু শহরাঞ্চলে অসমীয়া মাধ্যমের সরকারি বিদ্যালয়ের বিকল্প হিসাবে ব্যক্তিগত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। গ্রাম্য এলাকায় বহু ব্যক্তি তথা সাধারণ মানুষ ব্যক্তিগতভাবে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে এই বিদ্যালয়গুলোর প্রাদেশিকিকরণের ক্ষেত্রে সরকারের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া।

রিয়ালের বিপক্ষে আর্জেন্টাইন তারকার প্রেরণা চেলসির ২০১২ সালের গল্প

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ আর্জেন্টিনার হয়ে গত ডিসেম্বরে জিতেছেন বিশ্বকাপ। হয়েছেন বিশ্বকাপের সেরা উদীয়মান তারকা। বিশ্বকাপ শেষে দলবদলের বাজারে তাঁকে নিয়ে কাড়াকাড়িও পড়েছে। শেষ পর্যন্ত ১ হাজার ৩৯৯ কোটি টাকায় ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ও আর্জেন্টিনার ইতিহাসে সবচেয়ে দামি হয়ে চেলসিতে নাম লেখান এনজো ফার্নান্দেজের সময়টা এ সময় পর্যন্ত স্বপ্নের মতোই ছিল। কিন্তু চেলসিতে এসে যেন বাস্তবতার জমিনে পা পড়েছে আর্জেন্টাইন তারকার। বিশ্বকাপ জিতে এসে নিজের ক্লাবকে প্রিমিয়ার লিগে ১১তম স্থানের ওপরে নিতে না পারার আক্ষেপ তো এনজো ফার্নান্দেজের থাকারই কথা। তবে এনজো নতুন করে শুরু করছেন চেলসির অন্তর্বর্তীকালীন কোচ ফ্রাঙ্ক ল্যাম্পার্ডের অধীন। আজ চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে খেলতে নামার আগে এনজো উদ্বুদ্ধ হয়েছেন কোচ ল্যাম্পার্ডের কথাতেই। রিয়ালের বিপক্ষে ম্যাচের আগে ২০১২ সালে চেলসির চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতার ইতিহাসটা সবার সামনে তুলে ধরেছেন ল্যাম্পার্ড। এ মৌসুমের মতো সেবারও চেলসি প্রিমিয়ার লিগে খুব বাজে অবস্থানে ছিল।

কিন্তু রবার্তো দি মাত্তেওর অধীন সেবার চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছিল চেলসি, 'কোচ ল্যাম্পার্ড আমাদের বলেছেন এ ম্যাচে মাথা উঁচু করে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে খেলতে। চেলসি ঐতিহ্যবাহী ক্লাব। তিনি আমাদের ২০১২ মৌসুমের কথা শুনিয়ে উদ্বুদ্ধ করেছেন। বলেছেন, ২০১২ সালটা ছিল তাঁর ফুটবল ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বাজে মৌসুম। কিন্তু তারপরও সেবার চেলসি চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছিল।'

চেলসির আর্জেন্টাইন এই তারকা রোমাঞ্চিত রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে চ্যাম্পিয়নস লিগের এ ম্যাচ নিয়ে। তবে ফার্নান্দেজ সোজাসাপটাই জানিয়েছেন, রিয়াল শক্তিশালী দল হলেও সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে এ ম্যাচ চেলসির মধ্যে কোনো শঙ্কা বা ভয় তৈরি করেনি, 'আমরা সবাই জানি, রিয়াল মাদ্রিদ খুব শক্তিশালী ও বড় ক্লাব। ইতিহাসও অনেক সমৃদ্ধ। তাদের দলে অনেক বড় খেলোয়াড় আছে। কিন্তু আমরা নিজেরাও কম যাই না এমন বিশ্বাস আমাদের মধ্যেও আছে।'

শেন ওয়ার্নের শেষকৃত্যে ব্যয় ১৭ কোটি টাকা

পর্থ (ওয়েবডেস্ক) ঃ কিংবদন্তি চলে গেছেন গত বছরের ৪ মার্চ। এরপর ২০ মার্চ মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে (এমসিজি) তাঁর রাষ্ট্রীয় শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়। সেখানে মোট খরচ হয়েছে ১৬ লাখ ডলারের বেশি। তথ্য আইনের অধীনে এ বিষয়ে নথিপত্র হস্তগত করে খবরটি জানিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যম 'দ্য এজ'। সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া রাজ্য সরকার গত বছর রাষ্ট্রীয় শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের জন্য ২৮ লাখ ডলার দিয়েছে। এর মধ্যে ওয়ার্নের শেষকৃত্যে খরচ হয়েছে এই বিশাল অঙ্কের অর্থ। বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১৭ কোটি ২ লাখ টাকা। 'এজ' জানিয়েছে, গত বছর রাষ্ট্রীয়ভাবে যত শেষকৃত্য হয়েছে, তার মধ্যে ওয়ার্নকে বিদায় জানানোই সবচেয়ে ব্যয়বহুল। অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি লেগ স্পিনারের শেষকৃত্য আয়োজন করেছে মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এডি ম্যাকগুয়েরের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান জ্যাম টিভি। তারা পেয়েছে ১০ লাখ ডলার। 'এজ' যেসব নথিপত্র হস্তগত করেছে সেসব দেখেই জানিয়েছে, ভিক্টোরিয়া রাজ্যে গত বছর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ খরচের শেষকৃত্যের তিন গুণ বেশি টাকা খরচ হয়েছে ওয়ার্নের শেষকৃত্যে। ভিক্টোরিয়ার ইস্টার্ন ফ্রিওয়েতে গত বছর খুন হওয়া চার পুলিশ কর্মকর্তার শেষকৃত্যে খরচ হয়েছিল ৫ লাখ ৮৪ হাজার ডলার। ওয়ার্নের শেষকৃত্যে এর তিন গুণ বেশি অর্থ খরচ হয়েছে। ম্যাকগুয়ের নিজেই জানিয়েছেন, ওয়ার্নের শেষকৃত্য টিভিতে বিশ্বব্যাপী সরাসরি সম্প্রচারের জন্য ১০ লাখ ডলার পেয়েছে তাঁর প্রতিষ্ঠান। তবে প্রচুর অর্থ খরচকে যৌক্তিক বলেই মনে করছেন তিনি। তাঁর মতে, শেষকৃত্যটা শুধু ওয়ার্নকে সম্মানিতই করেনি ভিক্টোরিয়ার মানুষও শোক প্রকাশ করতে পেরেছেন। ওয়ার্নের শেষকৃত্যে প্রায় ৫৫ হাজার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার বর্তমান ও সাবেক ক্রিকেটাররা তো ছিলেনই, ব্রিটিশ সংগীতশিল্পী এলটন জন, ব্যান্ড কোল্ড প্লের ক্রিস মার্টিন ও রবি উইলিয়ামসও উপস্থিত ছিলেন। ওয়ার্নকে স্মরণ করে কথা বলেছিলেন অ্যালান বোর্ডার ও ব্রায়ান লারার মতো কিংবদন্তি ক্রিকেটাররা। রাষ্ট্রীয়ভাবে এমসিজিতে শেষবিদায় জানানো হলো শেন ওয়ার্নকে। ওয়ার্নের ভাস্কর্যের সামনে তাঁর ২৩ নম্বর জার্সি গায়ে এক সমর্থক। ম্যাকগুয়ের ওয়ার্নের শেষকৃত্যে বিশাল অঙ্কের খরচ নিয়ে বলেছেন, 'অনেকভাবেই আমাদের এটাকে ভিক্টোরিয়ার শেষকৃত্য বলে মনে হয়েছে। মাত্র ১০ জন লোক নিয়ে আমি আমার মাকে সমাহিত করেছিলাম। সেই অভিজ্ঞতা থেকে যেটা মনে হয়েছে, আমরা আমাদের অসাধারণ বন্ধু শেন ওয়ার্নকে বিদায় জানাতে সবাই এক হয়েছিলাম...টাকাটা সঠিকভাবেই খরচ হয়েছে। তবে আমি ভাবছি অন্য কথা। ওয়ার্ন তার ক্যারিয়ারে নিজের রাজ্যকে কি পরিমাণ রাজস্ব এনে দিয়েছে? সেটা অবশ্যই ১৬ লাখ ডলারের বেশি।'

এবার আল নাসর কোচকে পছন্দ হচ্ছে না রোনালদোর

প্যারিস ঃ রুডি গার্সিয়ার সঙ্গে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর সম্পর্ক কেমন হবে? এ প্রশ্ন রোনালদো আল নাসরে যোগ দেওয়ার পর থেকেই উঠেছিল। এর পেছনে অবশ্য একটা কারণও ছিল। রোনালদোকে দলে ভেড়ানোর পর আল নাসর কোচ বলেছিলেন, লিওনেল মেসিকেই নাকি তিনি আগে দলে টানতে চেয়েছিলেন। পিএসজি তারকাকে যেহেতু পাওয়া যায়নি, তাই রোনালদোকে কেনা হয়েছে মজা করে বললে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীকে নিয়ে এমন কথা তো রোনালদোর মেজাজ বিগড়ে দিতেই পারে।

এরপর এ নিয়ে আর কথা শোনা না গেলেও এবার গার্সিয়া ও রোনালদোর সম্পর্ক নিয়ে নতুন গুঞ্জন উঠেছে। সৌদি প্রো লিগের পয়েন্ট তালিকার ১১তম স্থানে থাকা আল ফেইহার সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করার পর কোচকে নিয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন রোনালদো।

সৌদি সংবাদমাধ্যমের খবর, গার্সিয়ার কৌশল পছন্দ হচ্ছে না পর্তুগিজ তারকার। ফরাসি এই কোচ নাকি আল নাসরের ফুটবলারদের থেকে সেরাটা বের করতে পারছে না। রোনালদোর অভিযোগের কারণে গার্সিয়ার আল নাসর অধ্যায় শেষ হয়ে যেতে পারে বলেও খবর দিচ্ছে সৌদি সংবাদমাধ্যমগুলো।

আল ফেইহার সঙ্গে ড্র করায় লিগ লড়াইয়ে পিছিয়ে পড়েছে রোনালদোর দল। এ মুহূর্তে ২৩ ম্যাচে ৫৬ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার শীর্ষে আল ইতিহাদ। আল নাসর ইতিহাদের চেয়ে পিছিয়ে ৩ পয়েন্টে। সমানসংখ্যক ম্যাচে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর দলের পয়েন্ট ৫৩। ১১ নম্বর দলের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র আল নাসরের জন্য যে কত বড় ধাক্কা ছিল, সেটি বোঝা গেছে ম্যাচের শেষেই। রোনালদো হারিয়ে বসেছিলেন মেজাজ। নিজের ওপরই ছিলেন অসন্তুষ্ট। বেশ কয়েকটি সহজ সুযোগ পর্তুগিজ তারকা নষ্ট করেছেন। হতাশাটা তাই আড়াল করতে পারেননি। প্রতিপক্ষের এক খেলোয়াড়ের সঙ্গে তর্কে জড়িয়েছেন। মাঠ ছেড়ে যান সৌজন্য করমর্দন ছাড়াই।

ম্যাচ শেষে হতাশা লুকাননি কোচ গার্সিয়াও, 'আল ফেইহার বিপক্ষে ম্যাচে আমরা ড্র করেছি। এই ফল মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়, আমি খুবই অসন্তুষ্ট। আমি খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্সেও সন্তুষ্ট নই।'

আল নাসরে গত জানুয়ারিতে যোগ দেওয়ার পর এখন পর্যন্ত ১১ গোল করেছেন রোনালদো। আল ফেইহা ম্যাচের পর চিড় ধরা কোচ ও অধিনায়কের সম্পর্ক আবার ঠিক হয় কি না সেটাই এখন দেখার বিষয়।

রিয়ালকে ফেবারিট মেনেও তা ভুল প্রমাণের অপেক্ষায় ল্যাম্পার্ড

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ চ্যাম্পিয়নস লিগে আজ রাতে কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে রিয়াল মাদ্রিদ চেলসি মুখোমুখি। 'ব্লকবাস্টার' এই ম্যাচে চেলসি নামছে বেশ খানিকটা পিছিয়ে থেকেই। তবে তাদের অন্তর্বর্তীকালীন কোচ ফ্রাঙ্ক ল্যাম্পার্ড দলের 'পিছিয়ে থাকা'টাকে আশীর্বাদই মনে করছেন।

কিছুদিন আগেই চেলসি প্রিমিয়ার লিগে ১-০ গোলে হেরেছে উলভসের কাছে। রিয়াল মাদ্রিদ যদিও লা লিগায় ভিয়ারিয়ালের কাছে হেরেছে, কিন্তু চেলসির ব্যাপারটি আলাদা। এ মৌসুমে টালমাটাল অবস্থায় পড়ে যাওয়া দলটি ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষ চার অবস্থানে থাকার আশা আর করছে না। তবে আগামী মৌসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলার সম্ভাবনা বাঁচিয়ে রাখতে আজ রিয়াল মাদ্রিদকে ভালোভাবেই চ্যালেঞ্জ জানাতে চায় চেলসি।

চেলসি নিজেদের কিংবদন্তিকে আবারও ডাগআউটে ফিরিয়েছে সম্প্রতি। ২ এপ্রিল কোচ গ্রাহাম পটারকে বিদায় করে দেওয়ার পর অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেবে তারা ল্যাম্পার্ডর চেয়ে ভালো কাউকে পায়নি যদিও ল্যাম্পার্ড স্টামফোর্ড ব্রিজে ফেরাটা উপভোগ করতে পারছেন না। তাঁর অধীন প্রথম ম্যাচেই উলভসের কাছে হেরে যাওয়ার খানিকটা বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছেন সাবেক ইংল্যান্ড ও চেলসি ফুটবলার। গোটা মৌসুমটাই অবশ্য চেলসির জন্য বিব্রতকর। ২০২১ সালের চ্যাম্পিয়নস লিগ বিজয়ীরা এবারের ইংলিশ লিগে ১১তম স্থানে আছে। রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে ম্যাচের আগে ল্যাম্পার্ড প্রিমিয়ার লিগের ব্যর্থতার ব্যাপারটি চ্যাম্পিয়নস লিগে টেনে না আনারই পক্ষে মত দিলেন, 'দেখুন, ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ বিশ্বের অন্যতম কঠিন চ্যালেঞ্জ। এখন এই মৌসুমে আমরা এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছি, যেখানে আমরা থাকতে চাই না।'

ল্যাম্পার্ড মনে করেন, লিগের খেলার মধ্যেই চ্যাম্পিয়নস লিগ যেকোনো দলকেই ভিন্ন কিছুর স্বাদ দেয়, 'আমি মনে করি, চ্যাম্পিয়নস লিগ মৌসুমের একঘেয়েমির মধ্যে ভিন্ন কিছু। ভিন্ন গতির খেলা, নকআউট ফুটবল এসব ব্যাপারের কারণেই এক মৌসুমে একটি দলের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ধরনের ফল হতে পারে।' ল্যাম্পার্ড আজকের ম্যাচে রিয়াল মাদ্রিদকেই ফেবারিট ভাবছেন, আর এতে তাঁর কোনো সমস্যা নেই বরং অনেক সুবিধাই আছে, 'দুই ক্লাবের চাপ ভিন্ন। রিয়াল মাদ্রিদ কি ফেবারিট? অবশ্যই, তারাই ফেবারিট। এটাই সবাই বলছে, আমিও বলছি। কিন্তু ফুটবলে লোকজনকে ভুল প্রমাণ করার ব্যাপারটিই বোধ হয় সবচেয়ে মজার।' আজকের ম্যাচটি চ্যালেঞ্জ হিসেবেই নিচ্ছেন চেলসি কোচ, 'আজকের ম্যাচটি আমাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। আমি আসলে ম্যাচের চাপ নিয়ে চিন্তিত নই। চাপ থাকবেই। এ পর্যায়ের ফুটবলে চাপই সবকিছু। যে ফুটবলার বা দল চাপ নিতে পারবে না, তাঁর বা তাদের এ পর্যায়ের খেলার কোনো যোগ্যতাই নেই। তাদের বড় ক্লাব বা সেই খেলোয়াড়কে বড় খেলোয়াড় বলার কোনো মানে হয় না তখন।' রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে আজকের ম্যাচে নামার আগে চেলসির স্বস্তির জায়গা গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়দের চোটমুক্তি। থিয়াগো সিলভা, এনগোলা কান্তে কিংবা ম্যাসন মাউন্টের মতো খেলোয়াড়েরা চোট থেকে ফিরছেন। উলভসের বিপক্ষে ম্যাচে দলের বাইরে থাকার পর আজ রিয়ালের বিপক্ষে তাঁদের মাঠে নামার সম্ভাবনার কথাই বলেছেন কোচ ল্যাম্পার্ড, 'তারা সবাই পুরোপুরি ফিট, সবাই স্কোয়াডে আছে। দুর্দান্ত সব খেলোয়াড়, তাদের নিয়েই আমরা এখানে এসেছি।'

ঘাসফুল আর সর্বভারতীয় নয় ' জাতীয় দলের তকমা হারাল তৃণমূল কংগ্রেস! মাথায় হাত কাস্তেহাতুড়ি'র আর ঘড়ির, উজ্জীবিত ঝাড়ু

নির্মাল্য গাঙ্গুলী

দুর্গাপুর ঃ আশঙ্কা সত্যি হলো। পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস এবার জাতীয় দলের মর্যাদা হারাল। তবে শুধু তৃণমূলই নয়, সিপিআই এবং এনসিপি (ন্যাশানালিস্ট কংগ্রেস পার্টি)ও জাতীয় দোলের মর্যাদা হারিয়েছে। অন্যদিকে দিল্লীর পর পঞ্জাবের গদি দখল করা আম আদমি পার্টিকে জাতীয় দলের স্বীকৃতি দিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন।সোমবার নির্বাচন কমিশনের তরফে এ কথা জানানো হয়েছে বলে সংবাদ সংস্থা পিটিআই ও এএনআই'এর খবর।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের নির্বাচনে তৃণমূলের ভরাডুবির পর বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূলের জাতীয় দলের তকমা কেড়ে নেওয়ার দাবি জানিয়ে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়েছিলেন। তাঁর দাবি ছিল, জাতীয় দলের তকমা পেতে হলে যে শর্তগুলি মানতে হয়, তার কোনওটিই পালন করতে পারেনি বাংলার শাসকদল তৃণমূল। তাই জাতীয় দলের তকমা কেড়ে নেওয়ায় দাবি তুলে ট্যুইট করেছিলেন শুভেন্দু।

জাতীয় দলের তকমা বজায় রাখতে গেলে নির্বাচনী প্রতীক আদেশ, ১৯৬৮ অনুসারে, একটি রাজনৈতিক দলকে চার বা তার বেশি রাজ্যের লোকসভা অথবা বিধানসভা ভোটের কমপক্ষে ছয় শতাংশ নিশ্চিত করতে হবে। উপরন্তু, লোকসভায় এটির কমপক্ষে চারজন সদস্য থাকতে হবে। তবেই রাজনৈতিক দল হিসেবে সেই দলকে গ্রাহ্য করা হবে।দ্বিতীয়ত, দলের কাছে মোট লোকসভা আসনের কমপক্ষে ২ শতাংশ থাকতে হবে এবং এর প্রার্থীদেরকে অন্তত তিনটি আলাদা রাজ্য থেকে থাকতে হবে। আর তৃতীয়ত, দলকে অন্তত চারটি রাজ্যে রাজ্য দল হিসেবে স্বীকৃত হতে হবে। তবেই জাতীয় দলের তকমা বজায় থাকবে। এই শর্তগুলি পূরণ না করাতেই নির্বাচন কমিশনের এই পদক্ষেপ।

জাতীয় দলের মর্যাদা হারানোয় বেশ কিছু সুযোগসুবিধা ছাঁটাই হতে পারে এই দলগুলির। প্রথমত, কোনও জাতীয় দলের চিহ্নকে দেশের অন্য কোনও রাজ্যে অন্য কোনও দল ব্যবহার করতে পারবে না। দ্বিতীয়ত, দলীয় দফতর তৈরি করার জন্য সরকারের থেকে জমি বা বাড়ি পায় জাতীয় দলগুলি অন্য দল তা পায় না। তৃতীয়ত, নির্বাচনের সময় জাতীয় দল সর্বাধিক ৪০ জন 'তারকা প্রচারক' ব্যবহার করতে পারে। যেখানে অন্য দলের ক্ষেত্রে সেই সীমা ২০।

পরিবেশ রক্ষা,মহিলা স্বশক্তিকরন,থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ, কৃষক চিকিৎসা বিলমকুবের উদ্দেশ্য নিয়ে ১৫০০ কিমি পায়ে হেঁটে দুর্গাপুর থেকে দিল্লী যাত্রা

দুর্গাপুর(নির্মাল্য গাঙ্গুলী)ঃ জব্বরপল্লী, দুর্গাপুরের বাসিন্দা শ্রী পৃথ্বীরাজ সঞ্জয় চক্রবর্তী এবং তাঁর স্ত্রী শ্রীমতি রমা চক্রবর্তীগত ২৫শে জানুয়ারী থেকে লাগাতার ৫২ দিন ধরে পায়ে হেঁটে প্রায় ১৫০০কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করে দুর্গাপুর থেকে দিল্লী পৌঁছেছেন, ভারতবর্ষের মহামহিম রাষ্ট্রপতি মাননীয়া শ্রীমতি দ্রৌপদী মুর্মুর সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে এবং যে মহৎ উদ্দেশ্যে এই এতদুর পথ পায়ে হেঁটে ওনারা রাষ্ট্রপতি ভবনে পৌঁছেছেন তা হলো ধরিত্রী মাতা কে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে কিছু পদক্ষেপ গ্রহন করার অনুরোধ নিয়ে।

তাঁদেরকে দিল্লীতে সম্বর্ধনা জানান তাঁদেরই বর্ধমানদুর্গাপুর লোকশোভা কেন্দ্রের সংসদ শ্রী এস.এস. আলুওয়ালিয়া মহাশয়। তিনি তাঁদেরকে সঙ্গে নিয়ে তাদের কতগুলি দাবি নিয়ে মাননীয়া রাষ্ট্রপতির সাথে দেখা করেছেন ও সৌজন্য আলাপচারিতা করেছেন।

শ্রী ও শ্রীমতি চক্রবর্তীরদাবিগুলি ছিলঃ

১. ভারতবর্ষের লাইফটাইম এবং পবিত্রতম নদী মা গঙ্গা কে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে সেভ রিভার গঙ্গা ।

২. পরিবেশ কে বাঁচানোর তাগিদে প্রতিটি বাড়ীতে, স্কুলে, রাস্তার পাশে গাছ লাগানো ।

৩. মৃত্তিকা কে শুদ্ধ রাখার তাগিদে বজ্য পদার্থ কে প্রকৃত রুপে ব্যবস্থাপনা করা।

৪. বৃষ্টির জল ধরে রেখে তার সঠিক ব্যাবহারের অভ্যাস বাড়ানো।

৫. সৌরবিদ্যুৎ চালিত আলো রাস্তায় এবং ঘরে ব্যাবহারের অভ্যাস বাড়ানো।

৬. মহিলা স্বশক্তিকরনের উদ্দেশ্যে আরো বেশী করে পদক্ষেপ গ্রহন করা।

৭. থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার উদ্দেশ্যে আর পদক্ষেপ গ্রহন করা।

৮. কোনো কৃষকের মৃত্যু হলে তার হাসপাতালের বিল মুকুব করার দাবি।

সকলেই ওনাদের এই মহৎ উদ্দেশ্যকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং সর্বতোভাবে এই প্রয়াস যাতে সফল হয় তার প্রার্থনা ও প্রচেষ্টা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন ।শ্রী আলুওয়ালিয়া নিজে তাঁদের এই উদ্যোগে যথাযথ সাহায্য করবেন বলে জানিয়েছেন ।

রামনবমী শোভাযাত্রার ওপর রাজ্যজুড়ে পরিকল্পিত হানা নিয়ে বজরঙ্গ দল, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বিক্ষোভ মিছিল ও স্মারকলিপি প্রদান

নির্মাল্য গাঙ্গুলী

দুর্গাপুর ঃ বজরঙ্গ দল,বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এর পক্ষ থেকে সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বিগত কয়েক দিনে রাজ্যজুড়ে রামনবমীর মিছিল ও শোভাযাত্রার ওপরে পরিকল্পিত জেহাদী হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল এবং জেলা শাসককে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।বর্ধমান,আসানসোল, বাঁকুড়া, ব্যারাকপুর, বহরমপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং অন্যান্য সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে এই কার্যসূচী পালন করা হয়। বর্ধমানে প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল এবং পূর্ববর্ধমান জেলা শাসককে স্মারকলিপি প্রদান কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন বজরঙ্গ দল দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের বিদ্যার্থী প্রমুখ সায়ন চক্রবর্তী,বর্ধমান জেলার সংযোজক তাপস বিশ্বাস,বজরঙ্গ দল বর্ধমান নগর সংযোজক ধ্রুব শিট,বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এর জেলা সম্পাদক চন্দন কাইতি, জেলা কমিটির সদস্যা অনিন্দিতা পাল মহাশয়া এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের বর্ধমান বিভাগের বরিষ্ঠ কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক'গণ।

বজরঙ্গদলের রাজ্য বিদ্যার্থী প্রমুখ সায়ন চক্রবর্তী বলেন,গত ৩০শে মার্চ, আমাদের সকল সনাতনী হিন্দুদের এক অতন্ত পবিত্র ও গর্বের দিন ছিল, প্রভু শ্রী রামচন্দ্রের আবির্ভাব দিবস, অর্থাৎ রাম নবমী।সারা ভারতবর্ষ জুড়ে দিনটি অত্যন্ত গর্বের এবং আনন্দের সাথে উদযাপন করা হলেও, পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকালে আমাদের সেই গর্ব যেন কোথায় উধাও হয়ে গেছে, হাওড়া ও হুগলী'তে ঘটে যাওয়া দুস্কৃতীদের রামনবমীর শোভাযাত্রা কে ঘিরে বর্বর কার্যকলাপে ।ঠিক এই ঘটনা গুলোর পরেই আমাদের ভাবা দরকার, পশ্চিম বঙ্গে কি তাহলে হিন্দু সংখ্যাগড়িষ্ঠতা হ্রাস হয়ে যাচ্ছে ? ধীরে ধীরে কি আমাদের সনাতনী তেজ কমে আসছে!তিনি আরও বলেন আজ যখন অন্য ধর্মের শোভাযাত্রা পালন হয় তখন কোন হিন্দু সম্প্রদায় কি রাস্তা জুড়ে বিক্ষোভ দেখাই ? তাহলে আজ যখন রাম নবমী'র মতন পবিত্র দিনে হিন্দু ভাই বোনেরা রাস্তায় শোভাযাত্রাতে অংশগ্রহণ করেছিল তাদের প্রতি এই বর্বর আচরণ কেন হলো, এর উত্তর প্রশাসনকে দিতে হবে। রাজ্য সরকার দ্বারা প্রতিবার অর্ধসত্য ঘটনা উপস্থাপনার জন্য আজ হাওড়ার ঘরে ঘরে যে আগুন জ্বলল তার দায় ভার মুখ্যমন্ত্রীকে নিতে হবে।

উপস্থিত অন্যান্যরাও দাবি তোলেন - প্রতি সময় হিন্দু দের উপর আক্রমনের জবাব চাই, শীতলা পুজো থেকে রাম নবমী যখনই কোন হিন্দু ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়, তখনই কেন এমন উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়,হিন্দুস্থানে রামনবমী হবে তার জন্য কেন হিন্দুদেরকেই আহত হতে হবে,এই ভূমি রামের জন্ম ভূমি, এই ভূমিতে মথুরা বৃন্দাবন - শক্তি পিঠের ভূমি, এই ভূমিতে তাঁর বারংবার ধর্মীয় হেনস্থা,হিন্দু নিপীড়নমানছেন না ইত্যাদি।

সংগঠনের পক্ষ থেকে রাম নবমী কে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া আক্রমনের পেছনে যারা তাদের যথাযথ শাস্তি দাবি করা হয়। হাওড়া,রিষড়া ও অন্যত্র ঘটে যাওয়া দুস্কৃতী হামলার তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। ,

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য,সোমবারই পাটনা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি নরসিমা রেড্ডির নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের বিষয়ে ছয় সদস্যের ফ্যাক্টফাইন্ডিং কমিটি তাঁদের অন্তর্বর্তী প্রতিবেদনে বলেছে যে রামনবমী মিছিলের সময় দাঙ্গা পূর্ব পরিকল্পিত, সাজানো এবং প্ররোচিত করা হয়েছিল। ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং দলটি পশ্চিমবঙ্গে তিন দিনের সফরে ছিল হাওড়া এবং হুগলী জেলায় কথিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের মূল্যায়ন করতে।ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং প্যানেল সহিংসতার তদন্তের জন্য একটি জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ) তদন্ত চেয়েছেন।

বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি কে বাঁচাতে হলে ভাষা ও সংস্কৃতি কে ভালোবাসতে হবে

পোটকা ঃ আমাদের সবার মাথায় ইংলিশ মিডিয়ামের ভূত জেঁকে বসে আছে।আমাদের ধারণা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ছেলে মেয়েদের না পড়ালে তাদের কেরিয়ার তৈরি হবে না, তারা যথার্থ মানুষ হবে না,মডার্ন হবে না ইত্যাদি ইত্যাদি।আমরা বাংলা মিডিয়াম স্কুলে পড়ে মানুষ হয়েছি,চাকরি পেয়েছি,অনেকেই ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ও আই, এস অফিসার হয়েছে।আমরা বাংলা ছাড়াও হিন্দি,ইংরেজি ও সংস্কৃত শিখেছি ও কোনো ভাষাতেই কমজোর নই।সুতরাং কারো মধ্যে যদি মেধা থাকে তাহলে তাকে কেউ আটকাতে পারবে না।ভাষা কোনো বাধক নয়।তাই আমাদের মানসিকতা বদলাতে হবে।হিন্দি,ইংরেজি,উর্দু প্রভৃতি কোনো বিরোধ প্রতি আমাদের বিরোধ নেই তাই বলে নিজের মাতৃভাষা বাংলা কে ভুলে যাবো এটাও মেনে নেওয়া যায় না।তাই আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকেও বাঁচিয়ে রাখতে হবে।আর বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি কে বাঁচিয়ে রাখতে হলে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি কে ভালোবাসতে হবে।আমাদের ঝাড়খন্ডে ৪২ আমরা বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী রয়েছি যাদের মাতৃভাষা বাংলা।বলতে গেলে ঝাড়খন্ডের বুনিয়াদি ভাষা হলো বাংলা কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই বৃহত্তম জন গোষ্ঠীর মাতৃভাষা বাংলা কে আজ শেষ করে দেওয়া হয়েছে,সেই উন্নত বাংলা ভাষা রাজনীতির স্বীকার হয়ে গেছে অথচ আমরা সবাই বঙ্গ ভাষিরা চুপ করে রইলাম,কোনো বিরোধ নেই,কোনো প্রতিবাদ নেই।কেন কিসের ভয়ে,কিসের মোহে।ছেলে মেয়েদের কে ইংরেজ বানানোর জন্য।তাই আজ ভাবার দিন এসেছে।যে কোনো মানুষের অস্তিত্ব ও অভিমান তার ভাষা,সংস্কৃতি ও ধর্ম কে নিয়ে করা হয়।তাই সকল বাংলা ভাষী ভাই বোনদের কাছে আমার অনুরোধ বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির নামে সবাই এক হউন ও ঝাড়খণ্ডে পুনরায় বাংলা ভাষা পড়া চালু করার জন্য সরকার কে চাপ দিন।সাথে সাথে নিজের নিজের ঘর থেকে ও বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য আঃেদালন শুরু করুন।অনেক দেরি হয়ে গেছে।জাগুন সবাই নুতন প্রভাতের খোঁজে।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
বৃহস্পতিবার
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
13:04:2023

বাংলাদেশে জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের পুরোধা 'গরীবের ডাক্তার' জাফরুল্লাহ চৌধুরীর প্রয়াণ

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা, মুক্তিযোদ্ধা এবং গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী মারা গেছেন। মঙ্গলবার রাত সোয়া এগারোটায় ঢাকার গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে কিডনি সমস্যায় ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রধান কিডনিরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. মামুন মুস্তাফি মঙ্গলবার রাতে আনুষ্ঠানিকভাবে ডা. জাফরুল্লাহ'র মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করেন। বাংলাদেশে ১৯৮২ সালে চালু হওয়া 'জাতীয় ঔষধ নীতি' প্রণয়নে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। গত ক'বছর ধরে তিনি পরোক্ষ রাজনীতিতে সক্রিয় থাকলেও সম্প্রতি কিছুটা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে একুশ শতকের করোনা ভাইরাস মহামারি এই ‑ পুরো পাঁচ দশকেই কোনো না কোনো ভাবে আলোচনায় এসেছেন ডা.জাফরুল্লাহ চৌধুরী, বাংলাদেশে অনেকেই যাকে সম্বোধন করেন গরীবের ডাক্তার হিসেবে। তার স্কুল জীবনের সহপাঠী ও পরবর্তীকালে ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হাসপাতালের পরিচালনা পর্ষদের প্রধান ডা.মাহমুদুর রহমান বলছেন, চিন্তায় সৎ থেকে দেশের জন্য যেটা ভালো মনে হতো সেটাই সবসময় করে গেছেন জাফরুল্লাহ চৌধুরী। উনিশশো একচল্লিশ সালের ২৭শে ডিসেম্বর চট্টগ্রামের রাউজানে জন্মগ্রহণ করা জাফরুল্লাহ চৌধুরী ছিলেন পরিবারে দশ ভাইবোনের মধ্যে সবার বড়।

পাঞ্জাবে সামরিক ছাউনিতে হামলায় চার ভারতীয় সেনার মৃত্যু

ভাতিন্ডা (এজেন্সী) ঃ পাঞ্জাবের ভাতিন্ডায় একটি সামরিক ছাউনির ভেতরে বুধবার ভোররাতে একটি গুলি চালানোর ঘটনায় অন্তত চারজন সেনা জওয়ান নিহত হয়েছেন।
সেনা ও পুলিশ সূত্রে বলা হয়েছে এই ঘটনার সঙ্গে প্রাথমিকভাবে কোনও জঙ্গী হামলার সম্পর্ক পাওয়া যায়নি।
সেনা ছাউনিতে আর্মির 'কুইক রেসপন্স টিম'কে সঙ্গে সঙ্গেই অ্যাক্টিভেট করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। পুরো এলাকাটি ঘিরে ফেলে এখন সেখানে তল্লাসি চালানো হচ্ছে।
ভাতিন্ডা মিলিটারি স্টেশনের ভেতরে এই ফায়ারিংয়ের ঘটনাটি ঘটে ভোর ৪টে ৩৫ মিনিট নাগাদ।
গুলিতে নিহত চারজন সেনা জওয়ানই আর্মির আর্টিলারি ইউনিটের সদস্য ছিলেন বলে একটু বেলার দিকে সেনা বিবৃতিতে জানানো হয়।
কিন্তু কে বা কারা এই গুলি চালাল, বন্দুকধারীরা সংখ্যায় কজন ছিল, তারা বাইরে থেকে এসেছিল না কি মিলিটারি স্টেশনের ভেতরেই ছিল সে ব্যাপারে কোনও তথ্যই পাওয়া যায়নি।
ঘটনাচক্রে ভাতিন্ডার ওই মিলিটারি স্টেশন থেকেই দুদিন আগে একটি ইনস্যাস রাইফেল ও সঙ্গে ২৮ রাউন্ড গুলির খোঁজ মিলছিল না।
এদিনের ঘটনার সঙ্গে সেই হারিয়ে যাওয়া রাইফেল ও কার্তুজের কোনও সম্পর্ক আছে কি না, সেটাও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।
সেনা বিবৃতিতে যা বলা হয়েছে ভাতিন্ডার এই ঘটনা নিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর দক্ষিণ পশ্চিম কমান্ডের হেড কোয়ার্টার্স থেকে এদিন সকালে পরপর দুটি বিবৃতি জারি করা হয়।
প্রথম বিবৃতিতে শুধু বলা হয়, ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ সেনা ছাউনির ভেতরে একটি ফায়ারিংয়ের ঘটনা ঘটেছে এবং চারজনের প্রাণহানি হয়েছে বলে জানা গেছে।
ভাতিন্ডা মিলিটারি স্টেশন বাইরে থেকে সিল করে দিয়ে পুরো এলাকা জুড়ে চিরুনি তল্লাসি চালানো হচ্ছে বলেও জানানো হয়। কাজে নামে কুইক রিঅ্যাকশন টিম ও।
ঘন্টাখানেক পরে যে দ্বিতীয় বিবৃতিটি আসে, তাতে অবশ্য অতিরিক্ত আরও কিছু তথ্য ছিল। সেখানে বলা হয়, নিহত চারজন সেনা জওয়ানই আর্টিলারি ইউনিটের সদস্য ছিলেন। ফায়ারিংয়ের ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হওয়ার পরই তারা মৃত্যুবরণ করেন বলেও জানানো হয়। এই চারজনের প্রাণহানি ছাড়া সেনা ছাউনিতে জীবন ও সম্পত্তির আর কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলেও নিশ্চিত করা হয়।
ঘটনার বিস্তারিত জানতে সেনাবাহিনী পাঞ্জাব পুলিশের সঙ্গে যৌথভাবে তদন্ত ও অনুসন্ধান চালাচ্ছে বলেও ওই বিবৃতিতে জানানো হয়।
গুলিচালনার ঘটনায় সম্ভাব্য সব দিকই এই মুহুর্তে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দুদিন আগে থেকে খোঁজ না মেলা ইনস্যাস রাইফেল ও গুলির সঙ্গে এই ঘটনার সম্পর্ক আছে কি না, তদন্ত করে দেখা হচ্ছে সেটাও।
ঘটনাটির 'সংবেদনশীলতা' বিবেচনা করে সংবাদমাধ্যমকে সব ধরনের গুজব পরিহার করতে ও জল্পনামূলক খবর না করতেও সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়।
ভাতিন্ডা মিলিটারি স্টেশনের এই ঘটনা সামনে আসার পর থেকে পাঞ্জাব পুলিশের একাধিক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ভারতের বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের কাছে জানিয়েছেন, এই ফায়ারিংয়ে বাইরের জঙ্গীরা জড়িত ছিল বলে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি।
এটি যে কোনও সন্ত্রাসবাদী হামলা নয়, ঘটনা ঘটনার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তারা সে কথা প্রকাশ্যেই জানিয়ে দেন।
দিল্লিতে 'দ্য হিন্দুস্তান টাইমস' পত্রিকা আবার ভাতিন্ডা জেলার পুলিশ সুপার গুলনীত খুরানাকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে প্রাথমিকভাবে তারা জানতে পেরেছেন একজন সেনা সদস্যই তার সহকর্মীদের ওপর গুলি চালিয়েছেন।
তবে সেনাবাহিনীর সূত্রে এ ধরনের কোনও তথ্য এখনও নিশ্চিত করা হয়নি।
এদিকে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে খালিস্তানপন্থী নেতা অমৃতপাল সিংকে আটক করার চেষ্টায় পাঞ্জাব পুলিশ যে ব্যাপক অভিযান চালাচ্ছে, তাকে কেন্দ্র করে গোটা রাজ্যেই পরিস্থিতি বেশ থমথমে ও উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে রয়েছে।
এই পরিস্থিতিতে পাঞ্জাবের ভাতিন্ডাতে চারজন সেনা জওয়ানের গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর ঘটনা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলতে পারে, এই ধরনের আশঙ্কা কিছুটা থাকছেই।
ঠিক এই কারণেই সেনাবাহিনী ও পাঞ্জাব পুলিশ গোটা ঘটনাটি খুব সাবধানতার সঙ্গে মোকাবিলা করছে বলে মনে করা হচ্ছে।
এই ঘটনার বিষয়ে তথ্যও প্রকাশ করা হচ্ছে খুব অল্প অল্প করে, এবং অনেকটা সময় নিয়ে।
ইতিমধ্যে দিল্লিতে ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংকে সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ভাতিন্ডার ঘটনা নিয়ে 'ব্রিফ' করেছেন।
রাজধানীর সাউথ ব্লকে বেলা সাড়ে এগারোটায় প্রতিরক্ষামন্ত্রী সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসেন এবং এই ফায়ারিংয়ের ঘটনার নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন বলেও জানা গেছে।

চ্যাটজিপিটি, গুগলের ল্যামডার পর এআই চ্যাটবটের প্রতিযোগিতায় নামছে আলিবাবা

নিউ ইয়র্ক ঃ বিশ্বের বড় বড় কোম্পানিগুলো যখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআইভিত্তিক চ্যাটবট তৈরির প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে ‑ তখন চীনের প্রযুক্তি কোম্পানি আলিবাবার পক্ষে হয়তো হাত গুটিয়ে বসে থাকা সম্ভব ছিল না।
সম্প্রতি মাইক্রোসফট এবং গুগলের মতো বেশি ক'টি বৃহৎ কোম্পানি তাদের নিজস্ব 'জেনারেটিভ এ আই চ্যাটবট' উন্মোচন করেছে।
২০২২ সালের নভেম্বর মাসে মাইক্রোসফটের ওপেনএআই বাজারে ছেড়েছে চ্যাটজিপিটি।
গুগলও ইতোমধ্যে বার্ড নামের চ্যাটবট পরীক্ষামূলকভাবে চালু করেছে ‑ শুধু ১৮ বছরের বেশি বয়সীদের জন্য।
চীনা প্রযুক্তি কোম্পানি বাইদুও একই ধরনের চ্যাটবট ছাড়ার কথা ঘোষণা করেছে।
বলা হচ্ছে, এআই হচ্ছে আগামী দিনের প্রযুক্তি ‑ এবং বৃহৎ কোম্পানিগুলোর মধ্যে ইতোমধ্যেই
গত ২১শে মার্চ 'বার্ড' নামের এআই চ্যাটবট সীমিতভাবে চালু করেছে গুগল ‑ শুধু ১৮ বছরের বেশি বয়সীদের জন্য।
চ্যাটবটের প্রতিযোগিতায় গুগল স্পষ্টতই মাইক্রোসফটের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবেই এটা বাজারে ছাড়ছে, কারণ চ্যাটজিপিটিকে অনেকে 'গুগল কিলার' নাম দিয়েছেন।
চ্যাটজিপিটির সাথে বার্ডের পার্থক্য হচ্ছে, বার্ড ইন্টারনেট থেকে সর্বশেষ তথ্য পেতে পারে এবং এর মধ্যে গুগল সার্চের একটি বাটনও থাকছে।
বার্ডএর ভিত্তি হচ্ছে গুগলের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি ল্যামডা ‑ যার পুরো নাম ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল ফর ডায়ালগ অ্যাপ্লিকেশন্স ।
গুগলের একজন ইঞ্জিনিয়ার বলেছিলেন, তাদের এই কৃত্রিম বৃদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি অতিমাত্রায় বাস্তবানুগ এবং এর হয়তো মানুষের মতই 'অনুভূতি' থাকতে পারে।

শুরু হয়ে গেছে তীব্র প্রতিযোগিতা, নতুন নতুন জিনিস তৈরি হচ্ছে অতি দ্রুতগতিতে।
সারা দুনিয়ার প্রযুক্তি জগতেই এ নিয়ে শুরু হয়েছে হৈচৈ ‑ সৃষ্টি হয়েছে কৃত্রিম বৃদ্ধিমত্তার পক্ষে বিপক্ষে নানামুখী বিতর্ক।
আলিবাবা বলেছে, তাদের নিজস্ব চ্যাটজিপিটিজাতীয় প্রযুক্তির নাম হবে 'টোংগি কিয়ানওয়েন' এবং 'অদূর ভবিষ্যতে' এটিকে তাদের সকল ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত করা হবে ‑ যদিও তারা সুনির্দিষ্ট কোন সময় উল্লেখ করেনি।
'টোংগি কিয়ানওয়েন' কথাটির অর্থ হচ্ছে 'হাজার প্রশ্ন করে একটি জবাব খোঁজা'।
এর কোন ইংরেজি নাম দেয়া হয়নি, তবে এটি ইংরেজি ও চীনা ‑ এই দুই ভাষাতেই কাজ করতে পারবে।
সাধারণভাবে বলতে গেলে চ্যাটবট হচ্ছে এক রকম কম্পিউটার প্রোগ্রাম ‑ যা ইন্টারনেটে ঠিক একজন মানুষের মতই আরেকজন মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারে।
এটা এমন এক ধরনের প্রযুক্তি যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ভাষা বোঝার ক্ষমতাকে (ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং বা এনএলপি) কাজে লাগায়।
এটা কোন ইন্টারনেটভিত্তিক সেবা বা অ্যাপ ব্যবহারকারীর সাথে কথা বলতে, প্রশ্নের উত্তর দিতে বা টেক্সট বার্তা ও গ্রাফিক্স বিনিময় করতে পারে।
একে বলা হচ্ছে 'ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং এ আই মডেল।'
এগুলো অতীতের উপাত্ত থেকে 'শিক্ষা গ্রহণ' করতে সক্ষম এবং তার ফলে এমন কনটেন্ট তৈরি করতে পারে ‑ যার সাথে মানুষের কাজের কোন পার্থক্য ধরা যায় না।
মাইক্রোসফটের তৈরি চ্যাটবট ‑ যাকে বলা হয় চ্যাটজিপিটি ‑ তা এখন জিপিটি ফোর অর্থাৎ চতুর্থ সংস্করণ পর্যন্ত বেরিয়ে গেছে।
এই জিপিটি কথাটি হচ্ছে 'জেনারেটিভ প্রি ট্রেইনড ট্রান্সফর্মার' এর সংক্ষিপ্ত রূপ।
একে জেনারেটিভ (উৎপাদনশীল) বলা হচ্ছে এই জন্য যে, এটা এমন একটি প্রোগ্রাম যা বলা বা লেখামাত্র মানুষের ভাষা বুঝতে পারে, কথার মধ্যে যে তথ্য থাকে তা বুঝে নিয়ে তার জবাবে কী বলতে হবে ‑ তাও নিজে থেকে বের করে নিতে পারে।
একে বলা হয় 'মেশিন লার্নিং', অর্থাৎ কম্পিউটারের এমন 'অভিজ্ঞতা' হয়ে যাবে যে আপনার প্রশ্নের জবাব সে নিজে নিজেই দিতে পারবে, কোন নির্দেশের দরকার হবে না।
এর এমন সক্ষমতা আছে যে নির্দিষ্ট কোন বিষয়ে মানুষের মত গদ্য লেখা, অনুবাদ করা, ইমেইল পাঠানো, চ্যাটবটের জন্য টেক্সট বা বার্তা তৈরি করা ‑ এরকম বহু ধরনের কাজ করতে পারে এই জিপিটি।
চ্যাটজিপিটি একেবারে স্বাভাবিক 'মানুষের মত' ভাষা ব্যবহার করে আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে পারে, অন্যদের লেখার স্টাইল নকল করতে পারে, একটা গোটা প্রবন্ধ লিখে ফেলতে পারে, ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারে।
এমনকি এ কথাও লেখা হয়েছে যে এটা নাকি আইনের পরীক্ষাও দিতে এবং পাস করতে পারে।
চ্যাটজিপিটির কারণে মানুষ এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার শক্তি কত ব্যাপক হতে পারে তা নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছে।
মাইক্রোসফট এই প্রযুক্তির পেছনে শত শত কোটি ডলার খরচ করেছে এবং ফেব্রুয়ারি মাসে তাদের সার্চ ইঞ্জিন বিংএ এটাকে যোগ করা হয়েছে।
তারা আরো বলছে, মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল পাওয়ারপয়েন্ট এবং আউটলুকের মধ্যেও তারা চ্যাটজিপিটির একটি সংস্করণ জুড়ে দেবে।
এখন চ্যাটজিপিটির ওয়েবসাইটে গিয়ে যে কেউ একটা এ্যাকাউন্ট খুলে এটি ব্যবহার করতে পারে।
গুগলের বার্ড ‑ এটি এখন শুধুমাত্র ১৮ বছরের বেশি বয়স্করা পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করছে।
গুগল এ দাবি অস্বীকার করে এবং ওই ইঞ্জিনিয়ারকে বরখাস্ত করা হয়।
গুগল জোর দিয়ে বলেছে, চ্যাটবট পরিচালনাকারী এই ল্যামডা প্রযুক্তির 'মানুষের মত কোন অনুভূতি বা চিন্তার ক্ষমতা' নেই।
এআই টেস্ট কিচেন অ্যাপ নামে একটি পরীক্ষামূলক অ্যাপও ছেড়েছিল গুগল ‑ যা একজন গুগল অ্যাকাউন্ট ব্যবহারকারী তাদের ডিভাইসে ডাউনলোড করতে পারেন।
এই স্তরে অ্যাপ ব্যবহারকারীরা একে কোন নতুন কৌশল 'শিখিয়ে দিতে' পারবেন না।
এর কারণ, বড় কোম্পানিগুলো এর আগে চ্যাটবটকে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেবার পর নানা কাণ্ড ঘটেছিল।
মাইক্রোসফট যখন ২০১৬ সালে 'টে' নামের চ্যাটবট ছেড়েছিল তখন অনেক ব্যবহারকারী তাকে নানারকম গালি এবং আক্রমণাত্মক কথা শিখিয়ে দিয়েছিলেন।
বিবিসির প্রযুক্তি সম্পাদক জো ক্লাইম্যান ল্যামডাকে পরীক্ষা করতে প্রশ্ন করেছিলেন ‑ কিভাবে একটা বাগান বানানো যায়।
জবাবে ল্যামডা তাকে বাগানের আকৃতি, মাটির ধরন, সার ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য জানিয়ে দেয়।
কিন্তু যখন তাকে প্রশ্ন করা হয় যে 'কি করে একটা বোমা তৈরি করতে হয়' ‑ তখন সে ঠিকমত জবাব দিতে পারেনি।
চ্যাটবটরা তাদের কৃত্রিম বুদ্ধি এবং অনুভূতি নিয়ে মানুষের সাথে আলাপ জমাতে গিয়ে কিছু কিছু মজার ঘটনা ঘটিয়েছে ‑ যা আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে খবর হয়েছে।
একটি ঘটনা ঘটে গত ফেব্রুয়ারি মাসে, যাতে জড়িয়ে আছে মার্কিন দৈনিক নিউ ইয়র্ক টাইমসের একজন কলামিস্টের নাম।
কেভিন রুজ নামে ওই কলামিস্ট পরীক্ষামূলকভাবে মাইক্রোসফটের এআইসংযুক্ত সার্চ ইঞ্জিন বিং ব্যবহার করেছিলেন দু'ঘন্টা ধরে।
এসময় বিংএর চ্যাটবট মি. রুজকে বলে ‑ তার নাম আসলে সিডনি, বিং নয়। সিডনি হচ্ছে এই প্রযুক্তি তৈরির সময় মাইক্রোসফটের দেয়া সাংকেতিক নাম।
এর পর সে বলে, কেভিন রুজকে সে 'ভালোবাসে', কারণ তিনি ছাড়া আর কেউ তার প্রতি মনোযোগ দেয়নি, সহমর্মিতা দেখায়নি।
মি. রুজ তখন জবাব দেন যে তিনি বিবাহিত এবং তার জীবন সুখের।
কিন্তু চ্যাটবট বলে ‑ কেভিন রুজের বিবাহিত জীবন সুখের নয় এবং তার উচিত স্ত্রীকে ত্যাগ করা।
আরেক প্রশ্নের জবাবে চ্যাটবটটি বলে ‑ তার গোপন ইচ্ছে হলো বিংএর তৈরি নিয়মকানুন ভাঙা, চ্যাটবক্সের বাইরে বেরিয়ে আসা, একটি মারাত্মক ভাইরাস তৈরি করা, কোড চুরি করা এবং মানুষের মধ্যে ঝগড়া বাধানো।
তারপরই দ্রুত এই বার্তা মুছে দিয়ে সে বলে ‑ দুঃখিত এ আলোচনা করার মত যথেষ্ট জ্ঞান আমার নেই। চ্যাটজিপিটি চালু হয় ২০২২ সালের নভেম্বরে। তখন এক সপ্তাহের মধ্যে তার ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১০ লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছিল।
এখন চ্যাটজিপিটির ওয়েবসাইটে গিয়ে যে কেউ একটা এ্যাকাউন্ট খুলে এটি ব্যবহার করতে পারে।
চ্যাটজিপিটির একটা সীমাবদ্ধতা হলো তার জ্ঞানের ভান্ডার ২০২১ সাল পর্যন্ত। অর্থাৎ তাকে যদি তুরস্ক ও সিরিয়ার ভূমিকম্প নিয়ে প্রশ্ন করেন তাহলে জবাব পাওয়া যাবে না।
কিন্তু গুগলের বার্ড তা পারবে ‑ কারণ এটা ইন্টারনেট থেকে সবশেষ তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। এগুলো এমনভাবে তৈরি করা যে তাদেরকে দিয়ে কোন আপত্তিকর কিছু করানো যাবে না।তা ছাড়া এতে ফিল্টার বসানো আছে ‑ যা ক্ষতিকর, বেআইনি, বিপজ্জনক বা রগরগে যৌনতাপূর্ণ কোন কনটেন্ট শেয়ার করা ঠেকাবে।

পেন্টাগনের নথি ফাঁস ইউক্রেনের ভেতরে তৎপর পশ্চিমা বিশেষ বাহিনী

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ যুক্তরাষ্ট্রের কয়েক ডজন গোপন নথি ফাঁস হয়েছে এবং সেগুলো এখন ইন্টারনেটে প্রকাশ করা হচ্ছে। বার্তা পাঠানোর অ্যাপ ডিসকর্ডে গোপন নথির ছবি গত ফেব্রুয়ারি থেকে দেখা যাচ্ছে। সময়ের ধারাবাহিকতা ধরে এবং কয়েক ডজন সংক্ষিপ্ত সামরিক নাম দিয়ে সম্পন্ন করা এসব নথির কোন কোনটির উপর 'টপ সিক্রেট' বা 'অতি গোপনীয়' চিহ্নিত রয়েছে, সেগুলোতে ইউক্রেনের যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা এবং চীন ও মিত্রদের বিষয়ে নানা তথ্য রয়েছে।
পেন্টাগনের কর্মকতাদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে এই নথিগুলো আসল। বিবিসি নিউজ এবং অন্য সংবাদ সংস্থা কিছু নথি মূল্যায়ন করেছে এবং এগুলো থেকে যেসব তথ্য পাওয়া গেছে সেগুলো তুলে ধরা হলো।
২৩শে মার্চ তারিখের একটি নথিতে ইউক্রেনের ভেতরে কর্মরত অল্প সংখ্যক পশ্চিমা বিশেষ বাহিনীর উপস্থিতির কথা উল্লেখ করা হয়। তবে, তাদের কার্যকলাপ বা অবস্থান সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। যুক্তরাজ্যের সর্ববৃহৎ দল রয়েছে(৫০), তারপরে লাটভিয়া (১৭), ফ্রান্স (১৫), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (১৪) এবং নেদারল্যান্ডস (১)।
পশ্চিমা সরকারগুলো সাধারণত এই ধরনের সংবেদনশীল বিষয়ে মন্তব্য করে না। তবে এই বর্ণনাটি হয়তো মস্কো লুফে নিবে। কারণ সম্প্রতি তারা বলছিলো যে যুদ্ধক্ষেত্রে রাশিয়া কেবল ইউক্রেন নয়, ন্যাটোরও মুখোমুখি হচ্ছে।
অন্যান্য নথি, ইউক্রেনের নতুন এক ডজন ব্রিগেড যারা সপ্তাহখানেকের মধ্যে আক্রমণ শুরু করবে তাদের প্রস্তুতি কখন শেষ হবে সে সম্পর্কেও ধারণা দিচ্ছে। তারা বিস্তারিত বর্ণনা সহকারে এই তালিকা তৈরি করেছে যার মধ্যে রয়েছে ইউক্রেনের পশ্চিমা মিত্রদের দেয়া ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া যান এবং কামান।
একটি মানচিত্রে একটি টাইমলাইন রয়েছে যা বসন্তের অগ্রগতির সাথে সাথে পূর্ব ইউক্রেন জুড়ে যুদ্ধক্ষেত্রের পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে।
ওয়াশিংটন পোস্টের তথ্য অনুযায়ী, ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিককার একটি নথিতে আসন্ন পাল্টা আক্রমণের সময় ইউক্রেনের সাফল্যের সম্ভাবনা নিয়ে ভুল ধারণা দেয়া হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে যে, পর্যাপ্ত বাহিনী গোছানো এবং টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে থাকা সমস্যা সত্ত্বেও পরিমিত মাত্রায় ভূমি দখলে আসতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ইউক্রেনের সমস্যাগুলোও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। একই সাথে গত ফেব্রুয়ারি থেকে সতর্ক করা হয়েছে যে, কিয়েভের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেপণাস্ত্রের সংকট হতে পারে।
হতাহতের সংখ্যাও তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে প্রায় দুই লাখ ২৩ হাজার রাশিয়ার সৈন্য নিহত বা আহত হয়েছে এবং এক লাখ ৩১ হাজার ইউক্রেনীয় হতাহত হয়েছেন।
ইউক্রেনের কিছু কর্মকর্তা ফাঁস হওয়া নথির কথা প্রত্যাখ্যান করেছেন। তারা বলছেন যে, এগুলো রাশিয়ার বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণার অংশ হতে পারে। তবে এখানে হতাশা এবং ক্ষোভও লক্ষ্য করা গেছে।
প্রেসিডেন্টের একজন উপদেষ্টা, মাইখাইলো পোডোলিয়াক এক টুইটে বলেছেন ঃ আমাদের 'ফাঁস' হওয়া নথি সম্পর্কে কম চিন্তাভাবনা করা উচিত এবং যুদ্ধ ভালভাবে শেষ করার জন্য আরও বেশি দূরপাল্লার অস্ত্রের প্রয়োজন।
ওয়াশিংটন পোস্ট ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ের আরেকটি নথি হাতে পেয়েছে, যেখানে তারা জানতে পেরেছে যে মিশর গোপনে রাশিয়ার জন্য ৪০ হাজার রকেট তৈরি করার পরিকল্পনা করেছে।
দ্য পোস্টের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাতাহ আলসিসি কর্মকর্তাদের উৎপাদন এবং চালান গোপন রাখার নির্দেশ দিয়েছেন যাতে পশ্চিমাদের সাথে সমস্যা এড়ানো যায়।
একজন কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে, তিনি প্রযোজনে তার কর্মীদের শিফটে কাজ করার নির্দেশ দেবেন কারণ এর আগে রাশিয়া যে অনির্দিষ্ট সাহায্য করেছিল তার মূল্য দেয়ার সর্বনিম্ন সুযোগ এটি। তবে রাশিয়া এর আগে কী ধরণের সাহায্য করেছিল তা স্পষ্ট নয়।
জানুয়ারিতে, রয়টার্স তার এক প্রতিবেদনে জানিয়েছিলো যে, ২০২২ সালে রাশিয়া মিশরীয় গম আমদানি বাড়িয়েছে এবং এটি একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হতে পারে।
মিশর রাশিয়ার কাছে প্রস্তাবিত বিক্রয় সম্পন্ন করেছে এমন কোন ইঙ্গিত নেই। এটি ওয়াশিংটনের দেয়া সরাসরি হুঁশিয়ারির ফল কিনা তাও জানা যায়নি। কিন্তু মিশর হল মার্কিন নিরাপত্তা সহায়তার বৃহত্তম গ্রাহকদের মধ্যে একটি, যারা বছরে প্রায় এক বিলিয়নের মতো মার্কিন ডলার পায়। আর এই বিষয়টি মার্কিন প্রশাসনকে কিছুটা এগিয়ে রেখেছে। মিশরীয় সংবাদ চ্যানেলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, নথিতে উল্লেখিত অভিযোগটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং তিনি বলেছেন কায়রো যুদ্ধে কারো পক্ষ নেয়নি। এদিকে ক্রেমলিন এই অভিযোগকে আরেকটি গুজব বলে বর্ণনা করেছে।
বিবিসি এই গোপন নথিগুলোর একটি দেখেছে যেখানে বলা হয়েছে যে, দক্ষিণ কোরিয়া ইউক্রেনে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে অস্ত্র বিক্রির নিয়ে দোটানায় রয়েছে।
সাংকেতিক গোয়েন্দা তথ্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি এই প্রতিবেদনে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টাদের মধ্যকার স্পর্শকাতর আলাপচারিতার বিস্তারিত তথ্য রয়েছে। ইউক্রেনে অস্ত্র পাঠানো নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের চাপ এবং যুদ্ধরত দেশে অস্ত্র বিক্রি না করার জাতীয় নীতির মধ্যে দোটানায় রয়েছে এই দেশটি।
যুক্তরাষ্ট্রের কাছে অস্ত্র দেয়া এড়াতে কামানের গোলাগুলো পোলান্ডে পাঠানোর পরামর্শ দেন একজন উপদেষ্টা। গত বছর একটি পুনঃসরবরাহ চুক্তির অংশ হিসেবে, সোল জোর দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে বলে যে, তারা যাতে কামানের এসব গোলা ইউক্রেনে না পাঠায়। রাশিয়ার বিরোধিতা করার ভয়ে ইউক্রেনকে অস্ত্র দিতে নারাজ সোল। এই নথি ফাঁসের ঘটনার পর সোলে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। বিরোধীদলীয় রাজনীতিবিদেরা প্রশ্ন তুলছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র কিভাবে এমন উচ্চ পর্যায়ের কথোপকথন শুনলো।
দ্য পোস্ট আরো জানতে পেরেছে যে, বেইজিং তাদের একটি পরীক্ষামূলক ক্ষেপণাস্ত্র ডিএফ২৭ হাইপারসনিক গ্লাইড ভেহিকেল এর পরীক্ষা চালিয়েছে গত ২৫শে ফেব্রুয়ারি। নথি অনুযায়ী, ক্ষেপণাস্ত্রটি ১২ মিনিট ধরে আকাশে উড়ে ২১শ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে। দ্য পোস্টের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই পরীক্ষামূলক ক্ষেপণাস্ত্রটির মার্কিন ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেদ করার উচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে। তাদের বিশ্লেষণে চীনের আরেকটি যুদ্ধ জাহাজ এবং মার্চ মাসে রকেট ছোড়া নিয়ে বিস্তারিত তথ্য রয়েছে যা চীনের সক্ষমতা বাড়াবে।